শ্রীরামচন্দ্র

পৌরাণিক নাটক

অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

আর্ট থিয়েটার কর্ত্তৃক মনোমোহন রঙ্গমঞ্চে অভিনীত

প্রথম অভিনয় রজনী—শুক্রবার ১৬ই আষাঢ়, ১৩৩৪

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স্

২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা

দেড় টাকা

তৃতীয় সংস্করণ

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্সের পক্ষে ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে
শ্রীগোবিন্দপদ ভট্টাচার্য্য দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত
২০৩।১।১ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা

মহাকবি গিরিশচন্দ্র ঘোষ মহোদয়ের
পুণ্যস্মৃতি উদ্দেশে

কুশীলবগণ

পুরুষ

ব্রহ্মা, ইন্দ্র, অগস্ত্য, বশিষ্ঠ, বিশ্বামিত্র, পরশুরাম, দশরথ,
শ্রীরামচন্দ্র, লক্ষ্মণ, সুমন্ত্র, জনক, শতানন্দ, রাবণ
বিভীষণ ইন্দ্রজিৎ, সুগ্রীব, মারুতি, তাপস,
সভাসদগণ, ঋষিগণ, প্রতিহারী, রক্ষিগণ,
নাবিক, নাগরিকগণ, কপিগণ,
রক্ষগণ ইত্যাদি।

স্ত্রী

রাজলক্ষ্মী, কৌশল্যা, কৈকেয়ী, সীতা, ঊর্ম্মিলা,
মাণ্ডবী, শ্রুতকীর্ত্তি, মন্থরা, মন্দোদরী সরমা,
শবরী, সীতার সহচরীগণ, পুর-
নারীগণ, রক্ষরমণীগণ
ইত্যাদি।

শ্রীরামচন্দ্র

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

অযোধ্যা—রাজসভা

দশরথ, বিশ্বামিত্র, ঋষিগণ, পাত্রমিত্রগণ মন্ত্রিগণ ইত্যাদি

দশ। বহুভাগ্য অযোধ্যার,
বহু পুণ্য তার—
তাই ঋষি, কৃপায় পশিলে পুরে।
কহ তপোধন,
আগমন কারণ তোমার ?
কহ, যজ্ঞ হেতু প্রয়োজন কিবা ?
কি যাচ্ঞা তপোনিধি ?
স্রুব, স্রক্,
পূতহবি সমিধসম্ভার,
কৌশিক বসন কিম্বা জিনচর্ম্ম,
মধু দুগ্ধ পূজা উপচার,—
কহ, দক্ষিণা কারণ
মণি মুক্তা রজত কাঞ্চন—

কিবা প্রয়োজন ?
কৃতার্থ হইবে দাস
তুমি' আজি গাধির নন্দনে।

বিশ্বা। ধৃতিমান্ তুমি নৃপ,
সূর্য্যবংশে কীর্ত্তির আকর,
বৃথা নহে অনুমান তব ;
তবে আসি নাই যজ্ঞ উপচার হেতু।
আসিয়াছি হে রাজন্,
যোগ্যজনে যজ্ঞ রক্ষা ভার
করিতে অর্পণ।
শুন বিবরণ,—
মিথিলার উপকণ্ঠে বসি' মুনিগণ
বারবার করি সবে যজ্ঞ আয়োজন ;
কিন্তু কি দুর্দ্দৈব,
কোটি কোটি নরঘাতী রাক্ষস দুর্ব্বার
ঋষিরক্তে কলঙ্কিত করে ধরা ;
ব্রাহ্মণে না মানে,
নাহি মানে বালক রমণী ;
জনপদ জনশূন্য আজি
অত্যাচারে সে সবার !
যজ্ঞ বিনা পুণ্যের অভাব,
পুণ্যহীনে পর্জ্জন্য বিমুখ—
তাই অনাবৃষ্টি ফলে
মহামার হাহাকার অকাল মরণ ;
প্রজাকুল আকুল সন্ত্রাসে !

রঘুবংশ ধরিত্রী রক্ষক—
তাই আজি আগমন হেথা।

দশ। কি সৌভাগ্য কহ মুনি, এ হ'তে আমার?
কি ছার রাক্ষস—
কত কোটি হইবে সংখ্যায়?
সূর্য্যবংশ তেজোবহ্নি নহে নির্ব্বাপিত!
নাহি চিন্তা,
রহ আজি, লভহ বিশ্রাম ঋষি,
বিশ্রামান্তে নিজে যাব যজ্ঞ রক্ষা হেতু!

বিশ্বা। ভাল—ভাল,
পরম সন্তুষ্ট আমি উৎসাহে তোমার।
কিন্তু রাজা
অতি বৃদ্ধ তুমি,
জরা আসি' আক্রমণ করিয়াছে তোমা।
আমি ঋষি—বনবাসী,
কিন্তু নহি প্রাণহীন কভু;
প্রকৃতির দুর্ল্লঙ্ঘ্য নিয়মে
মরণের পথযাত্রী যেই,
তারে আমি লয়ে যাব রাক্ষস সংগ্রামে!
এতদূর স্বার্থপর ভাব কি তাপসে?

দশ। বটে বটে,—
বৃদ্ধ আমি—জীর্ণ আমি,
কম্পিত এ কলেবর বয়সের ভারে।
হায় অতীত গৌরব আজি,
ইন্দ্র সনে করিয়াছি রণ,

বধিয়াছি সম্বর অসুরে !
জটাধারী তাপসের কৃপাপাত্র এবে !
ভাল, রহ মুনি,
আজ্ঞা দিই মন্ত্রিগণে
সাজাইতে চতুরঙ্গ দলে।
অরাতি বা হবে কতই প্রবল ?
অক্ষৌহিণী পদাতিক,
লক্ষ লক্ষ তুরঙ্গ মাতঙ্গ,
রথ রথী অগণিত,
যজ্ঞস্থলে প্রেরিব ত্বরায়—
যজ্ঞ রক্ষা হেতু না হও চিন্তিত দেব।

বিশ্বা। নহে সামান্য রাক্ষস—
কি ছার অক্ষৌহিণী সেনা তব
চতুরঙ্গ দল !
বৈসে বনে ভীষণা তাড়কা,
হুঙ্কারে যাহার
চরাচর কম্পে থরথর
সহচর সহচরী অগণিত তার—
সেনাপতি পুত্র তার মারীচ দুর্ব্বার !
রণদক্ষ লক্ষ লক্ষ রক্ষ
বেড়িয়া তাহারে,—
টলে মেরু নিশ্বাসে যাহার,
বনস্থলী উথাড়ে নখরে,
দন্তে দন্তে করয়ে ঘর্ষণ
জিনি' জীমূত গর্জ্জন,

ঘূর্ণ রক্ত আঁখি
অগ্নিবৃষ্টি করে মুহুর্মুহু !
নরের অবধ্য তারা ।

দশ । অবধ্য নরের !
কহ দেব,
এসেছ কি পরিহাস করিতে আমায় ?
অযোধ্যা নগরী এই—নহে স্বর্গপুরী,
আমি নর—নহিক অমর,
নর প্রজা মোর—
অমর নহেক কেহ ;
যদি মানবের সাধ্যাতীত রাক্ষস নিধন,
কহ দেব,
কিবা ইষ্ট হইবে সাধন
নরের সকাশে ?
আছিল উচিত তব
পুরন্দরে করিতে স্মরণ ।

বিশ্বা । ইন্দ্রেরো অসাধ্য রাজা রাক্ষস বিনাশ !

দশ । কহ ঋষি,
সংশয়ে না রাখ আর,
কৌতূহল উঠিছে চরমে—
কহ, দেব নরে অসম্ভব যাহা
সম্ভাব্য উপায় তার
কি রহস্যে আছে হে জড়িত ?
ভয়ে ভীত শুনি' তব বিচিত্র কাহিনী ।
ভয় মুক্ত কর মোরে,

কহ তপোধন,
নিগূঢ় উদ্দেশ্যে কিবা তব আগমন ?

বিশ্বা। শুন রাজা,
সৃষ্টি রক্ষা হেতু
বসি ধ্যানে জাহ্নবীর তীরে—
নবদূর্ব্বাদলশ্যামরূপ উদিল হৃদয়ে !
নয়নাভিরাম মূর্ত্তি মনোহর,
শান্ত ধীর, ইন্দীবর আঁখি,
নারায়ণ নরের আকারে
অযোধ্যার রাজপুরে করেন বিহার !
নবঘনশ্যাম আনন্দের ধাম—
রাম নাম—
ধনুর্ধারী দোসর লক্ষ্মণ—
রক্ষঃকুল বিনাশের হেতু ;
অবতীর্ণ ভূমণ্ডলে !
তাই ত্যেজি' তপ, ত্যেজি' বনালয়
আসিয়াছি তব পুরে ভিক্ষাপাত্র করে,
দেহ ভিক্ষা সৃষ্টিরক্ষা হেতু
দেহ সঙ্গে মোর শ্রীরাম লক্ষ্মণে ;
চিন্তাকুল ঋষিকুল অপেক্ষায় মোর,—
যজ্ঞস্থলে ম্লানমুখে বসি'
সদা রামধ্যান রামনাম সার—
কাতর আহ্বান সেই ভেদি' বায়ুস্তর
নিয়ত হে পশিছে শ্রবণে।
আর বিলম্বিতে নারি,

দেহ পুত্রদ্বয়ে তব, যজ্ঞপূর্ণ হ'লে
পুনঃ সাথে করি আনিব হেথায়!

দশ। জিজ্ঞাসি হে ঋষি,
সূর্য্যবংশ ঋণশোধ হয় নাই আজও?
ঋণবদ্ধ হরিশ্চন্দ্র
নহে মুক্ত এতদিনে?
তাই বালক লইতে চাহ রাক্ষস-সমরে—
ইন্দ্রের অবধ্য যারা?
প্রাণ সম জ্যেষ্ঠ পুত্র রাম,—
বৃদ্ধ হেরি'
কৃপা করি' আমারে না লহ রণে,
কিন্তু রাখি দেহ, চাহ প্রাণ—!
অদ্ভুত করুণা তব,
মহিমা যাহার বুঝিতে অক্ষম আমি।
চাহ যেবা অন্য অভিরুচি,
রক্ষঃবধে শিশু রামে অর্পিতে নারিব।

বিশ্বা। ভাব কিহে দশরথ,
নিষ্ফল ভিক্ষায়
ম্লানমুখে ফিরে যাবে গাধির তনয়?
অতি বার্দ্ধক্যের বশে,
হিতাহিত জ্ঞানশূন্য তুমি—
তাই ছন্নমতি,
ঋষিশাপ সাধে যাচি লহ শিরে?
শুন দশরথ,
যদি ব্রহ্মশাপে থাকে ভয়—

বশিষ্ঠের প্রবেশ

বশিষ্ঠ। বিশ্বামিত্র,
পরাজিত করিয়া আমারে
সুদুর্লভ ব্রাহ্মণত্ব করিয়াছ লাভ,
ক্ষয় তাহা নাহি কর অভিশাপ দানে !
ধর ধৈর্য্য,
অন্ধ পুত্রস্নেহে
কোন্ পিতা পারে
করিবারে মমতা বর্জ্জন ?
সদ্যোজাত শিশুকন্যা হেতু
দরবিগলিত ধারা দেখেছে জগৎ
দুর্জ্জয় তাপস চক্ষে,
বক্ষে করাঘাত—
কেন ভোল নিজ কথা ?
পুনঃ কহি, ধর ধৈর্য্য ;
আমি বুঝাইব ভূপে,—
নিরর্থক না রহিবে প্রার্থনা তোমার—

দশ। বুঝিয়াছি
ব্রহ্মশাপে লভেছিনু বংশধর,
ব্রহ্মশাপে হারাইব পুনঃ তাহা !
(বশিষ্ঠের প্রতি) কহ দেব, কিবা মোর উচিত বিধান ?

বশিষ্ঠ। আর্ত্তত্রাণ ধর্ম্ম ক্ষত্রিয়ের,
প্রজারক্ষা ধর্ম্ম নৃপতির।
বনবাসী ঋষি

করে যজ্ঞ দেবতুষ্টি হেতু,
যাহে হয় ইষ্ট প্রকৃতির ;
সেই যজ্ঞে বিঘ্ন উপস্থিত।
ভাগ্যবান্ তোমা সম কেবা
সূর্য্যবংশে আছিল ভূপাল,
হেন পুত্র করিয়াছে লাভ
কিশোর বয়সে হবে রক্ষক ধরার ?
অমঙ্গল নাহি ভাব,
হাস্যমুখে পুত্রে ভিক্ষা দেহ তাপসেরে,
তাহে অনিষ্ট নহিবে কভু।

দশ। কে বলে কোমলপ্রাণ দ্বিজ ?
বজ্র হ'তে কঠিন হৃদয় !
বুঝিলাম দৈব বিড়ম্বনা
সূর্য্যবংশ ধ্বংস এতদিনে !

বিশ্বা। আক্ষেপ করিও পরে—
কহ কতক্ষণ আর অপেক্ষা করিব হেথা ?

দশ। (বশিষ্ঠের প্রতি) মুনি,
নিজ হস্তে বিলাব তনয়ে
এই কি ভাগ্যের লেখা ?
যাও—লয়ে এস শ্রীরাম লক্ষ্মণে। (বশিষ্ঠের প্রস্থান

বিশ্বা। এতক্ষণে সুমতি হইল তব।

দশ। কহ ঋষি,
কিবা দোষ—
যদি সৈন্য সহ আমি যাই সাথে ?
শুনি অগণিত রক্ষরিপুচয়—

শ্রীরাম লক্ষ্মণ নিতান্তই শিশু,
বুদ্ধি না যোয়ায়
বিপক্ষ বিগ্রহে কেমনে রহিবে স্থির,
কেমনে পাইবে ত্রাণ!

বিশ্বা। মায়াবদ্ধ দৃষ্টি তব,
তেঁই মায়াতীত মায়াধরে হের শিশু তুমি!
নাহি চিন্তা, নাহি ভয়,
ত্রৈলোক্যের অভয় আশ্রয়
পুত্ররূপে গৃহে তব!

বশিষ্ঠের সহিত শ্রীরাম ও লক্ষ্মণের প্রবেশ

শ্রীরাম। পিতা, শুনিয়াছি অভিপ্রায় তব,
লক্ষ্মণ যাইতে চাহে সাথে মোর—
—ভাই মোর প্রাণের দোসর!
(বিশ্বামিত্রের প্রতি) ঋষি লহ প্রণাম আমার,
কৃপায় তোমার, হব উচ্চকার্য্যে ব্রতী,
আজি হতে শিষ্য আমি তব।
পিতা, চরণে মেলানি মাগি,
কর আশীর্ব্বাদ—
যেন রক্ষবধে
ইক্ষ্বাকু বংশের মান পারি রক্ষিবারে।

বিশ্বা। (স্বগত) বয়সে কিশোর
কিন্তু যুবা সম আকৃতি দোঁহার!
আজি জীবনের তপস্যা আমার
হইল সফল—
শিষ্যরূপে পাইলাম কমল-লোচন

দশ। লহ ঋষি,
হৃদিমর্ম্ম উপাড়িয়া দিই তব করে !
নিভিল আলোক—
সূর্য্যবংশ রবি চলে অস্তাচলে—
নিবিড় আঁধার হেরি চারিধার !
ওরে নয়নের মণি, রামভদ্রমণিহারা
বাঁচিব কেমনে !

দ্বিতীয় দৃশ্য

মিথিলা অন্তঃপুরস্থ উদ্যান

জনক ও শতানন্দের প্রবেশ

জনক। ঋষিমুখে করেছি শ্রবণ
ধরাভার করিতে মোচন
জনার্দ্দন অবতীর্ণ হয়েছেন ভবে ;
তাই লক্ষ্মী অযোনি-সম্ভবা
হল-মুখে হইলা উদ্ভব
কন্যারূপে মোর ;
নাম সীতা—সীতামধ্যে প্রথম দর্শন !
হেরি' পুলকিত মন।
সুলক্ষণা শশিকলা সম
দিনে দিনে বাড়িল আমার গৃহে।
এবে কৈশোর ত্যজিয়ে
উপনীত যৌবন সীমায়
—করেছিনু পণ,

হরধনু যেবা করিবে ভঞ্জন,
সেই পতি হবে তার।
দেশে দেশে প্রেরিলাম দূত
ধনুর্ভঙ্গ আশে কতজন আসিল হেথায়,
কিন্তু কি আশ্চর্য্য—
শক্তি কারো না হইল উঠাতে কার্ম্মুক !

শতা। হাঁ—কম্বোজ গেল, ভোজ গেল, কাশীকাঞ্চী গুলো, বড় বড় রাজাদের মাথা হেঁট—লঙ্কার রাবণ কেবল একটু নাড়াচাড়া করেছিল। অর্দ্ধেকের উপর তো ধনুক দেখেই অজ্ঞান, নাড়াচাড়া তো দূরের কথা। এবার দেখুন, জটাধারী বিশ্বামিত্র তো ছুটেছেন কোমর বেঁধে সীতার বর খুঁজতে ; তিনি আবার কাকে ধরে নিয়ে আসেন।

জনক। কহিলা দেবর্ষি—
তাড়কা নিধন করিবে যে জন,
পদস্পর্শে যার পাষাণী অহল্যা লভিবে জীবন,
বধি' নিশাচর যজ্ঞ রক্ষা করিবে ঋষির,
ভাঙি হরধনু সেই লভিবে সীতায়।

শতা। ও বাবা, সাগরে পা'ড়ি দেবার আগে অনেক নদী-নালা পার হ'তে হবে দেখছি ! তা দেবর্ষি নারদ যখন এতটা বলেছেন, তখন, যিনি ধনুক ভাঙবেন তাঁর নামধামও ব'লেছেন নিশ্চয় ; তাহ'লে মহারাজ সে কথাটা গোপন রাখছেন কেন ? বিশ্বামিত্র ঋষি আনতে গেছেনই বা কাকে, আর কোথা থেকে ?

জনক। শুনিয়াছি সূর্য্যবংশে চারি অংশে
অবতীর্ণ হয়েছেন হরি।
জ্যেষ্ঠ রাম, মধ্যম ভরত,
শত্রুঘ্ন লক্ষ্মণ—দশরথাত্মজ সবে।

শতা। বটে? দশরথের ভাগ্যতো খুব! অন্ধমুনির ছেলে সিন্ধুকে অন্ধকার রাত্রে খুন ক'রলে, ঋষি পুত্রশোকে অভিশাপ দিলে যে, পুত্র বিয়োগেই যেন দশরথের মৃত্যু হয়; তা এমন ছেলে জন্মাল যে, একেবারে ছেলের দাদামশায়—স্বয়ং ভগবান্! তাও আবার চার অংশে? এ ভগবানের কি রকম বিচার তাতো বুঝতে পারলুম না! আপনিতো রাজর্ষি, জ্ঞানীর মধ্যে আপনার তুলনা আপনি; আপনার অজ্ঞাত তো কিছু নেই। আমায় দয়া ক'রে বলুন দেখি, আমার শুনতে বড় কৌতূহল হ'চ্ছে—ভগবান্ হঠাৎ অবতার হ'লেন কেন? আর অবতারই যদি হ'লেন, তবে আবার অংশে অংশেই বা কেন?

জনক। অতি গুহ্য কথা, বুঝে জ্ঞানী যেই;
অজ্ঞান যে জন এ রহস্য প্রহেলিকা তার।
সৃষ্টি স্রষ্টা নহে ভেদ কভু, চরম এ জ্ঞান।
লীলার কারণ
পরব্রহ্ম প্রকৃতি আশ্রয় করি'
আপনারে বহুরূপে করেন প্রকাশ।
এই প্রকৃতি চঞ্চলা নিয়ত,
গুণাত্মিকা সদা;
সত্ত্ব রজঃ তম গুণের বিভিন্ন ভাব তার।
এই তিন গুণভেদে
পুরুষ প্রকৃতি হতে জন্মে যাহা,
ধরে বিভিন্ন আকার;
তাই হয় ব্রহ্মাণ্ডের বিভিন্ন বিকাশ,
তাই স্রষ্টা হ'তে ক্রমে
সৃষ্টি হয় ভিন্ন বোধ।

চৈতন্য জাগ্রত হেতু
ধরা মাঝে নর শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি বিধাতার।
কিন্তু দেখ, এই নর গুণভেদে ধরে বিভিন্ন আকার,
ধরে বিভিন্ন স্বভাব, ভুলে যায় আদি তত্ত্ব,
ভুলে উৎপত্তি-কারণ তার ;
কিন্তু সৃষ্টি-কর্ত্তা ভগবান্—দয়ার আধার,
নিজসৃষ্ট নরে হেরি' তম ঘোরে
প্রাণ কাঁদে তাঁর ;
তাই নিজঘরে ফিরাইতে তারে
স্ব-রূপ তাহার উপলব্ধি করাবার হেতু
সহি, গর্ভবাস সহি, অশেষ যন্ত্রণা,
উচ্চাদর্শ স্থাপনের তরে
ধরি' নরের আকার
অবতীর্ণ হন ধরামাঝে।
ত্রেতাযুগে রাম অবতার,—
তিন ভ্রাতা লীলা সহচর ;
জনে জনে ভিন্ন আদর্শ স্থাপনে
বাড়াবেন গৌরব নরের ;
উদ্দেশ্য তাঁহার—
যেই জন সে আদর্শ করিবে গ্রহণ,
জ্ঞানচক্ষু হবে উন্মীলিত'
হবে আত্মতত্ত্ব লাভ,
ক্রমোন্নতিক্রমে পরব্রহ্মে হবে লীন।
যাবে প্রকৃতির পরে,
মুক্ত হবে মায়ার বন্ধন হ'তে।

হবে ভোগ শেষ,
গর্ভাবাস সহিতে না হবে আর।

শতা। ভগবান যে অবতার হ'য়ে এসেছেন, এ কথা কি তাঁর মনে থাকবে?

জানক। না, সব সময়ে মনে থাকবে না, মনে থাকে না—প্রকৃতির প্রকৃতিই এই, ভুলিয়ে দেয়। এই দেখ, লক্ষ্মী অংশে চা'র কন্যা আমার গৃহে; কিন্তু এদের কারও মনে নেই যে, এরা লক্ষ্মীর অংশে জন্মগ্রহণ করেছে। সাধারণ বালিকার মত এরাও মাটীর পুতুল নিয়ে খেলা ক'রেছে, সেই আনন্দেই বিভোর আছে!

শতা। চলুন; বল্লেনও সব, বুঝলুমও সব। পেটে ক্ষুধার উদয় হয়েছে, আমরাও আনন্দে বিভোর হব—বিবাহের পর মিষ্টান্ন পেলে।

প্রতীহারীর প্রবেশ

প্রতী। মহারাজ, যাজ্ঞিক ঋষিরা সংবাদ ল'য়ে এসেছেন, অহল্যা-উদ্ধার ও তাড়কা-বধ ক'রে মহর্ষি বিশ্বামিত্রের সহিত রাম-লক্ষ্মণ যজ্ঞ-রক্ষা করবার জন্য অগ্রসর হ'য়েছেন। ঋষিরা মহারাজের দর্শনপ্রার্থী।

জনক। ঋষিরা শুভ সংবাদ এনেছেন। অতি শুভ সংবাদ। যথোচিত পাদ্য অর্ঘ্য আনতে বল, আমি এখনি যাচ্ছি। সকলের প্রস্থান

উর্ম্মিলা, শ্রুতকীর্ত্তি, মাণ্ডবী ও সখিগণের প্রবেশ ও গীত

আজ পুতুলের বিয়ে রাঙা শাড়ী দিয়ে।
সাজিয়েছি তাই বরণডালা,
মিনিসুতোয় গাঁথা মালা,
পাড়ায় পাড়ায় সইব লো জল পাঁচটী এয়ো নিয়ে॥
কুহুরবে বাজবে বাঁশী,
প'ড়বে লুটে ফুলের হাসি,
ভোমরা কালো গাইবে ভালো বাসর ঘরে গিয়ে।
কোন্ গগনের চাঁদ সে বর কোন্ বনের সে টিয়ে?
আসবে টোপর মাথায় দিয়ে॥

১ম সখী। এইতো পুতুলের বিয়ে হ'ল, গান হ'ল, বাসর হ'ল, বাকী রইল শুধু বরযাত্র কন্যাযাত্র খাওয়ান; সেটা হলেই আমরা যে যার ঘরে যাই।

মাণ্ডবী। যার মেয়ে তাকেই তো খাওয়াতে হয়?

শ্রুত। ছেলেতো ঊর্ম্মিলার, মেয়ে মাণ্ডবীর।

১ম সখী। (মাণ্ডবীর প্রতি) তাহ'লে ভাই তোমাকেই তো খাওয়াতে হয়?

মাণ্ডবী। হাঁ যেমন বিয়ে তেমনি খাওয়া। পাথরের নুড়ী হবে লাড্ডু, আর ফুলের পাপড়ী হবে পুরী।

২য় সখী। তাহ'লে এর ভেতর বরযাত্র কন্যাযাত্র হবে কারা ভাই? দু'টো দল আলাদা ক'রে নাও।

৩য় সখী। আমরা আলাদা হতে পারব না ভাই, আমরা বরযাত্র কন্যাযাত্র দুই-ই এক।

ঊর্ম্মিলা। নুড়ীর লাড্ডু ভাল হবেনা ভাই; তার চেয়ে চল ভাল ভাল ফল, গাছ থেকে পেড়ে আনিগে। বিয়েটাই না হয় মিছে, খাওয়াটা মিছে হয় কেন?

১ম সখী। ওলো, এই মিছে হতে হতেই সত্যি হবে। সোনার টোপর মাথায় দিয়ে বন থেকে সত্যি সত্যিই রাঙা বর আসবে!

ঊর্ম্মিলা। তার জন্যেতো ঘুম হচ্ছে না।

১ম সখী। বড় মিছে নয়; অনেকেরই ঘুম হয় না, তোরও এর পর হবেনা।

ঊর্ম্মিলা। ঠাট্টা করছ? দিদি এলে ব'লে দেব; ঐ দিদি আসছে।

সীতার প্রবেশ

দেখ দিদি, আমায় মিছিমিছি এরা রাগাচ্ছে।

সীতা। মিছিমিছি যখন, তখন রাগছ কেন?

উর্ম্মিলা। রাগবনা ?

সীতা। না, মেয়েমানুষের কি রাগতে আছে ?

উর্ম্মিলা। ও—আমাদের রাগতেও নেই বুঝি ? তাহ'লে তোমাদের যত ইচ্ছা বল, আমি আর রাগবনা।

সীতা। ভাই, অনেক মুনি ঋষি এসেছেন আমাদের আশীর্ব্বাদ ক'রতে ; তাঁহাদের মুখে শুনলেম, অযোধ্যা থেকে বিশ্বামিত্র মুনির সঙ্গে দুজন রাজকুমার আসছেন ; তাঁদের মধ্যে যিনি বড় তাঁর বর্ণ নাকি নব-দুর্ব্বাদলের মত শ্যাম !

১ম সখী। আশ্চর্য্য রং ; না ভাই !

সীতা। তাঁর চরণ স্পর্শে নাকি পাষাণী অহল্যা শাপমুক্ত হ'য়েছেন। বাবা তোমাদেরও ডাকছেন ঋষিদের মুখে গল্প শুনবে চল।

সকলের প্রস্থান

তৃতীয় দৃশ্য

নদীতট—বিশ্বামিত্র

বিশ্বামিত্র। বড়ই তো বিপদে ফেল্লে ! রামের চরণস্পর্শে পাষাণী অহল্যা প্রাণ পেয়েছে ব'লে, কেউ আর বাড়ীতে স্থান দিতে চায় না। তা মরুক্‌গে না দিক্, না হয় গাছতলাতেই বিশ্রাম কল্লেম। গাছতলায় তো রামলক্ষ্মণকে বসিয়ে রেখে নৌকা খুঁজতে বেরিয়েছি, কিন্তু কোন নাবিকই যে আমাদের পার করতে চায় না। আমাদের দেখে, আর নৌকা খুলে দিয়ে পালায়। এখন উপায় কি করি ? তাড়কাবধও হ'ল, অহল্যা উদ্ধারও হ'ল—বাকি রইল যজ্ঞ-রক্ষা, রাক্ষস-বধ, আর সকলের চেয়ে বড় কাজ হরধনুর্ভঙ্গ। এ না হ'লে

তো জানকীর বিবাহ হয় না, রামলীলাও আরম্ভ হ'তে বিলম্ব ঘটে। এখানে দেখছি ঘাটে একখানি নৌকা বাঁধা র'য়েছে, কিন্তু নাবিক তো নেই। ঐ গাছতলায় একটু অপেক্ষা করি, পারের সময় আরও তো যাত্রী আসবে, নাবিকও এসে প'ড়বে নিশ্চয়। (অন্তরালে অবস্থান)

দুইজন নাগরিকের প্রবেশ

১ম নাগ। তার পর?

২য় নাগ। আর কি, পাষাণ ফেটে একটা অপ্সরা বেরোল!

১ম নাগ। অপ্সরা! ওরে বাবা, সে আবার কেমন?

২য় নাগ। এই লম্বা দাড়ী, সাদা ধব্‌ধবে এই জটা মাটীতে লুটিয়ে পড়ছে, পায়ে ঘণ্টা বাঁধা, যখন নাচে, ঢং ঢং ক'রে বাজে—যেন পেটাঘড়ীতে ঘা মারে! তারপর যখন সুর ধরে—

১ম নাগ। ওরে বাবা, আবার সুর ধরে!

২য় নাগ। ধরে না? ইন্দিরের সভায় গায়—অপ্সরা কি এমনি? তাই তো ঋষিরা স্বর্গে শুনতে গিয়ে অপ্সরা ছুঁড়ীদের শাপ দেয়, আর তারাই—কেউ হয় পাষাণ, কেউ গাধা হ'য়ে মোট বয়, কেউ গ'রু হয়ে গাড়ী টানে, কেউবা বেবুশ্চে হয়।

১ম। ও—তাই শাস্ত্রে আছে বেবুশ্চেদের দোরের মাটীতে দুগ্‌গো পিরতিমে হয়; তা হ'লে তাদের দেখলে তো পেন্নাম ক'রতে হয়? শাস্তর কি অমনি? (প্রণাম করিল)—

২য়। নয়তো কি!

১ম। আর কিচ্ছু হ'চ্ছে?

২য়। বাড়ী ঘর দোর যেখানে পা দিচ্ছে, সেইখানেই—মানুষ গজাচ্ছে!

১ম। মানুষ গজিয়ে কি ক'রছে?

২য়। আর কি করবে? খাই—খাই করছে, মানুষের যা কাজ।

১ম। ওরে বাবা, ঘরে যে পরিবারটি আছেন, তারই ক্ষিধে মেটাতে পারিনে; তিনি দিনরাতই খাই খাই ক'চ্ছেন! তার উপর যদি চাল থেকে বাচ্ছা গজায় তা হ'লেতো তাদের ক্ষিদে মেটাতে আমার হাড় মাসেও কুলুবে না। ছেলে দুটো—আর বুড়ো ঋষিটা কোন দিক্ দিয়ে যাবে? নাঃ আমার আর পারে যাওয়া হোল না। যাই হাট্‌টা ঘুরে বাড়ী সামলাই গে; তুমি দাদা, ইচ্ছে হয় যাও, আমি এই ফিরলেম।

২য়। যাঃ। আমার পরিবারও নেই, বালাইও নেই। গজায় গজাবে; তবে একটু বুঝে সুজে গজায়—বছর বাইশের—অপ্সরার কাজ নেই বাবা, একটা গেঁদা বোঁচা খেন্তর মা, কি মোক্ষার পিশি, দু-বেলা রেঁধে দেয়, আর সন্ধ্যের পর পাটা আসটা টেপে,—বস, আর কিছু চাইনে। তুই তোর বাড়ী সামলাগে—যা, আমি চল্লুম পারে,—যা হবার হবে।—

গীত

আর পারিনে একলা শুতে।
বৌ নেইক ঘরে, যে গালপাড়ে আর মারে,
নাকে কেঁদে সোহাগ জানায়,
এদিক ওদিক নজর দিলে আসে গুঁতুতে।
বাড়ী যেন ঘুনুর বাসা—ক'রছে খাঁ খাঁ—
বুকের ভেতর চিতের আগুন সদাই সাঁ সাঁ—
থাকি একলা প'ড়ে, ঘাপটি মেরে,
এখন আর উঁকি মারে না' পাড়ার পাঁচ-শালা ভূতে॥

১ম। তোর রস উথলে উঠ্‌ছে দেখছি; আমরা পাড়ার পাঁচ-শালা? তোর বাড়ীর দিকে উঁকি মারিনে? আচ্ছা, তবে চল্লুম;—থাক্ এখানে একলা পড়ে। (প্রস্থানোদ্যত—ফিরিয়া)

বাঃ বাঃ বাঃ বাঃ বাবা

২য়। কি রে? কি হোল?

১ম। ঐ দাড়ী—!

২য়। দাড়ী কি রে—?

১ম। ঐ লম্বা জটা,—ঐ গেরুয়া, আর ঐ বাঃ বাঃ—বাবা—বাবা!

২য়। (অনুকরণ করিয়া) বাবা বাবা বাবা—! বলি হোল কি? চোখ যে কপালে তুল্‌লি? (দ্রুত প্রস্থান)

বিশ্বামিত্রের পুনঃ প্রবেশ

২য়। (স্বগত) আরে সত্যিই তো, তেনারাই তো! যা থাকে কপালে, নিয়ে যাব একবার হাতে পায়ে ধ'রে বাড়ীর দিকে! পাথরে পা দিয়ে অপ্সরা ক'রেছে, আমার বাস্তুভিটেয় পা ঠেকিয়ে একটা পরিবার, বেশী নয় বাবা (বিশ্বামিত্রের পা ধরিয়া প্রকাশ্যে) যখন পেইছি, আর ছাড়বো না; আমাকে দয়া ক'রতেই হবে বাবা। আজ পাঁচসাল হোল তিনি গত হ'য়েছেন—সেই থেকে—হাত পুড়িয়ে খেয়ে—এই দেখ—বাবা—দয়াময়, এই ফোস্কার দাগ, তার পর—

বিশ্বা। কি বিপদ্! কে তুমি, কি চাও? তুমি কি নাবিক?

২য়। পরে বলছি দয়াময় আগে স্বীকার পাও;—বেশী দূর যেতে হবে না, এই রাস্তার ধারে—জাঙ্গালটা পার হ'য়ে—ভিটে খাঁ খাঁ ক'রছে বাবা, বেশী কষ্ট দেবনা,—একবার ঐ চরণ-যুগল—ঠেকিয়ে দিয়ে— বাইশ-ই হোক, আর বিয়াল্লিশ-ই হোক—একটু দোহারা গোছের নেহাত রোগা হ'লে ধ'রে বসাতে হবে দয়াময়!

বিশ্বা। কি আবোল তাবোল বকছ? তুমি কি উন্মাদ!

২য়। ঠিক ঠাওরেছ বাবা,—সাধে কি চরণ ধরেছি, অন্তর্যামী বাবা, অন্তরযামী—ঋষি—ঠিক ঠাওরেছ; উন্মাদ হ'য়েই আছি, তিনি গিয়ে পর্য্যন্ত—মাথার ঠিক নেই দয়াময়, উন্মাদ—একেবারে উন্মাদ।

বিশ্বা। কে গিয়ে পর্য্যন্ত ?

২য়া। এটা আর বুঝতে পাল্লে না দয়াময় ! পাল্লে বৈ কি ! অন্তর্যামী ! তবে ধরা দেবে না মনে ক'রেছ ! তাও কি হয়, আমি যে তোমায় চিনে ফেলেছি দয়াময়। মানুষকে আর উন্মাদ করে কে প্রভু, তিনি, পরিবার, যিনি থাক্‌তেও উন্মাদ, না থাকতেও উন্মাদ ! এই দেখ বাবা হাতের কব্জী, তিনি গত হ'য়ে পর্য্যন্ত নাড়ী লাফিয়ে লাফিয়ে উঠছে ; বুড়ো গৌতম মুনির হিল্লে ক'রে দিলে বাবা, আমার গতি না ক'র্‌লে আমি ছাড়বো না দয়াময় ! আমার বাস্তুতে একবার চরণ ধূলো দিয়ে যেতেই হবে।

বিশ্বা। (স্বগত) কামিনীর আকর্ষণ এমনিই বটে ! (প্রকাশ্যে) দেখ, এখানে কোন নাবিক আছে কি না সন্ধান ব'লে দিতে পার ? আমাদের পারে যাবার বিশেষ প্রয়োজন।

২য়। আমার প্রয়োজনটা সেরে দিয়ে তার পর গাং পার হয়ো দয়াময়, আমায় বঞ্চিত ক'রো না। আমি মাঝি মাল্লা সব ডেকে দেব। কেউ না আসে নিজে হাল বেয়ে পার করবো।

বিশ্বা। দেখ, বাড়াবাড়ি কর যদি এখনি তোমায় ভস্ম ক'রে ফেল্‌বো, পা ছাড়, দেখ, যদি এখানে কোন নাবিক থাকে।

২য়! তা ফেল দয়াময়, একেবারে ভস্ম ক'রে ফেল ; ও—গুমে গুমে পোড়ার চেয়ে, একেবারে ছাই হওয়া ভাল। ঐ যে বাবা, তোমার চেলা দুজন আসছেন, ঐ যে সঙ্গে মাঝি ; তবে তো আমায় ফাঁকি দিলে বাবা।

রাম-লক্ষ্মণ ও নাবিকের প্রবেশ

নাবিক। আমি পারবো না ঠাকুর ; আমি বড় গরীব ; পুঁজির ভেতর আমার ঐ ভাঙা নৌকা ; গাঙে খেয়া দিয়ে, দুটী প্রাণীর আহার জোটাই। তোমার পায়ের ধূলো লেগে নৌকা যদি আমার মুক্ত হয়

—তাহ'লে পেট চ'লবে কি ক'রে ঠাকুর! আমি যে বড় গরীব। তোমারি পায়ের ধূলোয় তো পাষাণ মুক্ত হ'য়ে মানুষ হ'য়েছে!

রাম। তোমার কোন ভয় নেই; ঋষিশাপে অহল্যা পাষাণী হ'য়েছিলেন, আবার ঋষিরই আশীর্ব্বাদে শাপমুক্ত হ'য়ে তিনি পুনরায় মানবী হ'য়েছেন। আমার গুণে নয়, ঋষির পুণ্যে আর অহল্যার তপস্যায়। তোমার কোন ভয় নেই! তোমার যেমন নৌকা তেমনিই থাকবে, কোন ক্ষতি হবে না।

২য় নাগ। আরে ঠাকুর তা হ'লে তুমি দেখছি—নকল, আর উনিই দেখ্‌ছি আসল! তা হ'লে তোমায় ছেড়ে ওঁকেই তো ধর'তে হোল! (রামচন্দ্রের পা ধরিয়া) দোহাই বাবা, দোহাই! এই তোমার পায়েই আশ্রয় নিলাম।

রাম। মূর্খ, গুরুদেবের চরণ ছেড়ে আমার আশ্রয়।

২য় নাগ। (স্বগত) এই ফেল্লে মুস্কিলে! ঐ বুড়ো ঋষি এর গুরু; নাহ'লে ওঁরই জোর তো হবে বেশী। (পুনরায় বিশ্বামিত্রের নিকটে গিয়া চরণ ধরে) বাবা, ভুল ক'রেছি বাবা, ছেলে মানুষ চিন্‌তে পারিনি, তুমি হ'লে পাকা দেবতা, ওনারা হ'লেন কাঁচা; বাবা, জোর তোমারই বেশী, তুমি একবার চরণ দিয়ে যাও বাবা, আমার বেশী আহিঙ্কে নয়, কেবল একটী ইস্ত্রি!

বিশ্বা। দূর হও মূর্খ। (রামচন্দ্রের প্রতি) এই যে বৎস, নাবিকের সন্ধান পেয়েছ। অরে নাবিক, বৃথা বিলম্ব করিস না; আমাদের শীঘ্র পার ক'রে দে।

নাবিক। বাবা, তোমায় আমি পার ক'রে দিচ্ছি। আমার কোন আপত্তি নেই, বলতো এই (লক্ষ্মণকে দেখাইয়া) এঁকেও নৌকায় তুলতে পারি, কিন্তু বাবা, (রামচন্দ্রকে দেখাইয়া) এঁকে নয়। আমার নৌকা গেলে আমি আর বাঁচবো না। বড় গরীব। সব

দিন জোটে না, উপোস ক'রে ক'রে পেটে খাল ধরে ; মাগীতে মিন্সেতে ভগবানের নাম ক'রে বুকে হাত গুটিয়ে প'ড়ে থাকি। এঁর পায়ের ধূলোর বড় জোর। আমি যে মুনির আশ্রমে দেখেছি ঠাকুর, অহল্যা পাষাণী হ'য়ে কতদিন পড়ে ছিল, যেমন পায়ের ধুলো লাগলো, অমনি মানুষ হোল !

২য় নাগ। (স্বগত) খাসা সুন্দরী, মেয়েলোক ; আমার সুন্দরী কাজ নেই, বাবা আবার ইন্দির চন্দরকে তুমি দেবে, কাল কুৎসিত যা হোক একটা হোলেই হোল, হয় বাইশ না হয় বিয়াল্লিশ !

রাম। গুরুদেব, কোন নাবিকই পার ক'রতে সম্মত হয় না, তা হ'লে উপায় ?

২য় নাগ। (স্বগত) আমি এখন কাকে ধরি ? এই বুড়োকে, না এই ছোঁড়াকে ? ভারি দোটানায় ফেল্লে !

বিশ্বা। (নাবিকের প্রতি) বাপু, তুমি কেন অবুঝ হ'চ্ছ ? আমাদের বিশেষ প্রয়োজন, আর বিলম্ব কোরো না আমাদের পার ক'রে দাও, তোমার কোন আশঙ্কা নেই—তোমার যেমন নৌকো তেমনি থাকবে, ও পাথরও হবে না—মানুষও হবে না।

নাবিক। বিশ্বাস করি কি ক'রে ঠাকুর ? আমি যে দেখেছি জল-জেয়ান্ত পাথরখানা প্রাণ পেলে! মুনির পরিবার আবার মুনির ঘর করতে চ'ল্ল !

২য় নাগ। উঃ কি পায়ের ধূলোর জোর বাবা ! দয়াময়, আমিই কি বঞ্চিত হব ?

লক্ষ্মণ। দাদা, তোমরা পারবে না, আমি এই নাবিককে বোঝাচ্ছি। (নাবিকের প্রতি) দেখ বাপু, তুমিইতো ব'লছ এঁর পায়ের ধূলো লাগলে তোমার নৌকো আর নৌকো থাকবে না ; তা এক কাজ করনা কেন ?

নাবিক। কি ঠাকুর, বল ?

লক্ষ্মণ। তুমি নদী থেকে জল নিয়ে এসে এমনি করে এঁর পা ধুইয়ে দাও

যে, তাতে আর একটুও ধূলো না থাকে ; তার পর এঁকে নৌকোয় তুলো ; তাহ'লে আর তোমার কোন ভয়ই থাকবে না পায়ে যদি ধূলোই না রইল, তাহ'লে আর ভয়টা কি ?

২য় নাগ। তার আগে দয়াময় আমার ভিটেয় একবার পায়ের ধূলো দিয়ে যাও, তার পর ও ধোয়াধুয়ি যা হয় কোরো।

নাবিক। (স্বগত) কি করি ? ঋষি মানুষ, পার না করলে যদি শাপমন্যি দেয় ! হা ভগবান্ ! হা হরি ! তুমি আমায় কি বিপদেই ফেল্লে ! তোমায় ডেকে পেটের অন্ন করি, তারও পথ রাখবে না ? না, কাজ নেই শাপমন্যি কুড়িয়ে—এই ছোট ঠাকুরটী যা বলেছে, মন্দ নয়। নদী থেকে জল এনে পা ধুইয়ে তো দিই. তারপর নৌকোয় তুলি। (প্রকাশ্যে লক্ষ্মণের প্রতি) ঠাকুর তুমি একটা বুদ্ধির কথা বলেছ বটে, পা ধুইয়েই নৌকোয় তুলি।

রাম। বেশ, তাই যদি তোমার ইচ্ছা, পা ধুইয়ে দাও।

২য় নাগ। (স্বগত) নাঃ এ বেটা ধুইয়ে সাবাড় ক'ল্লে—আমার বরাতে আর পরিবার হ'ল না দেখছি। তবে আর এখানে মিছে দাঁড়িয়ে কি হবে ? হায়রে কপাল, পেয়ে হারালেম ! (প্রস্থান)

নাবিক। (পদধৌত করিতে করিতে গীত)

ঠাকুর কি আর বল ব'লব তোমায়,
তোমার চরণ ধূলোয় পাষাণ জাগে
তাইতো বাসি ভয়।
নিয়ে এই জীর্ণতরী করি পারাপার,
কোন দিন অন্ন জোটে, কোন দিন চোখের জলই সার,
দীনের ব্যথা কেউ বোঝে না—বোঝেন দয়াময় ॥
জানিনা তোমার কি আছে মনে
দেখো বাদ সেধোনা আমার সনে,
ক'রতে গিয়ে তোমায় পার আমায় না শেষ ডুবতে হয় ॥

এই তো পা ধোয়ানো হ'ল! এইবার ঠাকুর আমি হাত পাতি, তুমি আমার হাতের উপর পা রেখে নৌকায় ওঠ, যেন আর না ধূলো লাগে। (হাত পাতিল) আহা, এ যে পদ্ম ফুলের চেয়েও নরম! এমন চরণ তো কখনো দেখিনি! আমার হাতের উপর দাঁড়িয়েছেন, আমার প্রাণ জুড়িয়ে গেল। একে তো হাত থেকে নামাতে ইচ্ছে করছে না,—মনে হচ্ছে আমি যদি নৌকো হতুম, ইনি আমার বুকের উপর দাঁড়াতেন, আমি জলে ভাসতে ভাসতে এঁকে পার করতুন।

(শ্রীরামচন্দ্র নৌকায় উঠিয়া বসিলেন, এবং তরীখানি সোণার হইয়া গেল)

নাবিক। একি হ'ল! ঠাকুর, একি হ'ল! আমার কাঠের নৌকো যে সোণার হ'য়ে গেল! আর তো এ পা ছাড়ব না!

গীত

সোণা দিয়ে ভোলাবে কি, আমি তাতে ভুলবনা।
কাজ কি এই সোণার তরী,
যখন পেয়েছি তোমার চরণ তরী,
(এই যে দীনের শরণ যুগল চরণ)
(যার তুলনা নাহিক হে) (ওহে ভবের কাণ্ডারী)
আমি এ অভয় পদ আর ছাড়ব না।
রাখব বুকে আদর ক'রে
(এমন তাপিত প্রাণ শীতল-করা এই দুটী রাতুল চরণ)
দেখব কেমন নয়ন ভ'রে—
(ওহে ভবের নিধি, গুণনিধি,)
(তোমার এই রাতুল চরণ)
যার পরশ পেলে কত ইন্দ্র চন্দ্র যায় গো ত'রে—
আমি দীন কাঙাল হ'লেও,
আর কোন কথা শুনব না॥

চতুর্থ দৃশ্য

রাজর্ষি জনকের প্রাসাদ সংলগ্ন দালান

প্রাসাদের বারাণ্ডায় সীতা, উর্ম্মিলা

শ্রুতকীর্ত্তি মাণ্ডবী ও সখীগণ

সখীগণ।— গীত

শুনছি নাকি আসছে বর শ্যামকলেবর
রাম রঘুমণি ?
তার কালো রূপে ভুবন আলো
সীতার পাশে সাজবে ভালো,
(তাই) সোহাগে ফুল গড়িয়ে পড়ে, কোকিল করে কুহুধ্বনি ;
হাসি আর ধরেনা মুখে,
মধু উথলে বুকে,
সাধের সাধ রয়লো প্রাণে লুকোচুরি দিন রজনী ॥

সীতা। পৃথিবীর কোন রাজাই পারলেন না, শ্রীরামচন্দ্র কি হরধনু ভঙ্গ করতে পারবেন ?

১ম সখী। এমনি মনে হয় বটে, কিন্তু কোন ভয় নেই। ঋষিবাক্য কখনো কি মিথ্যা হয় ?

সীতা। আমি সে জন্যে জিজ্ঞাসা করিনি।

১ম সখী। আমরাও তা ভেবে বলিনি।

সীতা। সখি, ঐ কারা এদিকে আসছেন না ?

১ম সখী। ওমা তাইতো !
বরণ মেঘের ঘটা, মরি কি রূপের ছটা,
কোন্ কারিকর কুঁদলে বটে নবীন তনুখানি।

দীঘল কমল আঁখি, সাধ পায়ে প্রাণ রাখি,
সহজে সরলা সখি, কিসে ধৈরজ মানি ?

কেমন—এই কথা বলতে ইচ্ছে হ'চ্ছে না ?

সীতা। আমি এখান থেকে চলে যাই।

১ম সখী। বাণবিদ্ধা হরিণী ! কতদূর যাবে ?

জনক, বিশ্বামিত্র, শ্রীরাম ও লক্ষ্মণের প্রবেশ

জনক। তপস্যা সার্থক আজি,
পরম অতিথি তাই মিলিল আগারে !
হে কৌশিক, কি আর কহিব আমি ;
নিজ পুরুষার্থ বলে
সুদুর্লভ ব্রাহ্মণত্ব করিয়াছ লাভ ;
মুনিশ্রেষ্ঠ মূর্ত্তিমান্ তপ !
তোমারি কৃপায়, রাঘবেন্দ্র রামচন্দ্র
সহ অনুজ লক্ষ্মণ
কৃতার্থ করিতে মোরে
আজি এসেছেন মিথিলা নগরে।
কৃতজ্ঞতা কি জানাবে দীন ? কর আশীর্ব্বাদ
শুভ হ'ক, ধন্য হ'ক, এই প্রীতির মিলন।

বিশ্বা। আমার সকল বাঞ্ছাই পূর্ণ হ'য়েছে ; তাড়কা বধ, সুবাহুর মৃত্যু, মারীচের পরাজয়, ঋষিগণের যজ্ঞরক্ষা—সকল কার্য্যই সুসম্পন্ন হয়েছে ; এখন হরধনু ভঙ্গ হ'লেই মহারাজ, আপনার বাসনা পূর্ণ হয়। আমার মুখে কার্ম্মুকের কথা শুনে রামচন্দ্র সেই মহাধনু দেখবার জন্য কৌতূহলী হ'য়ে এখানে এসেছেন ; মহারাজ, সেই ত্রিলোকপূজিত ধনু এঁকে দেখান।

জনক। আজ্ঞাধীন আমি তব শুন তপোধন,

পেটিকা আবদ্ধ ধনু করাই দর্শন।
বহুবার বহু নৃপ আইল হেথায়
কতজনে দেখান্থু কার্ম্মুক,
বীর্য্যবান্ কত শত ভূপ—
কিন্তু শকতি না হ'ল কারো
উঠাতে ধনুক।

শ্রীরাম। বিচিত্র কোদণ্ড সেই !
বীর্য্যবান্ কোন নৃপ নারিল তুলিতে ?

জনক। কতজন প্রকাশি' বিক্রম
প্রাণপণ করিল উদ্যম
তুলিতে কোদণ্ড এই,
কেহ পলাইল লাঞ্ছিত হইয়া,
মূর্চ্ছিত হ'ল বা কেহ।

শ্রীরাম। অদ্ভুত কথন, সমধিক বিস্মিত করিল মোরে !

(জনক পেটিকা খুলিয়া কার্ম্মুক দেখাইলেন)

জনক। হের, এই সেই হরশরাসন,
গন্ধলিপ্ত মাল্যবিভূষিত,
নিত্য পূজা করি আমি যারে,
মঞ্জুষার মাঝে সযত্ন রক্ষিত,
অতি দীর্ঘাকার, বিচিত্র গঠন,
নহিলে, নহিবে কভু সমতুল্য যার !

শ্রীরাম। সত্য—সত্য—
ইতিপূর্ব্বে দেখিনি কখনো কার্ম্মুক এমন !
কহ দেব,

শুনিতে বাসনা মম জাগিছে অন্তরে
পূর্ব্ব ইতিহাস কথা যদি থাকে কিছু ;
কোথা হ'তে মহাধনু এই করিয়াছ লাভ ?
জনক। শুন অদ্ভুত কাহিনী।
যুগপূর্ব্বে দক্ষযজ্ঞ কালে
দক্ষ প্রজাপতি
সমাগত দেব সভা মাঝে
যজ্ঞ-ভাগ না দিল শঙ্করে ;
অপমানে ক্রোধান্ধ ধূর্জ্জটী
তুলি' মহাশরাসন এই,
সুরগণে সম্বোধি' কহিল—
"—আরে আরে অতি দর্পে দর্পী দেবগণ,
অতিক্রমি' মোরে
যজ্ঞ অগ্রভাগ লইতে হেথায় এসেছিস্ সবে !
দিব সমুচিত প্রতিফল তার,
শিরশ্ছেদ করিব সবার—
দেখি শক্তিধর আছে কেবা
রক্ষা করে সুরবৃন্দে
ত্রিশূলীর রোষানল হ'তে !"
ভয়ে ভীত দেবগণ গণিল প্রমাদ,
করযোড়ে সবে স্তুতিগান করিল শিবের ;
আশুতোষ ভোলা রুদ্রমূর্ত্তি করি' পরিহার
অভয় দানিয়া সবে
হৃষ্ট চিত্তে সুরগণে অর্পিলেন ধনু।
দেবগণ ন্যাসরূপে সেই ধনু

রক্ষিলেন নিমিপুত্র দেবরাত নৃপতি সকাশে,
যেই বংশে জন্ম মোর।

বিশ্বা। দেবতা-দুর্লভ দ্রব্য পুণ্যবংশ করে লাভ,
পরাপর আছে এ নিয়ম।

জনক। তার পর, যেই দিন
নিজ যজ্ঞভূমি কর্ষণের কালে,
হলমুখে লভিনু সীতায়, কৈনু পণ—
এই ধনু ভাঙ্গিবে যে জন,
বীর্য্যশুল্কে লভিবে তনয়া এই!
কিন্তু বিধি বিড়ম্বন—
এ পর্য্যন্ত কেহ ইহা চালিতে নারিল!

শ্রীরাম। দেব, স্পর্শ কি করিতে পারি পুণ্য ধনু এই?

জনক। নাহি বাধা, কর স্পর্শ ইচ্ছা যদি হয়।

(শ্রীরামচন্দ্র ধনু স্পর্শ করিলেন)

(অলিন্দ উপরে সীতা সখীকে কহিলেন—)

সীতা। সখি, আমার বাম চক্ষু নৃত্য ক'রে উঠ্‌ল কেন?

১ম সখী। মন আনন্দে নাচছে, চোখ তারি অনুকরণ করছে মাত্র।

শ্রীরাম। (মৃদুহাস্যে) দেব, তুলিতে কি হবে এই ধনু?

জনক। অনুরূপ বাসনা আমার। (শ্রীরামচন্দ্র ধনুক তুলিলেন)

সীতা। সখি, দেখ দেখ, মহাধনু ধারণ ক'রে এঁর মুখমণ্ডল কি কমনীয় শোভায় উদ্ভাসিত হয়েছে!

শ্রীরাম। কহ পূজ্য,
হবে কি ইহাতে মোরে গুণ আরোপিতে?

জনক। বিস্ময় মেনেছি বৎস!

অধিক কি কব, বুঝি এত দিন পরে মোর
পূরিবে বাসনা, পূর্ণ হবে সীতাস্বয়ম্বর !

(শ্রীরামচন্দ্র উপরের দিকে চাহিলেন, সীতার সহিত দৃষ্টি বিনিময় হইল)

শ্রীরাম। হে গুরু ! অগ্রে লহ প্রণাম আমার।

(বিশ্বামিত্রকে প্রণাম করিলেন)

হে ত্রিশূলী,
মূঢ় আমি, নাহি জানি পূজাবিধি তব ;
আশুতোষ, নিজ কৃপাগুণে
কৃপা কর অকৃতী সন্তানে ;
দেহ বল বলের আকর !
যে শক্তি প্রভাবে জাহ্নবীরে ধর শিরে,
নাগরাজ কণ্ঠের ভূষণ,
শশাঙ্ক তিলক ভালে,—
যে শক্তিপ্রভাবে সৃষ্টি রক্ষা হেতু
অবহেলে
দলিত বাসুকী বিষ করিলে ভক্ষণ,—
কণামাত্র সেই শক্তি ভিক্ষা দেহ মোরে
আদর্শ ভিক্ষুক ভোলা !
তোমারি কৃপায়, তোমারি এ মহাধনু
আরোপিয়া গুণ করি আকর্ষণ—
ত্রিলোচন, অকিঞ্চনে হয়োনা বিমুখ।

(হরধনু ভঙ্গ হইল। স্বর্গ হইতে পুষ্পবৃষ্টি হইল। রমণীগণ পুষ্প ও লাজ বর্ষণ করিলেন, মাঙ্গলিক শঙ্খ ধ্বনিত হইল)

রাম। হের দেব,
দ্বিখণ্ডিত হইয়াছে মহাধনু এই !

বিশ্বা। ধন্য আমি,
শিষ্যরূপে পাইয়াছি তোমা।

জনক। কি আর বলিব বৎস, রাখিলে আমার পণ,
বাক্য ঋণে ছিনু বদ্ধ—
মুক্ত আজি—তোমার কৃপায়।
অযোনি-সম্ভবা সীতা—
আজি হ'তে পত্নী রাঘবের।

(অলিন্দ হইতে সীতা পুষ্পগার শ্রীরামচন্দ্রের কণ্ঠদেশে নিক্ষেপ করিলেন)

কনিষ্ঠা উর্ম্মিলা, কন্যা মম ঔরসে জন্মিল,
তপোধন, সাধ,—অর্পি লক্ষ্মণের করে।

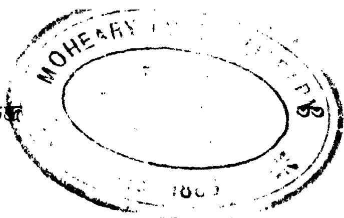
(উর্ম্মিলা সীতার পার্শ্বে দাঁড়াইয়া দেখিতেছিলেন, তিনি
সীতার পশ্চাতে গিয়া দাঁড়াইলেন)

বিশ্বা। শ্রুতকীর্ত্তি, মাণ্ডবী সুন্দরী—
শুনিয়াছি আছে দুই ভ্রাতৃ-কন্যা তব,
যদি ইচ্ছা নরনাথ,
অর্পণ করিতে পার ভরত শত্রুঘ্নে।

জনক। বাঞ্ছনীয় এ হ'তে অধিক কিবা আর।
কহ বৎস, অভিপ্রায় তব (রামচন্দ্রের প্রতি)

রাম। সকলি হে আর্য্য পিতৃ-আদেশ সাপেক্ষ।

জনক। উত্তম, উত্তম,
এইদণ্ডে প্রেরি দূত অযোধ্যায়,
শতানন্দ কুল-পুরোহিত মোর—
দ্রুত রথে করুন প্রস্থান,
নিমন্ত্রিতে অযোধ্যা নরেশে—ক্ষুদ্র মিথিলায়।



প্রতিহারীর প্রবেশ

প্রতি। মহারাজ,
রুদ্ধতেজ বহ্নি সম দীপ্ত কলেবর,
বিঘূর্ণীত আরক্ত নয়ন রোষে,
ঋষি এক—আপাদ লুন্ঠিত
সচঞ্চল শুভ্র-জটাজুট, শিরে,—
যেন সফেন তরঙ্গ ভঙ্গে
ঢল ঢল জাহ্নবীর জল,
স্কন্ধোপরি ভীষণ কুঠার,
ভীম করে কোদণ্ড প্রচণ্ড,
হুঙ্কারিয়া কহিল আমারে চাহে রাজ-দরশন।

জনক। মহামুনি ভার্গব নিশ্চয়।
ল'য়ে এস বহুমানে; আন পাদ্য অর্ঘ্য ত্বরা।

(প্রতিহারির প্রস্থান

বিশ্বা। অকস্মাৎ ভার্গব কি হেতু হেথা?
ত্যজি তপ, কেন লোকালয়ে পুনঃ?

পরশুরামের প্রবেশ।

জনক। স্বাগত, স্বাগত হে মহাভাগ!

পরশু। কহ অগ্রে কোন্‌জন ভাঙিয়াছে,
হরদত্ত ধনু সুবিশাল? স্পর্দ্ধা কার?—
শঙ্করের অপমান করিল যে জন?

রাম। প্রণমি তোমারে ঋষি,
ভৃগুবংশে মহা-তপাচারী,
পবিত্র চরিত্র গাথা তব,
বহুবার করেছি শ্রবণ, আজি সার্থক জীবন,

ভাগ্য ফলে দর্শন করিনু তোমা।
শুন দেব, ধনুর্ভঙ্গ করিয়াছি আমি।

পরশু। (বিস্মিত হইয়া) তুমি!—
অজাত-শ্মশ্রু—বালক!
কিবা নাম তব, কোথায় বসতি?

রাম। নাম—রাম; অযোধ্যার অধীশ্বর
ত্রিলোক-বিশ্রুত-কীর্ত্তি রাজা দশরথ,—
তাঁহার তনয় আমি!

পরশু। রাম! কহ, ধর রামনাম?
তিন লোকে জানে সবে—
এক রাম ধরাধামে করে বিচরণ,
ক্ষত্রকুলান্তক সেই—শিষ্য শঙ্করের
মহামুনি ভৃগুর তনয়;
সেই রাম জীবিত থাকিতে—
অন্য রাম কভু না রহিবে ভবে!
মূর্খ, চালিয়াছ পিনাক্ গুরুর,
চেলেছ শমনে নিস্তার নাহিক তোর!

লক্ষ্মণ। তব বাক্য শুনেছি অনেক,
কিন্তু,—ছিলনা ধারণা, সত্য বীর্য্যবান কেহ,
বৃথা দর্পী হয় তব সম।

পরশু। তুই কেবা?

লক্ষ্মণ। নাহি শীলতার জ্ঞান; ঋষি তুমি?
চাহ পরিচয়? লক্ষ্মণ আমার নাম,
দশরথাত্মজ, ভৃত্য রাঘবের!

পরশু। পুনঃ দেখি, অহঙ্কারে উন্মত্ত ক্ষত্রিয়

উপহাস করে দ্বিজে, দেবতার করে অপমান।
তাই ক্ষুদ্র মানবক,
দুর্জ্জয় সাহসে ভাঙিল হরের ধনু।
দেখি, নিঃক্ষত্র-ধরণী পুনঃ প্রয়োজন ;
আর নাহি রক্ষা মূঢ়!
শুন রাম, দ্বন্দ্ব যুদ্ধে হও হে প্রস্তুত!
গুরু-অপমান এই নীরবে সবনা আমি।
একবিংশ বার ক্ষত্রশূন্য করেছি মেদিনী,
কে জানিত—শিবদত্ত অকুণ্ঠ এ কুঠারের ধারে
পুনরায় ক্ষত্রবংশ হইবে নির্ম্মূল!

রাম। বার বার এক কথা কহ ঋষি,
কহ, একবিংশ বার—
নিঃক্ষত্রিয় করেছ মেদিনী,
কিন্তু বৃদ্ধ, নাহি হও বিস্মরণ, অতীত সে যুগে—
দশরথাত্মজ রাম করেনিক জনম গ্রহণ!
চাহ দ্বন্দ্ব যুদ্ধ? ভাল, হও অগ্রসর।

(রাম নিজের ধনুক লইলেন)

পরশু। কিন্তু পূর্ব্বে তার,
চাই দেখিবারে বিক্রম তোমার?
জীর্ণ ওই ধনু, অতি সু-প্রাচীন,
ভাঙিয়াছ তাহে তুমি ;
ইথে গৌরব নাহিক কিছু।
যদি মম দত্ত এই শরাসনে আরোপিতে পার গুণ,
তবে যুঝিব তোমার সনে ;

হীন-বীর্য্য যেই, যোগ্যতা কি আছে তার,
প্রতিদ্বন্দ্বী হইতে আমার ?

রাম। দেহ, কার্ম্মুক তোমার।

পরশু। এই লহ।

সীতা। (স্বগত) ইনি আবার যে ধনুর্ভঙ্গ ক'রতে উদ্যত হ'য়েছেন। না জানি আমার অদৃষ্টে কত সপত্নী আছে।

রাম। এই দেখ—করিয়াছি জ্যা—আরোপণ,
কহ, কারে নাশি ?—

পরশু। একি ! বিস্ময়ে স্তম্ভিত আমি, বাক্য নাহি সরে !
বহুজন্মার্জ্জিত তপঃজ্যোতি মোর
করিলে হরণ—
নারায়ণ নিশ্চয় আপনি !
তপে মগ্ন বিন্ধ্যগিরি শিরে, পিনাকী ধনুকভঙ্গে
ধ্যানভঙ্গ হ'ল অকস্মাৎ ; ক্রোধে অন্ধ—
যোগবলে মুহূর্ত্তে আসিনু হেথা।
অদ্ভুত এ গতি প্রাক্তনের !
দেখিলাম কমললোচন রাম
নীরদবরণ শ্যাম কোটী কাম খেলে কলেবরে !
দয়াময়,
লহ শত শত প্রণাম আমার।
অচিন্ত্য-মহিমা তব করুণা অর্ণব,
অনাদি অনন্ত তুমি অবিনাশী পুরুষ-উত্তম,
কৃপায় তোমার ভার্গবের দর্পচূর্ণ আজি—
ক্ষত্রকুলান্তক রাম পরাজিত রামের সকাশে।
নশ্বর এ দেহে প্রভু, কিবা প্রয়োজন,

বধ কর—বধ কর মোরে।
শ্রেয় গতি করি লাভ তোমার সম্মুখে।

শ্রীরাম। ঋষি তুমি, বেদবেত্তা দ্বিজ, উচ্চ ক্ষত্র হ'তে ;—
অসমর্থ বধিতে তোমারে আমি ;
বিশেষতঃ ঋষি শ্রেষ্ঠ বিশ্বামিত্র—
করুণায় মন্ত্রদান করেছেন মোরে,
সে সম্বন্ধে হে ভার্গব, তুমি পূজনীয়,
সতত অবধ্য মোর।
কিন্তু যবে আকর্ষণ করিয়াছি শরাসন এই,
নিষ্ফল নহিবে কভু শরসংযোজন।
এই ত্যজিলাম বাণ—
সুসঞ্চিত তপোবলে হও হে বঞ্চিত,
রুদ্ধ হ'ক্ সপ্ত লোকদ্বার ;
আজি হতে ধরাবক্ষে নাহি স্থান তব ;
যাও মহেন্দ্রপর্ব্বতে তপস্যায় কর পুনঃ পুণ্যের সঞ্চয় !

(শ্রীরামচন্দ্র বাণ ত্যাগ করিলেন, চতুর্দিক আলোকে উদ্ভাসিত হইল, পরশুরাম শ্রীরামচন্দ্রের পদতলে নত হইলেন।)

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

অযোধ্যার অন্তঃপুরস্থ উদ্যানের উৎসব-মণ্ডপ

অধিবাস-উৎসব

১ম অন্তঃপুরিকা। বার বৎসর আগে এমনি উৎসব একদিন করেছিলাম; যে দিন রাজকুমারেরা নব বধূ নিয়ে অযোধ্যায় প্রবেশ করেন। আজ সে দিনের কথাই কেবল মনে প'ড়ছে!

২য় অন্তঃপুরিকা। সীতা দেবী কোথায়? তাঁকে দেখলাম না যে।

১ম অন্তঃপুরিকা। তিনি ব্রাহ্মণদের ধেনু বস্ত্র ও স্বর্ণ দান ক'রছেন; আহা! দেখে মনে হ'ল—লক্ষ্মী বৈকুণ্ঠের ভাণ্ডার খুলে দিয়ে পৃথিবীর দুঃখ নিবারণের জন্য মুক্তহস্ত হ'য়েছেন।

২য়। অযোধ্যায় আজ কি আনন্দ! কেউ আর ঘরে থাকতে চাচ্ছে না। পথে বাটে চত্বরে চৈত্যে রাত না পোয়াতেই—লোকে লোকারণ্য হয়েছে।

১ম। ঐ দেখ—উৎসবে মত্ত নারীগণ এইদিকে আসছেন।

উৎসবনিরতা নারীগণ

গীত

আজ রাজা হবেন রামচন্দ্র, থাকবে না আর দুখের লেশ।
শোভে সৌধশিরে শ্বেতপতাকা—ধরার গায়ে রঙিন বেশ॥

দে লো দে দইয়ের ছড়া, মধু ঘৃত লাজের অঞ্জলি,
ঢেলে দে অমল কমল সোনার চাঁপা বকুল বান্ধুলি,
বাজা সপ্তস্বরা আপন হারা হাওয়ায় ভাসুক সুরের রেশ ॥
পায়ের নূপুর আপনি নাচে, কথায় ফোটে গান,
নিয়ে আয় উজাড় ক'রে সুধার কলস আজ মেতেছে প্রাণ,
ভেঙেছে সকল বাঁধন লাজের শাসন, আজ আমোদের নাইক শেষ ॥

সুমন্ত্রের প্রবেশ

সুমন্ত্র। সর্ব্বনাশ হ'ল! মহারাজ সহসা ক্ষিপ্তের ন্যায় এদিকে আসছেন, মহারাণী কৌশল্যা উচ্চরবে কাঁদছেন,—নৃত্যগীত বন্ধ কর; যুবরাজ গেছেন নগরে ভ্রমণে, মহর্ষি বশিষ্ঠদেবও তাঁর সঙ্গে, আমি চল্লেম তাঁদের সংবাদ দিতে। (প্রস্থান

১ম নারী। তাইতো এ আবার কি অমঙ্গল হ'ল! চল চল দেখিগে চল। (সকলের প্রস্থান

কৈকেয়ী ও দশরথের প্রবেশ

দশ। আমি বর দিইনি, আমার ব্যাধি হয়নি, কৈকেয়ী আমার সেবা করেনি—সব মিথ্যা কথা! কোথায় রামভদ্র! আমি তাকে রঘুবংশের সিংহাসনে অভিষিক্ত করব। যদি সমস্ত দেব নর সিদ্ধ চারণ গন্ধর্ব্ব প্রতিবাদী হয় আমার সঙ্কল্প ব্যর্থ হবে না।

কৈকেয়ী। সবে কহে রঘুবংশ সত্যের আকর,
সত্যসন্ধ রাজা দশরথ;
কত সন্ধ্যা গল্পচ্ছলে
তব মুখে শুনিয়াছি আস্ফালন বাণী,—
এই বংশে পূর্ব্ব-রাজগণ
জনে জনে ছিল না কি সত্যের পালক?
সত্যরক্ষা হেতু হরিশ্চন্দ্র, বেচি' জায়া

ত্যেজি’ তনয়ের মায়া চণ্ডালত্ব করিল গ্রহণ ;
ইক্ষ্বাকু কনিষ্ঠ ভায়ে দিল সিংহাসন।
যদি মিথ্যা হয় এ সব কাহিনী,
যদি হয় নটের রচনা, তবে সত্য বটে,
সম্বরের রণে,
তীক্ষ্ণ তীর অঙ্গে তব করেনি প্রবেশ,
মিথ্যা ব্রণ ক্ষত, মিথ্যা সেবা মোর,
মিথ্যা বরদানে প্রতিজ্ঞা তোমার !
দেহ, ইচ্ছা যদি হয় নরনাথ,
দেহ সিংহাসন রামে, কে কহিবে কথা ?
কে হইবে প্রতিবাদী ?
অমিতবিক্রম তুমি, নরেন্দ্র-কেশরী
তাহে শিরে পক্ক কেশ,
তুমি যদি মিথ্যা কহ, কে বলিবে মিথ্যা তাহা ?
বলবানে সত্য মিথ্যা সকলি সমান,—
কেবা নাহি জানে বল ইহা ?

দশরথ। আরে দুষ্টা, রাক্ষসী নিশ্চয় তুই,
নহিস্ মানবী,
অহী চর্ম্মে নির্ম্মিত ওই কলেবর তোর,
জিহ্বা ধরে তীক্ষ্ণ কালকূট,
দেহ-গ্রন্থী বজ্রের গঠন,
ধমনীতে অগ্নির প্রবাহ,
জন্ম তোর সৃষ্টিধ্বংস-হেতু !
মজাইতে মোরে, নারীর আকারে
কুৎসিতা প্রকৃতি নিজ করিয়া গোপন,

আছিলি এ পুরে !
দূর হ—দূর হ' রে সম্মুখ হইতে ।

কৈকেয়ী । হব দূর ; পুনঃ পুনঃ তিরস্কার বাণী
শুনিবার নাহি অত সাধ !
হব দূর, পথে পথে ভিক্ষা মাগি' খাব,
সেও ভাল,—
তবু মিথ্যাবাদী—ধর্ম্মহীন যেই,
—হোক রাজা,—হোক স্বামী,
রহিব না গৃহতলে তার ।
হব দূর ;—ন্যায্য প্রাপ্য দিতে যদি অসম্মত হও,
নারী আমি কি করিতে পারি ?
হব দূর—তবে জেনো সত্য,
সত্য—ধর্ম্ম, স্তম্ভ ব্রহ্মাণ্ডের,
সত্যভঙ্গে ধর্ম্মভঙ্গ সৃষ্টির বিনাশ ;
অসত্য আচারী যেই, ইহকালে তা'র
ঐশ্বর্য্য সম্পদ্ পুত্র পরিজন
অগ্নিমুখে শুষ্ক তৃণ সম নাহি রহে কিছু,
হয় ঘৃণার ভাজন,—
পরলোকে রুদ্ধ হয় স্বর্গের দুয়ার,
অনন্ত নরকবাস—ক্ষয় নাহি যার !
হব দূর—তবে পূর্ব্বে তার
শেষবার জিজ্ঞাসি তোমায়,
সম্মত কি অসম্মত তুমি
অযোধ্যার সিংহাসন অর্পিতে ভরতে,
রামে পাঠাইতে বনে ?

দশরথ। তুমি নারী, পুত্রের জননী—
বিনা দোষে চাহ রামভদ্রে পাঠাইতে বনে ?
রাম—আর নহে কেহ !
রাম নয়নাভিরাম কান্তি নবঘনশ্যাম—
হেরি মুখচন্দ্র যার
নারী কিম্বা নর পশু পক্ষী কীট
মুগ্ধ-দৃষ্টি ফিরাতে না পারে !
চাহ, তারে পাঠাইতে গহন কাননে ?
রাম—সে কি, পুত্র নহে তব ?
মা ব'লে কি ডাকেনি তোমায় ?
আশীষ চুম্বন ক'রনি কথনো ?
লও নাই ক্রোড়ে ?
রাম—স্নেহের আধার !
পুত্র ব'লে কথনো কি সম্বোধন কর নাই তারে ?
পাঠাইতে চাহ বনে ! আরে—আরে
নারীর হৃদয় সত্য কি রে সুকঠিন
পাষাণ হইতে !

কৈকেয়ী। সব মানি, কিন্তু রাজা,
পিতা তুমি চারি তনয়ের
বুঝিবে না মোর ব্যথা ;—
রাম—সত্য প্রিয় সকলের,
কিন্তু মোর কাছে নহে প্রিয় ভরত হইতে !
ধরিনি জঠরে' তারে !

দশরথ। ভরত ? ভরত ?
যার তুই চা'স অভ্যুদয়

সত্য যদি জন্ম তার ঔরসে আমার,
সে ভরত—রে পাপিনী,
শুনি’ পাপকীর্ত্তি তোর
মাতৃ বধে না হবে কাতর ;
কিম্বা যদি করুণায় নাহি করে বধ,
পাপ-লব্ধ সিংহাসনে পদাঘাত করিবে নিশ্চয় !

কৈকেয়ী। সে বিচার—নহেক’ তোমার !
সে বুঝিব আমি।
ঐ আসে রাম, ভাল শুধাই তাহারে,—
শুনি সে কি বলে !
দেখি, বোধ হয়
পিতৃসম সত্যবাদী পুত্র নাহি হবে !

রামের প্রবেশ

দশরথ। রাম—রাম—ওরে এখনো জীবিত আমি ! (মূর্চ্ছা)

রাম। পিতা—পিতা ! একি ! কহ দেবী,
অকস্মাৎ কি হেতু মূর্চ্ছিত পিতা
হেরিয়া আমারে ? কি হইয়াছে ?

কৈকেয়ী। সত্যে বদ্ধ পিতা তব—

রাম। সত্যে বদ্ধ ? কিবা সত্য ?
কার কাছে সত্যে বদ্ধ পিতা ?

কৈকেয়ী। মোর কাছে।—

রাম। কিবা সত্য সেই ?

কৈকেয়ী। দুই বর দানিতে আমায় প্রতিশ্রুত পিতা তব।

রাম। দুই বর ?
কহ কিবা বর চাহিয়াছ মাতা—?

কি হেন কঠিন বর—যাহে মেরুসম—
অটল অচল স্থির জনক আমার
মূর্চ্ছিত এমন ?

কৈকেয়ী। এক বর—
ভরতেরে অযোধ্যার সিংহাসন দান।
আর—

রাম। আর ?

কৈকেয়ী। আর বনবাস তব চতুর্দ্দশ বৎসরের তরে—!

রাম। এই—! এই তুচ্ছ বর ?
এরি তরে কহ মাতা,
ধরাপৃষ্ঠে লুণ্ঠিত ভূধর,—
সূর্য্য ভস্মস্তূপ মাঝে !
পিতা, পিতা,—করুণায় চাহ মোর পানে
কহ কথা—উঠ, উঠ নরপতি !
তোমারে না সাজে—এই
মৃত্তিকা শয়ন দেব !
তুচ্ছ সিংহাসন—তুচ্ছ—আমি—
বনবাস মোর ?
পিতা, আশীর্ব্বাদে তব
সে তো মোর আনন্দের ধাম।
উঠ দেব, চাহ আঁখি মেলি !

দশরথ। কার স্পর্শ শীতল এমন ?—
চন্দনের লেপ—তপ্ত দেহে
কে দিল রে করুণা করিয়া ?
একি রাম—তুই, সত্য তুই ?

বুকে আয় বাপ,
হৃদ্‌পিণ্ডে জ্বলন্ত অনল,
মহা পাপী, আমি ;—ওরে—
কহে বক্ষ হ'তে জন্ম তনয়ের,
তাই কিরে স্পর্শে তার বক্ষতাপ হয় নিবারণ ?

(বক্ষে ধরিয়া)

কে পাঠাবে বনে এই রামে ?
কার সাধ্য ? না—না—সিংহাসনে নাহি কাজ,
রে সাপিনী ! অযোধ্যার প্রান্তভাগে,
তৃণের কুটীরে,
ক্ষুদ্র—অতি ক্ষুদ্র স্থান
ভিক্ষা দেরে মোরে,
ওরে পিতাপুত্রে থাকিব সেথায়,
ভিক্ষা অন্নে যাপিব জীবন—
রাজৈশ্বর্য্য—নাহি কাজ আর।
পুত্র—পুত্র—! (পুনরায় মূর্চ্ছা)

কৈকেয়ী। যদি সত্যভঙ্গে নাহি থাকে বাধা,
অযোধ্যার প্রান্তভাগে কেন ?
রহ অযোধ্যায়, কর অভিষেক,
রাজা হো'ক রাম ;
আমার আপত্তি কিবা ?
নাহি প্রয়োজন দেখিবারে
নাট-রঙ্গ এই ! চ'লে যাই হেথা হ'তে !
এখনি তো পুরবাসী আসিবে সকলে ? .

কাজ কিবা জঞ্জাল বাড়ায়ে ?
শুনিয়াছি বহু তিরস্কার,
আর শুনিতে বাসনা নাই। (প্রস্থানোদ্যতা)

রাম। হে জননী, লহ প্রণাম আমার।
শুন মাতা,
পিতৃসত্য পালনের হেতু
পরম আনন্দে আমি যাব বনবাসে।
যদি সিংহাসনে বসে গো ভরত,
কহি সত্য বিন্দুমাত্র খেদ নাহি তাহে।
জ্যেষ্ঠ তার,
তারে আমি করি আশীর্ব্বাদ,
ইন্দ্রের বাঞ্ছিত এই রঘুবংশে পূত সিংহাসন—
যেন মর্য্যাদা তাহার
সগৌরবে পারে রক্ষিবারে।

কৈকেয়ী। (স্বগত)
হোল ভাল সহজে মিটিল গোল ;
কাজ নাই,—চ'লে যাই ভালয়—ভালয়।
(প্রকাশ্যে) করি আশীর্ব্বাদ—
সত্যে মতি থাক্ তব। (প্রস্থান

রাম। পিতা, পিতা—

সুমন্ত্রের প্রবেশ

সুমন্ত্র। মহারাজ কি এখনও সংজ্ঞাহীন ?

রাম। হ্যাঁ ; শীঘ্র রাজবৈদ্য ডাকুন।

দশরথ। (মূর্চ্ছাভঙ্গের পর) কোথায় ছিলেম ! যে সাপিনী দংশন

ক'রেছে, সে কোথায়? (রামকে দেখিয়া) পুত্র—পুত্র! আমি যাই, অযোধ্যার প্রজাপুঞ্জকে বলিগে, তারা কৈকেয়ীকে হত্যা করুক. ভরতকে যেন এ রাজ্যে প্রবেশ ক'রতে না দেয়! (প্রস্থান

রাম। দেখুন, দেখুন—আবার হয় তো মূর্চ্ছিত হ'য়ে পড়বেন। বৈদ্যকে সংবাদ দিন, পিতা এখনও প্রকৃতিস্থ নন্।

(সুমন্ত্রের দ্রুত প্রস্থান

রাম। রে অন্তর,—না হও কাতর,
নাহি হও বিচলিত;
রত্ন সিংহাসন—কিম্বা গহন কানন
সূক্ষ্ম ক্ষুরধার ব্যবধান মাঝে!
চল দৃঢ়পদে অতি সাবধানে,
সম্মুখে সত্যের জ্যোতি রাখিয়া অচল;
চল, যত কিছু আছে আকর্ষণ,
স্নেহ মায়া প্রেম প্রীতির বন্ধন
অবহেলে ছিন্ন করি সব
জনারণ্য ত্যজি' গহনে প্রবেশ করি।
কিসের মমতা? কেন ব্যাকুলতা?
উন্মুক্ত ভূধর সম হও হে কঠিন;
এই তো প্রারম্ভ! কেবা জানে,
কত ঝঞ্ঝা কত বজ্রপাত,—কত শেল
অকাতরে তোমারে সহিতে হবে!
আর কেন—আর কেন?
হে মুকুট!
মান্ধাতা হইতে রাজা দশরথ
সগৌরবে তোমারে হে ধরেছেন শিরে;

হয়ো না মলিন !
যদি বংশগত মমতায় থাকে হে বন্ধন,
ছিন্ন কর—ছিন্ন কর সব ;
আর আকর্ষণ কোরো না আমারে !
—ঐ আসেন জননী।
মাতৃ-ঋণ ? পুত্রের কর্ত্তব্য ?
পিতা, কর আশীর্ব্বাদ,
যেন তোমার চরণে দেব,
আহুতি দানিতে পারি সর্ব্বস্ব আমার !
রে হৃদয়, হও হে প্রস্তুত।

কৌশল্যা ও লক্ষ্মণের প্রবেশ

কৌশল্যা। ওরে অভাগীর নিধি,
কেন মোর গর্ভে লভিলি জনম,
কেন বন্ধ্যা না হইনু আমি ?
তাহ'লে তো এ দারুণ শোক
হ'ত না সহিতে !
ওরে বনবাসে পাঠাইয়া তোরে
কেমনে ধরিব প্রাণ !

রাম। কেঁদনা জননি, অশ্রুধার কর সম্বরণ ;
তুমি যদি হও শোকাকুলা,
অতি বৃদ্ধ শোকে শীর্ণ পিতা—
কে দেখিবে তাঁরে,
কে করিবে শুশ্রূষা তাঁহার ?
পিতৃ-সত্য পালনের তরে

অতি হৃষ্টমনে আমি যাব বনে,
আশীর্ব্বাদ তব
সতত রক্ষিবে মোরে গহন কাননে।
তবে কেন কাতরা এমন ?

লক্ষ্মণ। শুন আর্য্যা,
অতি বৃদ্ধ মোহাচ্ছন্ন পিতা,
হিতাহিত বুঝিতে অক্ষম, মহা স্ত্রৈণ—
নহে, শুনেছ কি জগতে কখনো,
নারীর কথায় অনায়াসে কেহ
রাম হেন পুত্রে দেয় বনে—
শত্রু যার গুণে মুগ্ধ
উচ্চকণ্ঠে করে যশোগান ?
লুপ্ত-জ্ঞান পিতা,
বাক্য তাঁর পালন উচিত নহে কভু !

রাম। ছি ছি ভাই, মহাপাপ পিতৃনিন্দা !

লক্ষ্মণ। পাপ পুণ্য নাহি বুঝি আমি,
শুন জ্যেষ্ঠ, কহি স্পষ্ট প্রাণ যাহা বলে।
আমি ভৃত্য তব, চির-আজ্ঞাধীন দাস,
কৃপা করি আদেশ' আমারে—
সিংহাসনে বসাইয়া তোমা,
ধনু-করে জাগ্রত প্রহরী,
রক্ষা করি নগরীর দ্বার,
দেখি, কার সাধ্য আছে চরাচরে,
হয় বাদী ন্যায্য অধিকারে তব ?
যদি ত্রিলোক সহায়ে আসে সে ভরত,

যদি পিতা হ'ন প্রতিবাদী,
হব ভ্রাতৃঘাতী, হব পিতৃ-হত্যাকারী,
তবু সহিব না এই অপমান,
এ নীচতা, এ অধর্ম্ম,
নীতি-বিগর্হিত এই জঘন্য আচার,
অত্যাচার বিমাতার,
অত্যাচার কামাসক্ত উন্মাদ পিতার !

কৌশল্যা। ওই শোন্, সুলক্ষণ লক্ষ্মণ কি বলে !

রাম। মাতা, বালক লক্ষ্মণ, অতি স্নেহ-পরায়ণ,
কোমল তাহার প্রাণ, নিতান্ত সরল,
তাই হৃদয়-তাড়নে
কহে হেন অনুচিত বাণী !
হব অবাধ্য পিতার ? করিব গো সত্যভঙ্গ তাঁর ?
সূর্য্যবংশ খ্যাতি
ডুবাইব গোষ্পদ মাঝারে তুচ্ছ রাজ্য হেতু ?
ধর্ম্মপরায়ণা অদিতি সমান
পুণ্যশীলা তুমি মা জননী,
ধর্ম্মহীন কার্য্যে কভু
উত্তেজিত ক'রোনা সন্তানে !
আমি পুত্র হ'য়ে
পিতৃ আজ্ঞা গুরু আজ্ঞা লঙ্ঘিতে নারিব !

কৌশল্যা। পিতৃ আজ্ঞা ? সেই তোর সব,
আমি নহি কেহ ?
দশমাস ধরিয়া জঠরে করেছি পালন,
সব কিরে বৃথা ? গুরু সেই ?—

আমি নারী ব'লে,
নহি গুরু, নহি কেহ,
উপেক্ষার পাত্রী তনয়ের ?

রাম। অভিমানে হিতাহিত নাহি ভুল মাতা,
নাহি কহ কটু,
তুমি গো জননী, নিত্য আরাধ্যা আমার,
দেবী—নিত্য পূজনীয়া ; সর্ব্ব দেবতা দেবীর
পূত আশীর্ব্বাদ চরণ ধূলায় তব,
কিন্তু মাতা, পিতা যে তোমারো গুরু,
তাই পিতা মহাগুরু তনয়ের কাছে ;
পুত্র হ'য়ে হব তাঁর নরকের হেতু ?
জাননা জননি, তপাচারী বনবাসী মুনি
জানি' নিশ্চিত অধর্ম্ম,
পিতৃ আজ্ঞা করিতে পালন
ধেনুবধ মহাপাপ করিল হেলায় ?
আমাদেরি সূর্য্যবংশে মাতা,
নৃপতি সগর
দিলা আজ্ঞা ষষ্টি সহস্র তনয়ে
ভূ-গর্ভ খননে ;
রাজপুত্রগণ জানি' নিশ্চিত মরণ,
শুধু পিতৃ আজ্ঞা পালনের তরে
হাসি মুখে ত্যজিল জীবন ?
দ্বিজ কুলে মহামুনি ভৃগু—
আদেশে তাঁহার পুত্র তাঁর রাম,
কুঠারে কাটিল দেবি জননীর শির ?

মাগো, প্রত্যক্ষ দেবতা পিতা, সাক্ষাৎ ঈশ্বর,
গুরু হতে গুরু, উচ্চ মেরু হ'তে,
যাঁর কৃপা বলে আজি আমি রাম ধরাতলে,—
আজ্ঞা তাঁর লঙ্ঘিতে নারিব,
পরি' চীর যাব বনবাসে ;
ছার অযোধ্যার সিংহাসন,
সত্যের আসন মাতা পাতা আছে বনে,
সেথা হবে মোর যোগ্য অভিষেক !

লক্ষ্মণ। ভাল, তাই যদি অভিপ্রায় তব,
এই শিরস্ত্রাণ মৃত্তিকায় করিনু নিক্ষেপ,
পাপ অযোধ্যার কিছু নাহি লব সাথে ;
পরি' বল্কল বসন
যাব বনে সেবিতে তোমার পদ—
ধনুর্ধারী চিরভৃত্য লক্ষ্মণ রামের আমি !

রাম। একি কহ অসম্ভব বাণী ? ত্যজিবি পিতায়,
ত্যজিবিরে সুমিত্রা জননী,
উর্ম্মিলা বধূরে বৎস ?

লক্ষ্মণ। পিতা মাতা, ভ্রাতা কিম্বা জায়া
বান্ধব বান্ধবী,
যাহা কিছু আকাঙ্ক্ষিত আছে ধরাতলে—
তুচ্ছ সব এই চরণের কাছে !

কৌশল্যা। ওরে তুইও যাবি ?
একসঙ্গে হব দুই পুত্রহারা ?

লক্ষ্মণ। মাগো, ভৃত্য বিনা কে সেবিবে রঘুনাথে ?

কৌশল্যা। একি অভিশাপ ! শুধু মোর নহে,

—ওরে সুমিত্রারও ভেঙেছে কপাল !
যাই, দেখি সে যদি ফিরাতে পারে !
ওরে সোনার পুতলী সীতা—
কি হবে তাহার !

(প্রস্থান

লক্ষ্মণ। দাদা,
বুঝাইয়া জননীরে মোর, আসিব এখনি।

রাম। দেখো ভাই,
কটু নাহি বোলো কৈকেয়ী মাতায় —
যদি দেখা হয় তাঁর সনে !
হও অগ্রসর—
আমিও এখনি যাব সুমিত্রা জননী পাশে
বিদায়ের পদধূলি করিতে গ্রহণ।

লক্ষ্মণ। চিরদিন আজ্ঞাধীন আমি।
যদি দেখা হয় কৈকেয়ী জননী সনে—
(ধনুকে হাত দিয়া)
এই রহিল ধনুক—লব যাইবার কালে।

(প্রস্থান

রাম। ওই আসে সীতা অসিত-নয়না,
আসে লক্ষ্মী বৈকুণ্ঠ হইতে,
আসে জীবনের ধ্রুবতারা মোর !

সীতার প্রবেশ

সীতা। আর্য্য, শুনিয়াছি সব ;
এখনি কি যেতে হবে বনে ?

রাম। দেবি, শুনেছ যখন,

বৃথা কালক্ষেপে আর নাহি প্রয়োজন।
সত্য, পিতার আদেশে যাব বনবাসে,
গৃহলক্ষ্মী তুমি, রহি' গৃহে
শুশ্রূষায় তৃপ্ত কর
পুত্রবিরহ-কাতরা জননীরে মোর ;
যদি ভাগ্যে থাকে,
চতুর্দ্দশ বর্ষ অন্তে দেখা হবে পুনঃ।

সীতা। আমি রব হেথা তুমি যাবে বনে!
কহ কোন্ শাস্ত্রে আছে এই বিধি—
স্বামী বনবাসী, আর পত্নী তার রবে
রাজপুরে রাজভোগে ঐশ্বর্য্যের মাঝে ?
শাস্ত্রবিদ্ সুপণ্ডিত তুমি, কহ দেব, কহ পূজ্য,
কোন্ ধর্ম্ম কোন্ শাস্ত্র কহে এইরূপ ?

রাম। তবে কি বাসনা তব
অনুব্রতা হইতে আমার ?

সীতা। বাসনা ? নহে ধর্ম্ম ? বাসনা আমার ?
পত্নী আমি, দাসী আমি,
একমাত্র ধর্ম্ম মোর, ব্রত মোর
তোমার চরণসেবা,—
নাথ, কেন ভোলো, এই কথা ?
রহিবে উর্ম্মিলা, রহিবে লক্ষ্মণ,
বালক বালিকা দোঁহে, সযতনে সেবিবে মাতায় ;
কিন্তু কহ দেব,
একাকী কানন মাঝে কে সেবিবে তোমা,
দাসী না যাইলে সাথে ?

রাম। দেবি, নহে অযোধ্যার রাজোদ্যান!
কোথা যাবে মোর সাথে?
ভীষণ কানন সেই।—
সিংহ ব্যাঘ্র শ্বাপদ নিচয় যেথা
ফেরে সদা হিংসার কারণ,
আকীর্ণ কণ্টকে বন,
নিশাচর নিশাচরী কত,
ভূত-প্রেত দৈত্যের আবাস!
ভীরু কোমল প্রকৃতি লয়ে
কোথা যাবে মোর সনে দুর্জ্জয় অরণ্যে?

সীতা। কিবা ভয়, তুমি রবে পাশে।
হ'ক কানন ভীষণ—
সম্পদের সহচরী, নহি বিপদের কেহ?
কেন ভাব নাথ,
কুশ কণ্টকের দলে দলিয়া চরণে
যাব আগে আগে, তাপসী হইয়া সেবিব তাপসে,
অভ্যাসে ভুলিব দুঃখ,
রবি তাপে ক্লান্ত হ'লে, বসাইয়ে বৃক্ষতলে
তালবৃন্তে বীজন করিব,
ক্ষুধা পেলে তব, বন্যফল আনিব যতনে,
পর্ণপুটে ভরি দিব নির্ঝরের জল,
বনফুল কুড়াইয়া আনি'
বিছাইয়া নব কিশলয়
রচিব কোমল শয্যা, সুখে নিদ্রা যাবে তুমি
বসি' পদপ্রান্তে আমি সেবিব চরণ;

কিবা দুঃখ ?
তুমি রবে যেথা সেই তো আমার স্বর্গ ।

রাম । অসম্ভব প্রিয়ে ! কহি মিনতি করিয়ে
আর অনুরোধ ক'রো না আমারে !

সীতা । কেন করিব না ?
কেন লইবে না সাথে ?
কেন মোরে ভাব নাথ এত তুচ্ছ করি' ?
পিতৃসত্য পালনের তরে, রাজপুত্র তুমি—
তুমি যদি পার অনায়াসে বনবাসে করিতে গমন,
ভুঞ্জিবারে পার' অনভ্যস্ত মহাদুঃখচয়,
আর আমি পারিব না—
দাসী হ'য়ে অনুগামী হইতে তোমার ?
বল, কেন পারিব না ? বল,
কখনো কি দেখিয়াছ হীনচিত্ত মোরে ?
সেবায় কাতর, স্বতন্তর তোমা হ'তে ?
কখনো কি সন্দেহ হয়েছে প্রভু
উচ্চকার্য্যে অসমর্থ সীতা ?
আচরণে পেয়েছে প্রকাশ জন্ম হীনকুলে ?
বাল্যে শিখি নাই জননীর পাশে
নারীধর্ম্ম সতীধর্ম্ম কিবা ?

রাম । বৃথা তর্কে ফল নাই প্রিয়ে,
পথের সঙ্গিনী নারী,
বিশেষত যুবতী যদ্যপি—
হয় নানা বিপদ কারণ
কহে সুধীজন—জান তুমি বরাননে ?

সীতা। বটে ? এত ভয় বিপদেরে ?
রক্ষিতে আপন জায়া এতই শঙ্কিত তুমি ?
তাহ'লে তো মহাভ্রম করেছেন পিতা
মোরে অর্পিয়া তোমার করে !
দেখি আকৃতি নরের,
কিন্তু প্রকৃতি নারীর মত তব—
তাই আশঙ্কায় ভার্য্যারে না কর সাথী।
তবে বৃথা কেন বহ শরাসন,
বৃথা কেন বীরত্বের অভিমান ?
ফেলে দাও, ফেলে দাও ধনু।
অসি চর্ম্ম ফেলে দাও দূরে !
হায় ! জানিলাম এতদিনে বিধি বিড়ম্বনে
কাপুরুষে পতি বলি' করেছি বরণ !

রাম। অয়ি প্রিয়ে,
ক্রোধদীপ্ত আনন তোমার সর্ব্ব সুষমার সার!
অভিমানে স্ফুরিত অধর
আরক্ত নয়নে তব তরুণ অরুণ-আভা—
কর তিরস্কার,
সৌন্দর্য্য উঠুক ফুটি, রেখায় রেখায় !
আনন্দদায়িনি ! দৃষ্টি তব সর্ব্বদুঃখহরা ;
ত্যজিব তোমায় ? ত্যজিব জীবন ?
তাও কি সম্ভব কভু ? চল প্রিয়ে,
ধন রত্ন ধেনু মণিমুক্তা অলঙ্কার
বসন ভূষণ সম্পদ যা কিছু নিজ,
ব্রাহ্মণেরে করি' দান,

করি' দান দরিদ্র অনাথে,
বল্কলে আবরি' দেহ যাই বনবাসে।

সীতা। (গললগ্নীকৃতবাসে প্রণাম করিয়া)
দেব, বুদ্ধিহীনা আমি,
শিষ্যা বলি' কর ক্ষমা অবোধ সীতায়।

লক্ষ্মণের পুনঃ প্রবেশ

একি বৎস, কেন অঙ্গে বল্কল বসন তব ?
কোথা পেলে এ বিচিত্র বেশ ?

লক্ষ্মণ। কি বলিব দেবি,
রাজবেশে আর নাহি অধিকার,
বনবাসী জ্যেষ্ঠ রাম, অনুগামী দাস,
তাই এই বেশ
মহর্ষি বশিষ্ঠ দানিলেন কৃপা করি'।
কহিলেন ঋষি, আজি হতে চতুর্দ্দশ বর্ষ তরে
এই বেশ যোগ্য বেশ আমা দোঁহাকার।

সীতা। ভুলেছেন মুনি, নহে দোঁহাকার—
আজি হ'তে
আমিও গো চীরধারী, দেবর লক্ষ্মণ।
সেবিকা রামের—বন সহচরী।

লক্ষ্মণ। সে কি !

রাম। ভাই,
জনক-নন্দিনী সঙ্গিনী হইতে চাহে—
কহ কি যুক্তি তোমার ?

লক্ষ্মণ। আর যুক্তি কিবা ? সৌভাগ্য অপার—
প্রত্যক্ষ যুগলদেবে নিত্য করিব অর্চ্চনা।

রাম। চল দেবি,
গুরুজনে প্রণাম করিয়া লইব বিদায়।
পণে বদ্ধ আমি, বিলম্ব করিতে নারি।

(রাম ও সীতার প্রস্থান

লক্ষ্মণ। (পূর্ব্বের রক্ষিত ধনুঃশর লইয়া)
ইচ্ছা হয়—ইচ্ছা হয়,—
ধনুছলে অযোধ্যা তুলিয়া সাগরে নিক্ষেপ করি,
ইচ্ছা হয়—এই শরে কাটি' বিমাতার শির
উপযুক্ত শিক্ষা দিই তাঁর!
দুর্দ্দৈব ধরার—
অতি দীন ভাগ্য-বিতাড়িত যেই—
সেও রবে নিজদেশে নিরাপদ কুটীরে তাহার,
আর রাম—আর কেহ নহে—
রাম যাবে বনবাসে?
সাথী—
আদর্শ মানবী সীতা বল্কল-ধারিণী!

ধীরে ধীরে একান্তে উর্ম্মিলার প্রবেশ

এসেছ মানিনি?
ইচ্ছা ছিল, রাঘবের অভিষেক মহোৎসবে,
যে আনন্দে উৎফুল্ল বদন দেখেছিনু প্রাতে,
লয়ে সেই অপার্থিব স্মৃতি
বনবাসে করিব গমন।
নির্জ্জনে নিভৃতে লোকচক্ষু অন্তরালে
অতীব গোপনে, কভু তুলি' বনফুল

দিব উপহার—উদ্দেশে তোমার।
অয়ি ধীরা,
কেন হেরি সজল নয়ন আনত আনন ওই,
মৃদু বিকশিত ক্ষুদ্র ওষ্ঠপুট,
কেন স্ফীত শিরা তুষার ললাটে,
কেন বিদায়ের কালে
বিষাদের মূর্ত্তি হয়ে এলে বিষাদিনি ?
ভেঙ্গে দিলে আকাঙ্ক্ষিত স্বপ্ন মোর ?
বল, যদি বলিবার থাকে কিছু ?

ঊর্ম্মিলা। ভয় নাই, কিছু বলিব না,
ভাঙ্গিব না স্বপ্ন কারো,
সাধে কারো বাধা নাহি দিব ;
উচ্চকার্য্যে মহত্ত্বের পথে কারো হবনা কণ্টক।
তোমার চোখের ভ্রম !
দেখ চেয়ে, দেখ ভাল ক'রে—
নাহি বিন্দুবারি নয়নে আমার,
প্রাণহীনা পাষাণ সমান,
অভিমান কোথা পাবে স্থান ?
কণ্ঠ নহে রুদ্ধ শোকে,
আসি নাই বিলাপে বিপদ বাড়াইতে তব,
আসি নাই ভিক্ষালব্ধ আশীর্ব্বাদ
কিম্বা সোহাগের তরে ;
যাচি মাত্র—করুণায় দাঁড়াও বারেক,
দেহ পদধূলি।

(পদধূলি গ্রহণ)

পূর্ণ সাধ, কৃতার্থ হয়েছে দাসী,
সার্থক হয়েছে প্রভু নারী-জন্ম মোর।
এস দেবতা আমার,
আজি হতে ডুবিল উর্ম্মিলা
লক্ষ্মণের মহত্ত্ব সাগরে,
আর কেহ খুঁজিয়া না পাবে তারে !

লক্ষ্মণ। বলিবার নাহি কিছু কি দিব উত্তর,
অভিনয়ে নাহি সাধ প্রিয়ে।
কহ, কিবা ভাব মোরে ?
পাষাণে গঠিত আমি ? নহি ব্যথায় কাতর ?
বুঝিনা তোমার প্রেম ?
বুঝি নাক' অভিমান তব ?
না—না—অয়ি উপেক্ষিতা,
রামসীতা আমারে করেছে গ্রাস,
রামসীতা শান্তিদান করুন তোমায়।

কাষায়-বসনে রাম ও সীতার প্রবেশ

(উর্ম্মিলা তাঁহাদের পদধূলি লইলেন)

রাম। উঠ রাজরাণি, উঠগো কল্যাণি,
উপেক্ষিতা নহ তুমি মাতা।
না হও কাতরা দেবি, উগ্র তপস্যা তোমার—
নীরবে নির্জ্জনে
অলক্ষ্যে ফিরিবে সাথে গহন কাননে,
রামসীতা লক্ষ্মণেরে রক্ষিবে সতত
সর্ব্ব বিপদ হইতে।

পুণ্যে তব, অয়ি সুচিস্মিতে,
অন্ধকার অযোধ্যায় ফুটিবে আলোক পুনঃ—
রবে ধর্ম্ম তোমারে আশ্রয় করি'।

সীতা। বোন্, আদরিণী ভগ্নী মোর,
দেহ বিদায় চুম্বন।
যবে রাহু গ্রাসে শশধরে,
কি আশ্চর্য্য ক্ষুদ্র তারা ডুবিবে আঁধারে!
চলিলাম গহন অরণ্যে,
রহি' গৃহারণ্যে তুমি সেবা কর শ্বশুর-শাশুড়ী;
দেখো যেন পিতৃকুলে স্বামিকুলে নিন্দা নাহি হয়।

রাম। চল ভাই, এস দেবি!

(রাম, সীতা ও লক্ষ্মণের প্রস্থান

অযোধ্যার পুরবাসিগণ ও কৌশল্যার প্রবেশ

কৌশল্যা। ওরে বনে যায় রাম-গুণনিধি! (মূর্চ্ছা)

(ঊর্ম্মিলা কৌশল্যাকে ক্রোড়ে ধারণ করিলেন)

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

দণ্ডকারণ্য

রাবণ ও মারীচ

রাবণ। সম্বন্ধে মাতুল, তুমি মম অতি হিতকারী,
তাই কহি মিনতি করিয়ে তোমা,—
নহে অন্য কেহ হ'লে, এতক্ষণে
নিভাতেম রোষবহ্নি শোণিতে তাহার।
তাড়কা নন্দন তুমি—রক্ষমাঝে অতুলনা বীর,
তুমি ডর' ছার নরে? ডর' বনচারী রামে?
হাসির এ কথা!

মারীচ। তুমি দেখ নাই তারে, তুমি জাননা বিক্রম তার
তাই কহ হেন আস্ফালন বাণী।
আমি তাড়কা নন্দন বলে ডরি তারে,
ডরি ধনুর্ধারী রামে।
বাল্যে তার দেখেছি বীরত্ব,
এক বাণে পাঠাইল মোরে শত যোজনের পথে;—
কৃপা করি বধিল না,
কৃপা—শুধু কৃপায় তাহার আজো জীয়ি ধরামাঝে!

রাবণ। দেখিতেছি,
ভুলিয়াছ রক্ষ সনে সম্বন্ধ তোমার!
নহে, রক্ষরক্ত যদি বহিত' শিরায়—
সহিতে কি পারিতে মাতুল
সূর্পণখা নাসা-কর্ণ ছেদ;—
ভুলিতে কি সহজে এমন মাংসাশী ত্রিশিরা বধ,
ত্রিভুবনত্রাস খর-দূষণ নিধন?
নাসাকর্ণ কেটেছে ভগ্নীর—
যতক্ষণ না আনিব পত্নীরে তাহার,
ততক্ষণ শান্তি নাহি মোর!
তুচ্ছ নর—
জন্ম কোন্ অযোধ্যায়, তুচ্ছ কোন্ দশরথ সুত,
জটাধারী ফেরে বনে সহায় সম্বল হীন।
করি' অপমান লঙ্কার রাবণে
পত্নীসনে রসভাষে কাটাইবে দিন—
আর আমি অম্লান বদনে সহি' সেই অপমান,
লঙ্কা সিংহাসনে বসি'
পুরন্দরে করিব আদেশ,
বরুণে শাসিব, শমনে তাড়িব,
দিব আজ্ঞা শঙ্কিত শশাঙ্কে
জ্বালিতে সন্ধ্যার দীপ নাট্যশালে মোর?
মারীচ। দেখিয়াছ ইন্দ্রচন্দ্রে বরুণে শমনে
দেখিয়াছ অমরার অন্য দেবগণে,
কিন্তু বৎস পুনঃ কহি, দেখ নাই রামে।
শান্ত ধীর মহীধর সম—

মহিমায় মণ্ডিত-শ্রী,
কিন্তু অগ্নিগর্ভ সে বিশাল রাম !
যদি হন ক্রোধাকুল,
তিন পুরে নাহি কেহ্—পুরন্দর শশধর
কিম্বা দুর্জ্জয় পিনাকী
সেই বহ্নি সহিবারে পারে !
যদি মজাইতে নাহি চাহ বংশ আপনার,
যদি মৃত্যুবাঞ্ছা নাহি থাকে মনে,
বৎস ! দুষ্ট অভিসন্ধি এই কর পরিহার।

রাবণ। হিত উপদেশ শুনিয়াছি বহু,
আর শুনিবার নাহি সাধ,
আর অপেক্ষা করিতে নারি।
শুনিয়াছি পরমাসুন্দরী সীতা
মোহিনী তাপসীবেশে রূপসী অধিক,
উজলিয়া জনস্থান করে বিচরণ।
মাতুল, কি কব লজ্জার কথা—
যতক্ষণ নাহি ধরি হৃদয়ে তাহারে,
জ্বালা নাহি নির্ব্বাপিত মোর।

মারীচ। বীর তুমি ত্রিভুবনজয়ী,
যদি জানহ নিশ্চয়
ক্ষুদ্র নর রাম নহে সমকক্ষ তব,
তবে নারী তার বলে কেন নাহি আন ধরে ?

রাবণ। হে মাতুল, হাসি পায় কথা শুনে তব।
কি সংগ্রাম করিব রামের সনে ?
হিমাচল বাহুমূলে করেছি ধারণ,

কর্দ্দমের পিণ্ডসম কায়—
তার সহ রণে অপমান করিব ভুজের ?
কভু নহে ; শুন কহি উদ্দেশ্য আমার।
ছলে নারী তার করিব হরণ
প্রেম মুগ্ধ রাম পত্নীর বিরহে
দিনে দিনে শুকাইবে অন্তরের তাপে,
শোকে প্রাণ দিনে দিনে দিবে বিসর্জ্জন,
আমি বক্ষে ধরি, পত্নীরে তাহার দেখিব উল্লাসে।

মারীচ। দেখি অতি উচ্চ অভিলাষ তব!
বুঝিতে না পারি ধন্যবাদ কাহারে দানিব ?
তোমারে কি ভাগ্যেরে আমার!
বুঝিলাম এতদিনে রক্ষ লীলা হ'ল অবসান।

রাবণ। ছন্নমতি বার্দ্ধক্যের ভরে,
তাই পদে পদে মৃত্যুর আশঙ্কা কর,
কিন্তু নাহি ভাব শমন সম্মুখে তব!
কহ কিবা অভিপ্রায় ?
আদেশ লঙ্ঘন মম, কিম্বা আদেশ পালন ?

মারীচ। যখন মরণ নিশ্চিত,
ভাল—শ্রেয় মৃত্যু রাঘবের হাতে।
ধরি' মৃগরূপ জনস্থানে করিব গমন,
ভুলাইব রামে ; যদি পার, এনো নারী ল'য়ে তার।

রাবণ। এতক্ষণে সুমতি হইল তব ;
এতক্ষণ ছিলে অন্য জন,
এবে হেরি মারীচ তোমায়।
পরম মায়াবী তুমি,

মনোহর মৃগরূপ করহ ধারণ—
স্বর্ণবর্ণ কায় রজতের বিন্দু বিখচিত,
শৃঙ্গে ধর চারু রত্নদ্যুতি,
নীলকান্তি গ্রীবাদেশ, শ্রবণে উৎপল রাগ
ঊর্দ্ধ পুচ্ছ, মধুক কুসুম,
সন্ধিবন্ধ ইন্দ্রায়ুধ সম,
লীলাভঙ্গে তড়িতের ধারা
মুহুর্মুহু ক্ষরিবে ভূতলে—
বিমোহিতা সীতা হেরিয়া তোমায়,
রামে কবে ধরে দিতে ;
তারপর আর আর যাহা,
বোধ হয় হও নাই বিস্মরণ ?

মারীচ। শমনে কে কবে বৎস হবে বিস্মরণ ?
আর বলিতে না হবে কিছু মনে আছে সব।
এস দেখ—মায়াধারী আমি,
এই মায়া সমভাবে মোহিবে রাবণে রামে।

(উভয়ের প্রস্থান

দ্বিতীয় দৃশ্য

গোদাবরী তীর—রামের আশ্রম

রাম ও লক্ষ্মণ

রাম। মন্দভাগ্য ফিরে সাথে সাথে!
দেখ ভাই,—কি জঞ্জাল সুর্পণখা ঘটালে কাননে।
ত্যজি' লোকালয় বাঁধি' পাতার কুটীর
করি বাস স্বচ্ছতোয়া গোদাবরী তীরে
ইষ্ট ধ্যান ইষ্ট জ্ঞান,
শান্তি মাত্র করি আকিঞ্চন—
কিন্তু দেখ ইচ্ছাধীন নহে শান্তিলাভ!
অদৃষ্ট প্রেরিত আসিল রাক্ষসী
কামাসক্তা মায়াবী ভীষণা,
নাসাচ্ছেদ দণ্ড তার নহে অনুচিত;
তার ফলে রক্ষসনে বাধিল তুমুল রণ,
খর-দূষণ নিধন,
ধরণীর শ্যাম আস্তরণ রক্তবর্ণ করিল ধারণ—
নিশাচর-শোণিত প্রবাহে!
সেই হতে হয় শঙ্কা চিতে
কি বিপদ ঘটে পুনরায়—
ভয় শুধু সীতারে লইয়ে!

লক্ষ্মণ। যতক্ষণ ধনু আছে করে, আছে আশীর্ব্বাদ তব,

জানকীর কৃপা যতক্ষণ,
ত্রিভুবনে নাহি গণি কারে!

রাম। কভু মনে হয়
ত্যজি এই স্থান চলে যাই আরো দূরে—
বহু দূরে—জানকীরে লয়ে।
পুনঃ ভাবি,
প্রিয়া মম পেতেছে হেথায় সাধের সংসার তার!
মৃগ-মৃগী করীশিশু ময়ূর ময়ূরী
পুত্র পরিজন কত—
বাঁধা স্নেহ ডোরে ফিরে জানকীর সাথে সাথে;
কত গল্প কত প্রেমালাপ কলস্বনা তটিনীর সনে।
বৃক্ষলতা অগণন কদলী কর্ণিকা বন—
কেহ সখী; নর্ম্মসখা কেহ,
প্রজাপুঞ্জ আত্মীয় স্বগণ!
ভুলি' অতীত জীবন
মহানন্দে আছে এই নিয়ে—
এ স্বপন কেমনে ভাঙিব তার?

সীতার প্রবেশ

সীতা। এস নাথ, এস ত্বরা, এস দেবর লক্ষ্মণ!
মরি মরি এমন দেখিনি কভু!
ওই বুঝি লুকাল পাতার আড়ে।

(দ্রুত প্রস্থান

রাম। দেখ, বালিকার প্রায়
সদা কৌতুকে কাটায় কাল;

বুঝি হেরিয়াছে বিচিত্র বিহঙ্গ,
ছুটিয়াছে ধরিবারে।

নেপথ্যে (সীতা।) নাথ, এস ত্বরা, নহে এখনি পলাবে।
না—না—আসিছে আশ্রম পানে।

সীতার পুনঃ প্রবেশ

সীতা। এখনো বসিয়া আছ ?
বড়ই অলস তোমরা দু'জন ! (দেখিবার পর)
(লক্ষ্মণের প্রতি) বৎস, দেখ কিছু ফুল-বনে ?

লক্ষ্মণ। কৈ না, কি দেখিব দেবি ?

সীতা। পুরুষের চক্ষু আছে বদনের শোভা,
কিন্তু দৃষ্টি নাই !
(চাহিয়া হাসিয়া রামের হাত ধরিয়া)
এস, উঠ—দেখ দেখি লতা-আড়ে ওই
ঐ ভীত দৃষ্টি কি সুন্দর চেয়ে আছে !
ঐ পুনঃ তৃণ খায় ;—
দেখ দেখ—পড়িল শুইয়ে !
সোণার বরণ, মরি মরি
মণিমুক্তা কে দিল বসায়ে অঙ্গে ?
ছাড়ি' মেঘের আবাস
বিদ্যুৎ কি করে খেলা শ্যামতৃণ' পরে ?
দেখিয়াছ আর্য্য ? দেখেছ লক্ষ্মণ ?

রাম। হাঁ, স্বর্ণমৃগ ;
লক্ষ্মণ, দেখেছ এরূপ মৃগ আর কভু ?
আমি তো জীবনে দেখি নাই।

লক্ষ্মণ। স্বর্ণমৃগ—অপূর্ব্ব গঠন বটে, বিরল ভুবনে।
মায়াধারী নহে বা তো কেহ?
শুনিয়াছি আছে বহু মায়াবী রাক্ষস,
ইচ্ছামাত্র ধরে নানা রূপ,—
অপরূপ এ সংসারে!

সীতা। তোমার নূতন কথা সব;
ওই দেখ চকিতে চলিয়া গেল!
ঐ—কতদূরে

(ছুটিয়া একটা উচ্চস্থানে উঠিলেন এবং উৎকণ্ঠিতভাবে দেখিতে দেখিতে)

আর নাহি দেখা যায়।
(বিমর্ষ হইয়া)
কেবা জানে পুনঃ আসিবে, কি না আসিবে আর!

রাম। যদি না-ই আসে, এত কি ভাবনা?

সীতা। না না, দেখ দেখ
আকাশের গায়ে বুঝি দেয় গড়াগড়ি।
(হাসিয়া) ঐ আসে ছুটে
তীর তারা উল্কা হ'তে দ্রুততর গতি!
আসে আশ্রম নিকট, (মৃগের গমন)
নাথ দেহ ওই মৃগ ধ'রে, পুষিব যতনে!

রাম। নিজ চক্ষু অনুরূপ মৃগের নয়ন,
তাই বুঝি ভালবাস মৃগ?

সীতা। রাখ কথা। আর্য্য, দেহ ধরে—
জীবিত যদ্যপি পাই ওরে,—
অন্ত হ'লে বনবাস,
সঙ্গে করে লয়ে যাব অযোধ্যা নগরে।

আর যদি জীবিত না ধরা পড়ে,—
মরে তব শরে,
এমন অদ্ভুত চর্ম্ম রাখিব যতনে।

রাম। কি বল লক্ষ্মণ ?

লক্ষ্মণ। শুন জ্যেষ্ঠ,
মৃগ রত্নময়—অসম্ভব জগৎ ভিতরে।
কহিছে অন্তর মোর—
নিশ্চয় মায়াবী কেহ করে ছল ভুলাতে মোদের,
নহে যুক্তি ধরিতে উহারে।

সীতা। বড় হিংসা মোর প্রতি তব তাই কর নিবারণ।
নাথ দেহ ধরে !

রাম। একান্ত বাসনা তব লভিতে ও মৃগ ?
ভাল, ক্ষণেক অপেক্ষা কর,
এখনি বাঁধিয়া আমি দিব উপহার,
তুমি যদি চাহ—
মায়া কিম্বা নাহি মায়া স্বর্ণমৃগ ওই,
প্রত্যক্ষ মায়ার পাশ আদেশ তোমার !

(সীতা নামিয়া আসিলেন)

(লক্ষ্মণের প্রতি)

ভাই যদি সত্য হয় অনুমান তব,
যদি সত্য হয় মায়াধারী কেহ,
দণ্ডদান উচিত আমার ;
যতক্ষণ নাহি ফিরি থেক সাবধানে,
দেখো, মায়া যেন বিভ্রান্ত না করে তোমা।

(রাম কুটীরের মধ্য হইতে ধনুক আনিবার পর)

বিপদসঙ্কুল এই অরণ্য ভীষণ,
কভু আশ্রমের বহির্ভাগে না কর গমন।
এই বন রক্ষা করে জটায়ু ধীমান্,
জান তুমি সবিশেষ।
খগপতি বৃদ্ধ বটে, কিন্তু রণদক্ষ অতি,
সাহায্যে তাঁহার—যদি হয় প্রয়োজন,
রক্ষা কোরো জানকীরে মোর।
ত্বরিতে আসিব আমি বধিয়া হরিণ।

(প্রস্থান

(সীতা পুনরায় একটী উচ্চস্থানে উঠিয়া দেখিতে লাগিলেন)

সীতা। ওই যান রঘুমণি
ওই—ওই ধায় মৃগ নাচিয়া নাচিয়া;
ঐ বুঝি পড়ে ধরা,
না—না—ছুটে তীরবেগে পুনঃ!
ওই লুকাইল বন অন্তরালে।

(কিছুক্ষণ দেখিয়া)

কোথা নাথ? আর নাহি দেখি তাঁরে।
কতদূর যাবে মৃগ! (নামিলেন)

(লক্ষ্মণের প্রতি)

একি চিন্তিত কি হেতু তুমি, কথা নাহি মুখে?
যদি পাই মৃগ, দিব উর্ম্মিলারে, কি বল লক্ষ্মণ?
আহা ভগ্নী মোর বড় আদরিণী,
অভিমান কথায় কথায় তার!

বিদায়ের কালে ম্লান মুখখানি সেই,
এখনো অঙ্কিত বুকে।

(পুনরায় নেপথ্যে চাহিল)

কতক্ষণে ফিরিবেন রাম ?

লক্ষ্মণ। দেবি, মৃগয়ায় অনিশ্চিত সব ;
ভাগ্য সম গতি মৃগয়ার—
কভু হয় লব্ধ অনায়াসে, কখনো বিফল।

সীতা। তোমার কি মনে হয় ?
রঘুমণি নারিবেন ধরিতে ও মৃগ ?

লক্ষ্মণ। স্থিরতা নাহিক তায় ;
তবে রাঘবের শরে মরিবে যে মৃগ—
একথা নিশ্চয়।

(নেপথ্যে) হায় সীতা—হা লক্ষ্মণ ; যায় প্রাণ অরণ্য মাঝারে !

সীতা। একি ! একি হ'ল !
মর্ম্মভেদী ক্ষীণ কণ্ঠ শুনি রাঘবের,
কি বিপদ ঘটিল তাঁহার !

(নেপথ্যে) রে লক্ষ্মণ, রক্ষা কর—রক্ষা কর ত্বরা
মরি বুঝি রক্ষ রিপু হাতে !

সীতা। শুনিছ লক্ষ্মণ ! পুনঃ সেই ধ্বনি ?
কাতর করুণ কণ্ঠ
সমীরণে আসে ভেসে আশ্রম কুটীরে !
যাও যাও দেখ ত্বরা
কি প্রমাদ পড়িল কাননে !
চারিদিকে রক্ষ রিপুচয়—

হয় ভয়, বুঝি বন্দী করিয়াছে রামে
কিম্বা তিনি পতিত সঙ্কটে।

লক্ষ্মণ। স্থির হও দেবি, না হও চঞ্চল ;
মনে হয় মৃগদেহে কামরূপী নিশাচর
করে ছল রাঘবের সনে ;
দেবি না হও চিন্তিত,
এখনি গো আসিবেন রাম।

সীতা। কি হেতু দুর্ম্মতি হেন হইল আমার
প্রাণনাথে পাঠাইনু বনে !
কহ হব স্থির,
কিন্তু প্রাণ যে গো ধৈর্য্য নাহি মানে।
নহে মায়া—নহে মায়া—
স্পষ্ট শুনেছি শ্রবণে,
সেই কণ্ঠ সেই স্বরে আকুল আহ্বান—
"হায় সীতা, হা লক্ষ্মণ" ডাকেন শ্রীরাম !
যাও সুধীর লক্ষ্মণ, বিলম্ব না কর তিল—
যাও যাও রক্ষা কর তাঁরে।

লক্ষ্মণ। কি কব তোমারে মাতা, কি বুঝাব বল ?
স্বচক্ষে দেখেছ দেবি রামের বিক্রম,
দেখিয়াছ রামদর্প খর্ব্বকারী রামে,
পিনাকী ধনুকভঙ্গে তুমি সীতা বনিতা তাঁহার,
দণ্ডক অরণ্যে এই
দেখিয়াছ রাক্ষস-সমরে বিজয়ী রাঘবে,
চতুর্দ্দশ সহস্র রাক্ষস হ'ল নাশ যাঁর শরে,
শুনিয়াছ তাড়কা নিধন কথা—

তবে আজি কি হেতু আশঙ্কা মনে ?
চিন্তা কর দূর—পুনঃ পুনঃ কহি দেবী,
ব'ধে রক্ষে
অক্ষত শরীরে ফিরিবেন রাম রঘুনাথ।

সীতা। জানি সব—জানি সব,
কিন্তু কহ কে জানে অদৃষ্ট-লিপি !
নাচে দক্ষিণ নয়ন,
অকস্মাৎ উঠে প্রাণ কাঁদিয়া কাঁদিয়া,
কর্ণে মোর কে যেন কি বলে কত অমঙ্গল কথা !
দুর্নিমিত্ত এ সব নিশ্চয়।
নহে মায়া—যাও ত্বরা !

লক্ষ্মণ। জান মাতা, জ্যেষ্ঠের আদেশ মম প্রতি
একাকিনী তোমারে রাখিয়া হেথা
আমি যাবনা কখনো, হ'ক যতই বিপদ ;
আজ্ঞাধীন দাস রাঘবের আমি,
আজ্ঞা তাঁর লঙ্ঘিতে নারিব।

সীতা। বুঝিতে না পারি,
আনুগত্য মহিমা তোমার।
কহ রাঘবের দাস—
কিন্তু প্রভু যদি পড়ে গো সঙ্কটে
হাসি মুখে দাস রহে ব'সে
শুনেছ কি অদ্ভুত এ রীতি ?
সাধি আমি, করি অনুনয়,
রে লক্ষ্মণ ! চিরদিন বাধ্য তুমি মম,
আজি না হও অবাধ্য

অনুরোধ রাখ গো আমার,
কর রক্ষা প্রাণেশ্বরে।

লক্ষ্মণ। কি জঞ্জাল ঘটালে জননী?
রমণী-সুলভ দুর্ব্বলতা হেতু
হয়ে অতি-কুতূহলী—
ভবিষ্যৎ না ভাবিয়া কিছু
মৃগ হেতু রামে পাঠাইলে বনে;
মানিলে না নিষেধ আমার,
শুনিলে না কোন কথা,
পুনঃ শুনি মায়া-স্বর হইয়ে কাতর
কহ মোরে ত্যজিতে তোমায়?

সীতা। করিয়াছি ভ্রম, মহাভ্রম করিয়াছি আমি;
যাচি ক্ষমা পুনঃ পুনঃ—তিরস্কার করিও পশ্চাতে।
এবে শুন কথা, আমি রহিব একাকী,
নাহি কোন ভয়,
নিশ্চিন্তে রাখিয়া মোরে যাও ত্বরা দেবর লক্ষ্মণ,
এতক্ষণে না জানি কি হয়!

লক্ষ্মণ। মাতা, শুনিব না কোন কথা আমি,
পদে ধরি' সাধি,
আর অনুরোধ ক'রোনা আমারে।

সীতা। বুঝিতে না পারি
কি হেতু হৃদয় তব না হয় ব্যাকুল!
কাতর হইয়া রাম করেন ক্রন্দন,
স্পষ্ট শুনি সেই ধ্বনি—
কেমনে নিশ্চিন্ত তুমি নির্ব্বিকার আশঙ্কা বিহীন?

বুঝিতে না পারি মনোভাব তব।
চিরদিন মোর প্রতি করুণা তোমার—
আজি কেন হওগো নিদয়,
এও কি আমার ভাগ্য,
কিম্বা মতিভ্রম কিছু ঘটেছে তোমার ?
কি করি ? কাহারে কহি ?
নির্ব্বান্ধব অরণ্য মাঝারে
তোমা বিনে কে আছে আমার ?
কে রক্ষিবে রঘুনাথে—কে রক্ষিবে দুখিনী সীতায় ?

লক্ষ্মণ। (স্বগত) পড়িনু বিষম ফেরে!
"নারী সর্ব্ববিপদ কারণ"—
সত্য, যাহা কহে সুধীজন ;
ক্ষণে তুষ্ট ক্ষণে রুষ্ট ভাব
চিরদিন চলে নিজ ইচ্ছাধীন।
(প্রকাশ্যে) মাতা, রহ স্থির আর কিছুক্ষণ,
না হও উতলা বৃথা,
রঘুনাথ আসিবেন ত্বরা।

সীতা। পুনঃ পুনঃ ঠেল বাক্য মোর ?
কাঁদিয়া আকুল
মিনতি করিয়া কত কহিনু তোমায়,
নাহি শুন কোন কথা—
ব্যথা নাহি বুঝগো আমার ?
বুঝিয়াছি, নিশ্চয় উদ্দেশ্য কিছু
আছেরে লক্ষ্মণ!
তৃণাচ্ছন্ন কূপ সম, আরেরে দুর্জ্জন,

বুঝি, অভিলাষ চিতে—
রাক্ষস সমরে হত হ'লে রাম, লভিবে আমারে ?
ভ্রাতৃপ্রেম, জ্যেষ্ঠের সম্মান, স্বেচ্ছায় অরণ্যবাস
সব ভান, কপটতা তোর !
বাহিরে ক্ষত্রিয় তুই, কালফণী অন্তরে অন্তরে।

লক্ষ্মণ। কি দিব উত্তর মাতা,
মরিবার নাহি অধিকার ;
মান অপমান, দেহ কিম্বা প্রাণ,
যাহা কিছু ছিল আপনার,
কমল-লোচন পদে বিসর্জ্জন দিয়েছি সকলি ;
নহে, শুনি' এই দুরক্ষর বাণী,
এতক্ষণ জীবিত কি কেহ দেখিত লক্ষ্মণে !
মাতা, পদে ধরি, নাহি বল কটু
নাহি ভোল আপনারে !
না হও বিস্মৃত, তুমি রঘুকুলবধূ, বনিতা রামের
জন্ম তব উচ্চ কুলে,
রাজর্ষি তোমার পিতা !
দেবর লক্ষ্মণ আমি প্রহরী তোমার।

সীতা। বিষকুম্ভ পয়োমুখ তুইরে লক্ষ্মণ,
জ্ঞাতি শত্রু, শত ধিক তোরে।
কথায় কথায় কর সময় ক্ষেপণ ;
ব্যবহারে তোর, বুঝিনু নিশ্চয়
ভরতের গুপ্তচর হয়ে এসেছিস বনে !
কিম্বা রে লম্পট,
বল্কলে আবরি' দেহ, ধরি' সাধুর আকার,

মোর তরে—শুধু মোর তরে—
শ্রীরামের হয়েছিস সাথী।
কিন্তু জানিস দুর্ম্মতি,
হীন ইচ্ছা তোর কভু নাহি হইবে সফল—
রাম বিনা ক্ষণকাল না বাঁচিবে সীতা।
দেখ্ কামী,
ওই গোদাবরী নীরে হীন প্রাণ দিই বিসর্জ্জন!

লক্ষ্মণ। [রুদ্ধস্বরে] মাতা—মাতা—তিষ্ঠ কৃপা করি'।
রাম—রাম—কোথা গুণধাম কমল লোচন!
পুত্র আমি, ভৃত্য আমি, শিষ্য আমি তব!
পরগৃহ হতে এসেছে জানকী,
কি বুঝিবে? কেমনে জানিবে মোরে?
তুমি তো গো অশৈশব জান লক্ষ্মণেরে;
বুঝি' মর্ম্মব্যথা মোর,
করুণানিধান! ক্ষম অধমেরে।
আজ জীবনে প্রথম, আজ্ঞা তব করিব লঙ্ঘন;
মরিব না—মরিবনা নাথ,
সেবায় অর্পিত দেহ!
মাতা! কি কব তোমারে আর,
নারী তুমি, পত্নী রাঘবের, চিরপূজ্যা মোর—
থেকো সাবধানে,
রেখো মনে কুটিলা ভাগ্যের গতি।
আশ্রমের অধিষ্ঠাত্রী দেবতামণ্ডল!
অন্তর্যামী তোমরা সকলে,
ক্ষমা কোরো দুর্ব্বলা সীতায়,

রক্ষা কোরো বিপদের কালে।
মাতা, প্রণাম চরণে। (প্রস্থান

সীতা। কি করিব—কোথা যাব—
কতক্ষণে ফিরিবেন রাম ?
নিয়ত কাতরধ্বনি পশিছে শ্রবণে—
মনে হয় চারিদিকে কবন্ধ নাচিছে,
রুধিরে ভাসিছে ধরা,
তার মাঝে রণক্লান্ত রঘুনাথ
আর্ত্তনাদে ডাকেন আমায় !
চারিদিকে হেরি রামময়
হেরি ম্লান মুখ তাঁর—
স্থির আর রহিতে না পারি !
ওই শুনি পদশব্দ কার !
হে ভবানী সতীকুলরাণী !
দয়া কি হয়েছে মাতা তনয়ার প্রতি ?
ফিরেছেন রাম রঘুমণি ?

(অপর দিকে ফিরিয়া ঃ

একি ! এতো নহেন শ্রীরাম।

রাবণের প্রবেশ

ওগো ঋষি, কহ আসিতেছ কোন্ দিক হতে ?
দেখেছ কি কাননে কোথাও
যুদ্ধ শ্রান্ত বীর কোন জনে,
কৌষিক বসন জটাধারী তাপসের বেশ,
তনু নীরদ বরণ,
আকর্ণ বিস্তৃত আঁখি কোন মহাজনে ?

রাবণ। বরাননে, কল্পনায় দেখিয়াছি ধ্যানের মূরতি
দৃষ্টি ছিল নিবদ্ধ অন্তরে,
এতক্ষণ বাহিরের দেখি নাই কিছু,
কি দিব উত্তর ?

সীতা। ওগো কে তুমি জানি না,
হেরি' বেশ লয় মনে তাপস নিশ্চয় তুমি ;
যদি এসে থাক ভিক্ষা আশে,
ক্ষুধায় কাতর যদি,
রহ অপেক্ষায়, এনে দিই ফলমূল কুটীর হইতে,
এনে দিই সুশীতল বারি।
আর যদি এসে থাক আশ্রয়ের তরে,
তৃণাসন দিই পেতে, বোসো আশ্রম প্রাঙ্গণে।
স্বামী মোর গিয়াছেন দূর বনে মৃগ অন্বেষণে
প্রতি পল আছি প্রতীক্ষায় তাঁর ;
কর আশীর্ব্বাদ নির্বিঘ্নে ফিরুন পতি,
পরম আদরে করিব গো সৎকার তোমার !

রাবণ। নিঃসন্দেহ আসিয়াছি আশ্রয়ের তরে ;
তবে, নহে এ আশ্রমে।
আসিয়াছি লো সুন্দরী,
অতিথি হইতে আজি যৌবন নিকুঞ্জে তব !
কুসুমিত কাম্য উপবনে ;
ক্ষীণ কটি-প্রান্তে বিস্তৃত প্রাঙ্গণে ওই
মদনের সুখাসনে লভিতে বিরাম,
করিবারে তীর্থ স্নান
ওই সচঞ্চল উরস সরসী-মাঝে

রক্ত যুগ্ম-পদ্ম-যেথা
বসন্তের বায়ুভরে
লাবণ্য তরঙ্গে সদা করে ঢল ঢল
কামীজন-মনোলোভা ;—
বরাননে, আসি নাই তুচ্ছ বারি হেতু ;
আসিয়াছি,
ওই তব চারু-বিম্বাধরে মধুগন্ধ সুধাপানে
জুড়াইতে জীবনের সুতীব্র পিপাসা !
নির্জ্জন কুটীর—
আর কেন, এস এস বক্ষমাঝে ;
যে বহ্নি অন্তরে জ্বলে
করুণায় দানিয়া আশ্রয়
কর—কর নির্ব্বাপিত তারে।

সীতা। একি পাপ !
কেরে তুই নৃশংস পিশাচ !
দেবতা-বাঞ্ছিত ওই তাপসের বেশে
ঢাকি' কুৎসিত আকার
পাপ কথা উচ্চারণ করিস অধম ?
মহাপাপী তুই, ভণ্ড প্রতারক—
তস্কর লম্পট দুর্ব্বিনীত কেহ
ধরণীর অভিশাপ লইয়া মাথায় এসেছিস হেথা।
আরে হীন ! যদি বাঁচিতে থাকেরে সাধ,
না ফিরিতে রাম রঘুমণি
দূর হ' রে আশ্রম হইতে।

রাবণ। হব দূর ? যাব ফিরে ?

সম্মুখে অমূল্য নিধি তপস্থার ধন
সু-দরিদ্র আমি, অবহেলে' ফেলি' তারে
রিক্ত হস্তে চলে যাব বিমুখ ভিক্ষুক—
তাও কি সম্ভব কভু ?
লো সুতম্বি, অমরার দেবকন্যা সেবেছে আমায়,
অপ্সরা কিন্নরী,—কত নাগের কামিনী।
শুন পরিচয়—
লঙ্কার রাবণ আমি ত্রিভুবন-ত্রাস।
কিন্তু আশা মোর মেটেনি কখনো ;
লভিয়াছি আলিঙ্গন বহু কনকবল্লরী ভুজে,
ভুঞ্জিয়াছি কত রসরঙ্গে প্রেম অভিনয়
কিন্তু আজি যেই আকুলতা, আত্ম বিস্মরণ,
অনুরাগে উন্মত্ত হৃদয়
দেখিয়াছি এ আশ্রমে প্রবেশের কালে,
অতৃপ্ত জীবনে মোর
প্রাণঢালা ভালবাসা সেই, দেখিনি কখনো ;
পাইনি কখনো।
মুগ্ধ আমি, লুব্ধ আমি হেরিয়া তোমায়।
তুমি যদি কর কৃপা,
ভালবাস—ওই তপ্ত অনুরাগে তব,
তুচ্ছ সিংহাসন—
অমরা-লাঞ্ছিত পুরী স্বর্ণলঙ্কা মোর
সাগরের জলে দিয়া বিসর্জ্জন
তোমারে হৃদয়ে ধ'রে হই বনচারী !

সীতা। লক্ষ্মণ ! লক্ষ্মণ !

কটু তিরস্কার কত করিয়াছি তোমা—
এ কি প্রতিফল তার,
ওরে একি তোর অভিশাপ ?
বৎস ! ক্ষমা কর, ক্ষমা কর মোরে,
ফিরে এস, ফিরে এস বীর !
তুমি যে গো ধনুর্ধারী প্রহরী আমার,
কুলবধূ তব লঙ্কার রাবণে হরে !
কোথা রাম, কোথা প্রাণনাথ !
দেখ দেখ বনিতা সিংহের—শৃগালে তাড়না করে !
কোথা রাম—কোথা রাম—কোথায় লক্ষ্মণ !

রাবণ। বৃথা কেন কর শ্রম,
বৃথা কেন বিলাপ ক্রন্দন !
কোথা রাম ? কে দিবে উত্তর ? কোথায় লক্ষ্মণ ?
মায়ামৃগ আমারি সৃজন,
দূর বনে আমি পাঠায়েছি রামে,
অনুচর মারীচ আমার—
রামের কাতর কণ্ঠে ডেকেছে তোমায়।
শুনি' নাম, স্তব্ধ চরাচর—
প্রত্যক্ষ হেরিয়া মোরে
যক্ষ রক্ষ দেবতা দানব
তিন লোকে কেহ ডরে না আসিবে হেথা।
কহি অনুনয়ে এস মোর সাথে ;
কিন্তু যদি না শুন বচন, বিমোহিনী,
ক্ষমা কোরো—বলে আমি হরিব তোমায়।

সীতা। শুনি তপ্তশেল সম বাণী

এখনো জীবিত আমি ?
যদি ত্রিভুবন ডরে তোরে,
রে পাপিষ্ঠ শোন্—
রাম হস্তে নিস্তার নাহিক তোর !
কোথা ধর্ম্ম ! যদি কেহ নাহি আসে ডরে,
তুমিও কি দেব রক্ষা করিবে না মোরে ?

রাবণ। এ কাননে একমাত্র আমিই রক্ষক তব !
এস সুবদনি, মায়ারথে যাই লঙ্কাধামে—
এস—বিলম্ব না কর আর !

(আক্রমণ

সীতা। আরেরে চণ্ডাল, ছেড়ে দেরে ছেড়ে দেরে মোরে,
কলুষিত করে তোর অনলের জ্বালা !
ছাড়্ ছাড়্ নরাধম !
ওগো কে আছ কোথায়
রক্ষা কর রক্ষা কর মোরে !

রাবণ। বক্ষে তোরে রাখিব আদরে !
নয়নের ধারা মাঝে কমল আনন ওই
চুম্বনের আগ্রহ বাড়ায়,
স্পর্শে তোর জ্ঞানশূন্য আমি !
ভীত কেন ?
রত্ন সিংহাসনে বসায়ে যতনে লঙ্কার রাবণ
ভৃত্য সম সেবিব চরণ !

সীতা। রাম—রাম—
কোথা রাম—কোথা রে লক্ষ্মণ

অনাথিনী
কাননবাসিনী সীতা কাতরে করুণা যাচে !
এস ত্বরা—রক্ষা কর মোরে !

রাবণ। রক্ষপুরে করিও চীৎকার, অরণ্যে রোদন বৃথা।

(সীতাকে লইয়া প্রস্থান

চতুর্থ অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

পঞ্চবটী বন

রাজলক্ষ্মী

রাজলক্ষ্মী। গীত

কোথা সীতা হৃদয় রতন!
মণিহারা ফণী রাম রঘুমণি,
ক্ষণে বহে শ্বাস—ক্ষণে অচেতন।
হা সীতা হা সীতা, কভু ভাসে আঁখি,
হা সীতা হা সীতা, কাঁদে বনপাখী,
মরম ব্যথায় মরমরি শাখী,
ফুলসাজ খুলি' করিছে রোদন॥
শ্যাম কলেবর শ্যাম ধরাপর,
বজ্রাঘাতে যেন চূর্ণ গিরিবর,
সীতা অন্বেষণে পঞ্চবটী বনে
হা-হা ক'রে ফিরে তপ্ত সমীরণ॥

(প্রস্থান

রাম লক্ষ্মণের প্রবেশ

রাম। ওই শুন হাহাকার ধ্বনি!
রে লক্ষ্মণ, বনস্থলী উঠিছে কাঁদিয়া,
সমীরণে আসে ভেসে শোকের সঙ্গীত,

চারিদিকে হা সীতা হা সীতা রব ;
ভাই কত সহি জানকী বিরহ তাপ !
কি দুর্ম্মতি হইল তোমার,
শূন্য ঘরে রাখি' একাকিনী—
শুনি' মায়াধ্বনি ত্যজিলে সীতায় !
আর কিরে ফিরে পাব তারে ?
হায় হায় ! অযোধ্যার রাজলক্ষ্মী হারাইনু বনে,—
দণ্ডক অরণ্যে
বিসর্জ্জিনু জীবনের সর্ব্বস্ব আমার !
ত্যজ ভাই, ত্যজ অভাজনে,
সীতা বিনা ছার প্রাণে কিবা কাজ আর !

লক্ষ্মণ। মতিমান্ কি বুঝাব তোমা,
কথা নাহি সরে মুখে ;
তুমি যদি হও গো অধীর,
কে করিবে সীতা অন্বেষণ ? শুন পূজ্য,
হয় ত বা মাতা দূর বনে গিয়াছেন কোথা,
মায়া স্বরে মোহিতা জননী,
জ্ঞানশূন্যা তোমা হারা
উন্মাদিনী সম ফিরেন গহনে ;
হয়ত বা ঋষির আশ্রমে কোথা,
তরু আড়ে পর্ব্বত গুহায়
তোমা হেতু করেন ভ্রমণ ;
কর শোক সম্বরণ,
চল পাতি পাতি খুঁজে দেখি পঞ্চবটী বন—
কতদূরে যাবেন জননী ?

রাম। রে লক্ষ্মণ,
ওই দেখ্, সীতা ডাকিছেন মোরে,
ওই যে মৃণাল ভুজে চম্পক অঙ্গুলি,
ওই মুখে হাসি, নয়নে কৌতুক,
ওই কুঞ্জবনে বনলক্ষ্মী সীতা!
(উন্মত্তবৎ ছুটিয়া গিয়া)
না না—এও যে দেখিরে মায়া!
আজি বিশ্ব ঘিরিছে কি মায়া জালে!
মায়া মৃগ ভুলালে আমারে,
মায়া সীতা আমারে উদ্‌ভ্রান্ত করে
মায়া সীতা হেরি চারিদিকে!
ওই দেখ্ পর্ব্বত শিখরে সীতা,
ওই দেখ্ নামিল ভূতলে,
ওই কমলের বনে,
আকাশ অবনী বেড়ি
সীতা—সীতা—সীতা—সীতা বিনা নাহি কিছু আর।
ওই যে সীতার স্বর! ওই রোদনের ধ্বনি!
সমীরণে বহে তপ্ত শ্বাস;
অন্তরে বাহিরে সীতা!—
প্রাণেশ্বরি, আর কত করিবে ছলনা
ছেদি' মায়াজাল, এইবার ধরিব তোমায়!—
(উদ্‌ভ্রান্ত ভাবে প্রস্থান

লক্ষ্মণ। বায়ুবেগে ছুটেন শ্রীরাম,
সীতাহারা উন্মাদের প্রায়!
কি করিব, কেমনে বারিব তাঁরে!

সান্ত্বনা বা কেমনে দানিব ;
হায় সীতা,
কিবা অপরাধ করেছিনু আমি,
তাই হেন বাদ সাধিলে আমার সনে !
রঘুনাথ ! রঘুনাথ ! ক্ষণেক অপেক্ষা কর—
নহে, হারায়েছ সীতা—হারাবে লক্ষ্মণে পুনঃ ।

(প্রস্থান

দ্বিতীয় দৃশ্য

পম্পার তীরবর্ত্তী মাতঙ্গ আশ্রম

শবরীর কুটীর

জনৈক তাপস ও শবরী

তাপস । কতদিন আছ অপেক্ষায় ?

শবরী । কতদিন ?
মূর্খ নারী, গণিতে না পারি,
কিম্বা গণনায় সংখ্যা নাহি হয় ।
কত দিন ? বল, কত যুগ !

তাপস । আশ্চর্য্য ! নিষ্ফল প্রত্যাশায় বৃথা ক্ষয় করিলে জীবন ?
বর্ষ দিন নাহি অনুমান ?

শবরী । প্রয়োজন নাহি বুঝি কিছু,
কি হইবে বৃথা দিন গণি' ?
দিন নিত্য আসে যায়—
অতি পুরাতন পন্থা তার,
গতি তার অতি সুপ্রাচীন ।

কিন্তু আশা মোর নিষ্ফল বা বৃথা—
কে কহিল তোমা ?
অতীতের কোন্ অন্ধকার যুগে
ঋষিবাক্যে করিয়া বিশ্বাস,
জ্বালিয়া আশার দীপ
একাকিনী আছি ব'সে ঘোর অরণ্যের মাঝে,
কেন হতাশা-ফুৎকারে নিভাইতে চাহ তারে ?
সে তো নিভিবে না !
ঋষির আশ্বাসবাণী—
অনাগত আসিবে নিশ্চয়,
নহে মিথ্যা—নহে মিথ্যা কভু ।

তাপস । না না—ক্ষমা কর,
আমি আসি নাই ভেঙে দিতে আশা-গৃহ তব ।
তবে গত বহুদিন—
হয় সন্দেহ উদয়, তাই জিজ্ঞাসিনু তোমা ।
ভাল, যবে এসেছিলে এ আশ্রমে,
তখন এ বার্দ্ধক্যের রেখা
অঙ্গে তব নিশ্চয় দেয়নি দেখা ?

শবরী । তাও ভাল মনে নাই ;
দেখি নাই অঙ্গপানে কভু, এখনো দেখিনা চেয়ে ।
সেইদিন—যেইদিন প্রথম এখানে আসি,
বৃদ্ধ ঋষি—
দেখিলাম বহু শিষ্য আশ্রমে তাঁহার—
নীচজাতি বলি' ঘৃণাভরে উপেক্ষা না করি' ;
পরম আদরে দিলেন সেবার ভার মোরে,

সশিষ্য ঋষিরে প্রাণপণে লাগিনু সেবিতে।
অবসর কোথা আর দেখিবারে কিছু ?
তার পর—

তাপস। তার পর ?
কহ বৃদ্ধা, কৌতূহল বাড়িছে ক্রমশঃ—
তার পর ?

শবরী। তার পর—তার পর
কতদিন পরে শিষ্য সব
পাঠ-অন্তে চলে গেল নিজ নিজ বাসে,
ঋষি দিব্যধামে করিলা প্রয়াণ।
যাইবার কালে,
শোকাকুলা ব্যাধের তনয়া
কহিলাম কৃতাঞ্জলিপুটে—
"সকলে তো চলে গেল, তুমিও চলিলে দেব !
তবে আমি কোথা রব,
কাহারে সেবিব আর ?
কে আছে আমার প্রভু ?
হীন জাতি অনার্য্যা অস্পৃশ্যা,
কার দ্বারে পদাঘাত আছে তোলা,
কটু তিরস্কার ঘৃণা অপমান ?"
দয়ার সাগর মুনি,
করুণায় ছল ছল আঁখি,
বরাভয় কর স্থাপি' শিরোপরে মোর—
পরম আদরে কহিলেন ধীরে—
"কোন ভয় নাই, রহ এ আশ্রমে,

কোনখানে যাইবার নাহি প্রয়োজন,
রহ অপেক্ষায় হেথা,
সেবার অভাব নাহি হবে কভু।
নবদূর্ব্বাদলশ্যাম-কান্তি নয়নাভিরাম,
কমললোচন রাম—ত্যেজিয়া বৈকুণ্ঠ—
তাপিতে তারিতে আসিবেন ধরাধামে—
রে শবরি, রহ প্রতীক্ষায় তাঁর ;
লইতে তোমার সেবা
ভগবান ক্ষুধায় কাতর
এ আশ্রমে আসি' অতিথি হবেন তব।"

তাপস। অদ্ভুত কাহিনী—
শুনি' কণ্টকিত হয় দেহ !
ভগবান আসিবেন হেথা ?

শবরী। সেই হ'তে
নিত্য প্রাতে তুলি ফুল পূজার কারণ ;
পদ্মপত্র আনি'
রচিয়া আসন রাখি সযতনে ;
আনি বন-ফল
সাজাইয়া রাখি থরে থরে ;
কলস ভরিয়া রাখি সুশীতল বারি' ;
নাহি নিদ্রা—নাহি ক্লান্তি—
দিনরাত চেয়ে থাকি পথপানে ওই !
শুষ্কপত্র যদি গো মর্ম্মরে,
মনে হয় ওই বুঝি আসিলেন রাম !
তাপস যদি বা কেহ কভু আসে স্নানে,

ছুটে গিয়ে দেখে আসি,
মনে হয় ওই বুঝি আসিলেন রাম !
বন্যমৃগ ধায়—
উঠি চমকিয়া পদশব্দে তার,
মনে হয় ওই বুঝি আসিলেন রাম !
পাখী গায়—
আনমনে মনে হয়
ওই বুঝি কলকণ্ঠে ডাকিছেন রাম !
রাম—রাম—রাম—
অবিরাম রাম ধ্যান, চিন্তা মোর রাম—
ওগো, জাগ্রত স্বপনে
রাম বিনা নাহি জানি কিছু।

তাপস। অদ্ভুত বিশ্বাস জননী তোমার।
সুদুর্লভ ভবে ! বৃথা বহি ভার—
তাপসের কন্থা কমণ্ডলু ;
বৃথা তীর্থ পর্য্যটন—
শ্রুতি-স্মৃতি বেদ অধ্যয়ন ;
বৃথা নিষ্ঠা, ধ্যান জপ ;
তুমি মাগো বুঝিয়াছ তপস্যার সার।
তোমারি এ বিশ্বাসের টানে,
ভগবান নিঃসন্দেহ ধরাধামে
আসিবেন রাম কলেবরে !
মাতা, আসি যাই কখন কখন কভু
তীর্থস্নান করিতে হেথায় ;
যবে আসি, দেখি তোমা

রাম। মাতা, ধরা হতে ভিন্ন দেশে বসি,
শুনিয়াছি ক্রন্দন তোমার,
ভক্তি-ডোরে টানিয়াছ মোরে !
তাই ত্যজি বৈকুণ্ঠ আলয়
আসিয়াছি লোকালয়ে—
জানকী বিরহ শেল মর্ম্মতলে লুকাইয়া গোপনে
সেবা তব করিতে গ্রহণ ;
সত্য ক্ষুধায় কাতর আমি,
পিপাসায় শুষ্ক কণ্ঠ মোর,
দাও দাও কি আছে তোমার।
কেন অভিমান ?
যদি হীন জগতের কাছে,
মোর কাছে উচ্চ হ'তে অতি উচ্চ তুমি—
জননী আমার, শবরী রামের কন্যা—
নহে কভু ঘৃণ্যা রাঘবের।

(শবরী ফল খাওয়াইলেন)

শবরী। আর কেন ?
এই তো পুরেছে সাধ !
আর কেন বহি দেহ-ভার ?
লয়ে পদধূলি, যাই চলি,
চিতা-শয্যা রেখেছি পাতিয়া
অনলে ত্যজিগে প্রাণ।
রাম নাম, রাম ধ্যান সার, অন্তঃকালে রাম,
পরকালে রাম-স্মৃতি হোক মোর সাথী।

(প্রণাম করিয়া প্রস্থান

রাম। রাম-স্মৃতি সাথী করি চলিল শবরী
জানকীর স্মৃতি-মাত্র ল'য়ে
আর কত দিন রহিব ধরায়।
কত দিন সব' সীতা-বিরহের তাপ !

(নেপথ্যে) লক্ষ্মণ। আর কোথা করি অন্বেষণ ?
কোথা জ্যেষ্ঠ দেহগো উত্তর,
সীতা-শোকে উন্মাদের প্রায়
কোন বনে করিলে প্রবেশ ?

রাম। লক্ষ্মণ ! লক্ষ্মণ !

লক্ষ্মণের প্রবেশ

লক্ষ্মণ। দাদা ! দাদা !
এই যে—কেন মোরে কাঁদাও এমন ?
সীতা-শোকে উন্মাদ অধীর,
কতদিন অনাহারী তুমি ;
পম্পাতীরে কর শ্রান্তি দূর।
তার পর যাব দোঁহে সীতা অন্বেষণে।

রাম। ওরে শ্রান্তি দূর হ'য়েছে আমার।
পরম নৈবেদ্য আজ ক'রিয়াছি লাভ,
ভক্তি-বারি আকণ্ঠ ক'রেছি পান
আর নাহি ক্ষুধা ক্লেশ,
বিশ্রামের নাহি প্রয়োজন।
চল্—চল্—খুঁজে দেখি কোথা আছে সীতা।

(উভয়ের প্রস্থান

তৃতীয় দৃশ্য

ঋষ্যমুক

সুগ্রীব, মারুতি ও পাত্রগণ

সুগ্রীব। দেখ পবন-নন্দন,
বীরবপু, কিন্তু তাপসের বেশ,
জটাধারী বনচারী ওই আসে দুইজন।
বুঝিতে না পারি, বালীর প্রেরিত ওরা
আসিল বা চর্চ্চিতে এ বন !
দেখ, লও হে সন্ধান
পরিচয় করহ গ্রহণ ;—
আমি লুকাইয়া রহি গুহামাঝে।
হায় বুঝিতে না পারি কতদিন সব' অত্যাচার,
হীন প্রাণ রাখিব লুকায়ে !
ডাকি দীননাথে,
স্মরি' তাঁরে গণি দিন—
কিন্তু ভাগ্যহীন করুণা না হয় তাঁর !

মারুতি। চল—এই বেশে নাহি দিব দেখা,
চিনিবে আমারে ;
ছদ্মবেশে দেখা দিব ছদ্ম রিপুসনে।

(উভয়ের প্রস্থান

অন্য দিক হইতে রাম ও লক্ষ্মণের প্রবেশ

লক্ষ্মণ। প্রভু, সুশীতল কাননের ছায়া—

ধরাতলে ক্ষণেক বিশ্রাম কর।

রাম। যদি কভু পাই জানকীরে
করিব বিশ্রাম,—
নহে রে লক্ষ্মণ
কাঁদিয়া কাঁদিয়া ধরাবক্ষে করিব ভ্রমণ,
জীবনের অবসানে লইব বিরাম!
তিলেকের তরে না হেরিলে মোরে
জানকী শুকায় তাপে—
ওরে, আজো সে কি বেঁচে আছে প্রাণে?

লক্ষ্মণ। গুরু তুমি, সুপণ্ডিত, শাস্ত্র-বিশারদ,
কি বুঝাব তোমা?
স্বকর্ণে শুনিলে দেব,
মৃত্যুকালে কহিল জটায়ু বীর,
যতদিন শাসিয়া রাবণে
নাহি কর জানকী উদ্ধার,
ততদিন মাতা রাখিবেন প্রাণ।
তবে কেন অধীর এমন?

রাম। ওরে! হেমহার ব্যবধানে বিরহে ব্যাকুল,
প্রিয়া মোর হ'তেন কাতর,
আজ বন্দিনী লঙ্কায়—
ব্যবধান সরিৎ সাগর গিরি, ভূধর কানন
এ বিরহ কেমনে সহিবে সীতা,
বাঁচিবে কেমনে!

লক্ষ্মণ। (স্বগত) আর পারি না দেখিতে;
বরিষার ধারা অবিরাম কমল-নয়নে,

তপ্তশ্বাসে মেদিনী শুকায়!
পাষাণে বেঁধেছি প্রাণ,—
কিন্তু বুঝি উঠে বারি প্রস্তর ভেদিয়া!
হায়! বিমাতা কৈকেয়ি,
তুচ্ছ সিংহাসন আশে কি বাদ সাধিলে!
পোড়ালে চন্দন-তরু অঙ্গারের লোভে!

বৃদ্ধ ব্রাহ্মণবেশে মারুতির প্রবেশ

মারুতি। কে তোমরা ভ্রম' এ কাননে?
কিবা নাম, বসতি কোথায়?
বয়সে নবীন—কিন্তু তপস্বীর বেশ,
কেন যৌবনে বিরাগী হেন?
যদি সত্য তপাচারী,
কেন শরাসন করে, পৃষ্ঠে শোভে তূণ?
বর্ণাশ্রম-বিরোধী এ রীতি।
হেরি মুখ, মনে হয় জন্ম উচ্চকূলে,
তবে কেন এই অনাচার?

লক্ষ্মণ। মহাশয়, পরিচয় কিবা দিব, কি দিব উত্তর?
সত্য, তপাচারী নহি মোরা,
নহি ঋষি বা সন্ন্যাসী।
রঘুকুলে আছিলেন রাজা দশরথ
সত্যাশ্রয়ী মহাভাগ,
গরিষ্ঠ নৃপতি মাঝে অযোধ্যা-ঈশ্বর—
মোরা পুত্র তাঁর,
ইনি জ্যেষ্ঠ রাম—আমি ভৃত্য অনুজ লক্ষ্মণ।

পিতৃসত্য পালনের তরে
আসি বনবাসে—

মারুতি। কি কহিলে ?
নাম রাম ?
ঋষিমুখে শুনি' যেই নাম
অঙ্কিত রেখে হৃদে,
মূর্ত্তি যাঁর দেখিনি নয়নে—সেই রাম !
থাকিতে হৃদয় মোর বসি' ধরাসনে ?
রাম ! রাম ! তুমি যে দেবতা মোর !
প্রভু কৃপা ক'রে এসেছ যখন,
কর দয়া, বক্ষে রাখ চরণ যুগল,
আমারে কৃতার্থ কর।
নাহি দ্বিধা,
আমি পবন-নন্দন হনূ কিঙ্কর তোমার !

রাম। মহাবীর তুমি,
শুনেছি তোমার কথা কবন্ধের মুখে ;
পঞ্চ কপি কর বাস এই ঋষ্যমুখে।

মারুতি। তিষ্ঠ দেব, তিষ্ঠ ক্ষণকাল ;
আর বলিতে হবে না কিছু,
আমি জানি সব।
লঙ্কার রাবণ
জননীরে মোর করেছে হরণ ;
মাতার রোদন
বসি ঋষ্যমুখে করেছি শ্রবণ।
হাহাকার ধ্বনি ব্যোমচারী রথে—

স্তব্ধ বিশ্বচরাচর,
ভয়ে কেহ কহে নাই কথা !
তিষ্ঠ দেব, ল'য়ে আসি মাতৃ-নিদর্শন
অঙ্গের ভূষণ তাঁর,
নিক্ষেপ করিয়া দেবী কহিলা কাতরে
অর্পিতে তোমায় যদি কভু হয় দেখা,
তিষ্ঠ—আমি লয়ে আসি ত্বরা। (প্রস্থান

রাম। রে লক্ষ্মণ !
ধরামাঝে বীরশ্রেষ্ঠ পবন-নন্দন
শুনিয়াছি বহু ঋষিমুখে ;
অসহায় বনমাঝে প্রথম বান্ধব হনূ মিলিল আমার !

মারুতি ও সুগ্রীবের পুনঃ প্রবেশ

মারুতি। এই সেই অলঙ্কার দেব !

রাম। লক্ষ্মণ, লক্ষ্মণ ! হ'য়ে গেছে বিসর্জ্জন !
অতল সলিল তলে ডুবেছে প্রতিমা—
পড়ে আছে প্রাণহীন কৃত্রিম ভূষণ !
দেখ, পার কি চিনিতে ভাই ?

লক্ষ্মণ। জানি না কেয়ূর কিম্বা জানি না কুণ্ডল।
রঘুনাথ,
প্রতিদিন করিতাম মাতারে প্রণাম,
দু'খানি নূপুর শুধু জানি গুণধাম !

রাম। এখনো অঙ্গের বাস ভূষণের গায়।
অনলে পুড়েছে ফুল,
গন্ধ তার সমীরণ এখনো বিলায় !

সুগ্রীব। নহি পরিচিত ;
কপিকুলে জন্ম মোর, সুগ্রীব আমার নাম।
হনূমুখে করেছি শ্রবণ
দুঃখের কাহিনী তব।
নারী তব হরেছে রাবণ।
স্বচক্ষে দেখেছি মোরা, শূন্যপথে রাবণের ক্রোড়ে
সভীতা উরগীসম বিচঞ্চল সীতা।
স্বকর্ণে শুনেছি—
"হায় রাম! হা লক্ষ্মণ!"
শোকাহত ধ্বনি অবিরাম!
ত্যজ খেদ, শুন আমার কাহিনী।
পত্নীহারা আমি,
তব সম অপহৃতা পত্নী মোর,
তব সম নিরন্তর পুড়িছে অন্তর ;
কি কব ভাগ্যের কথা—
বিনা দোষে রাজ্যহারা গৃহহারা আমি ;
বিনা দোষে জ্যেষ্ঠভ্রাতা বালী
পদাঘাতে করি দূর, হরিল আমার নারী।
বালী ভয়ে ভীত
করি বাস গোপনে অরণ্যে।
সম ব্যথী মোরা, তাই যাচি বন্ধুত্ব তোমার ;
যদি সখা বলি শ্রীচরণে দেহ স্থান,
যদি সাহায্যে তোমার
ফিরে পাই অপহৃত সিংহাসন মোর,
করি পণ তোমার গোচরে

সীতার উদ্ধারে আমি যথাসাধ্য সাহায্য করিব।

রাম। পরম সৌভাগ্য গণি,
তাই বনে মিলিল সুহৃদ!
যদি বুঝি সত্য অত্যাচারী বালী,
যদি বুঝি রাজধর্ম্ম ভ্রাতৃধর্ম্ম করি পরিহার
সে দুর্জ্জন কন্যাসম ভ্রাতৃবধূ করেছে হরণ,
যদি বুঝি ধর্ম্মভ্রষ্ট স্বেচ্ছাচারী সেই—
নিশ্চয় তোমার পক্ষ করিব গ্রহণ।
সূর্য্যবংশ পৃথিবীপালক,
শাস্তিদাতা দুস্কৃতের,
সেই বংশে এবে রাজা ভরত ধীমান্,
প্রজা আমি—কর্ম্মচারী তাঁর—
তাঁর নাম করিয়া গ্রহণ,
হে সুগ্রীব পুনঃ কহি,
নিশ্চয় করিব আমি বালীর শাসন।
সখা বলি বন্ধু বলি তোমারে হে করিনু গ্রহণ।

চতুর্থ দৃশ্য

উদ্যান

সখিগণের গীত

পিও সুধা বঁধু অধরে।
পিও পিও প্রিয় প্রাণ ভ'রে
সুধা সঞ্চিত যত তোমারি তরে
আছে লুকানো গোপনে মরমে মরমে,
ফোটে—ফোটে—ফোটেনা—কলি কুঞ্চিত সরমে,
তুমি বঞ্চিত থেকনা
ওগো পিও পিও সুধা—হৃদয়ে ধ'রে ;
সে যে তোমারি তরে—শুধু তোমারি তরে
থরে থরে থরে সুধা কলস ভ'রে
রেখেছে আদরে কত যতন ক'রে ॥

রাবণের প্রবেশ

রাবণ। বিষবৎ সঙ্গীতের ধ্বনি—দুর্গন্ধ কুসুমে—
মণিহারা ফণী সম দংশে হৃদি মাঝে—
কোথা সীতা, লয়ে এস তারে !
বৃথা নাম দুর্জ্জয় রাবণ— (সখিগণের প্রস্থান
বৃথা যম দ্বারী পুরন্দর কাঁপে ত্রাসে,
সীতা বিনা বিফল সকলি ;
আর সহিতে না পারি !
সম্মুখে শীতল বারি—
শুষ্ক কণ্ঠ পিপাসায় মোর !

রোরুদ্যমানা সীতাকে লইয়া একজন সখীর প্রবেশ ও প্রস্থান

কহ কতদিন আর পুড়িব অনলে,—
কতদিন অপেক্ষায় রব,
কতদিন সহিব যন্ত্রণা ?
শুনি নারী কোমল-হৃদয়,
পরিচয় এই কি তাহার ?
নাহি নিদ্রা, নাহি শান্তি—
দিবস শর্ব্বরী সীতা ধ্যান সীতা জ্ঞান মোর
লো পাষাণী,
বুঝেও কি বোঝনাক অন্তর আমার ?

সীতা। কত পাপ করেছি জীবনে,
তাই পরগৃহে আজি
শুনি কুৎসিত বচন এই জীবিত রয়েছি আমি !
কোথা ধর্ম্ম !
শুনি চরাচরে কর তুমি মৃত্যুর বিধান,
যদি ডর রাক্ষস রাবণে
আমি তো দুর্ব্বলা নারী
কি ভয় আমারে ?
দয়া ক'রে লহ দেব দুখিনী সীতারে।

রাবণ। কেন কাঁদ বিধুমুখি,
কেন ঢাল' অশ্রুধারা ?
স্বচক্ষে দেখেছ তুমি সম্পদ আমার,
দেখিয়াছ দেবতা নিকরে
দাস সম সেবে মোরে,
দাসী দেবনারী,
এ ঐশ্বর্য্য সকলি তোমারে দিব,

অধীশ্বরী হবে তুমি মোর,
দেবকন্যা সেবিবে তোমারে !
ভুল' পূর্ব্বকথা, ভুল বনচারী রামে,
রহ পুরে পরম আনন্দে,
সুবেশে সাজাও কায়,
বৃথা ক্ষয় করোনা যৌবন।

সীতা। রে দুর্জ্জন, দিন দিন কত সব তোর অত্যাচার !
কি ছার সম্পদ তোর, কি ছার প্রতাপ—
ভুবন-বিখ্যাত-কীর্ত্তি রাজা দশরথ,
ধর্ম্মের অটল সেতু ধরাধামে যিনি,
পুত্রবধূ আমি তাঁর, রাম মোর স্বামী—
আজানুলম্বিত বাহু, বিশাল নয়ন,
নবীন নীরদ কায়,
দৃষ্টিমাত্র ত্রিলোক যাঁহারে পূজে !
তাঁর পদ করিয়াছি সেবা ;
তাঁর সনে তুলনায়
অনন্ত জলধিপাশে তুইরে গোষ্পদ,
কাক—গরুড়ের পাশে,
যজ্ঞ-অগ্নি রাম, তুই মলিন অঙ্গার।
বীর অবতার, রক্ষবংশ ধ্বংসকারী রাম,—
কাপুরুষ—তুইরে তস্কর।
শূন্য গৃহে হরিলি আমারে পাপী,
শতধিক শতধিক্ তোরে !

রাবণ। যত পার বল কটু,
ক্ষতি নাহি গণি তায় ;

স্বভাষিণী, যাহা কহ তুমি অমৃত আমার কাছে।
বৃথা কর রামের গৌরব ;
তুচ্ছ ক্ষুদ্র নর রাম,
রাজ্য হারা ফেরে বনে বনে,
এ জীবনে আর তারে পাবে না দেখিতে।
সাগর মেখলা-ঘেরা স্বর্ণলঙ্কাপুরী,
উচ্চশির ভূধর বেষ্টিত, সুরক্ষী রক্ষিত সদা,
রামে কভু না হবে সম্ভব
প্রবেশিতে হেথা—
সুদীন দুর্ব্বল রাম সহায় বিহীন !
কৃপানেত্রে চাহ মোর পানে,
জ্ঞান হারা হেরিয়ে তোমারে ;
কামশরে অন্তর পীড়িত,
লজ্জা কিবা—চিন্তা কিবা ?
বিধিদত্ত অতুল বৈভব সৌন্দর্য্য তোমার,
লো রূপসি,
কৃপণের প্রায় কেন তার না কর ব্যাভার ?
দীন আমি কৃপা-প্রার্থী তব,
কাতর ভিক্ষুক, ভিক্ষা দানে বঞ্চিত করোনা মোরে !

সীতা। ওরে দুষ্ট ! ওরে ভীরু !
নিতান্ত মরণ সাধ হয়েছে রে তোর,
তাই নাহি শুন হিত বাণী।
রে দুর্ম্মতি, জানিস নিশ্চয়—
হর কোপানলে অনঙ্গের প্রায়
শ্রীরামের রোষে হবি ভস্মীভূত,

বংশে তোর না রহিবে কেহ !
গঙ্গার তরঙ্গ বেগে দুকূল যেমন,
শ্রীরামের শরে তেমতি অধম
পাপ লঙ্কা তোর হবে ছারখার,
চিহ্ন তার না রহিবে ভবে !
সতী আমি,
পতি পার্শ্ব হ'তে ছিনায়ে আনিলি মোরে—
আমি তোরে দিই অভিশাপ—
হবে দূর বলদর্প তোর !
অপমান করিলি আমার,
আমি তোরে দিই অভিশাপ—
রণস্থলে মুণ্ড তোর ভক্ষিবে শৃগাল !
বিনা দোষে কাঁদালি আমায়,
আরে কদাচারী, আমি তোরে দিই অভিশাপ—
রাঘবের শরানলে—
যেই চিতা জ্বলিবে লঙ্কায়,
অনন্ত অনন্ত কাল তাহে দগ্ধ হবি তুই—
কভু না পাবি নিস্তার !

রাবণ। বার বার এক কথা,
বার বার প্রত্যাখ্যান কর মোরে ?
সোহাগে রেখেছি তোমা পরম আদরে,
তাই ভাবিয়াছ মনে যাবে দিন এই ভাবে ?
ভাল, দেখিয়াছ কোমল রাবণে,
রুদ্রমূর্ত্তি দেখনি তাহার !
অনুনয়ে হয় নাই যাহা

হবে তাহা কঠোর শাসনে।
কে আছ হেথায় ?

একজন সহচরীর প্রবেশ

কহ চেড়ীগণে
বন্য করিণীরে এই
শৃঙ্খলে আবদ্ধ করি রাখ এ উদ্যানে ;
বেত্রাঘাতে করে জরজর,
পিপাসায় বারি নাহি দেয়, ক্ষুধায় আহার,—
যতদিন নাহি ভজে মোরে !
[সীতার প্রতি]
দেখি রাম প্রীতি তোর রহে কতদিন ?

রাবণ ও সখীর প্রস্থান

সীতা। সহি রামের বিরহ আমি,
কত জ্বালা বেত্রাঘাতে—অনশনে দুঃখ কত !
শ্রীরামের বচন সুধায় বঞ্চিত যখন,
তুচ্ছ বারি কি করিবে পিপাসা বারণ !

চেড়ীগণের প্রবেশ

১মা—ভাল কথায় বুঝলে নাক এখন ভোগো তার ফল।
২য়া—চেড়ীর হাতের বেতের ঘায়ে চোখে ঝরবে জল॥
৩য়া—দোব নাকি নাকটা ভেঙে, দাঁত দু'পাটী তুলে।
৪র্থা—না হয় ন'খ্ দিয়ে নিই ড্যাবডেবে ঐ চক্ষু দুটী খুলে॥
১মা—ধ'রে চুলের মুঠি ফেল্ মাটিতে, দাঁড়াই বুকে দিয়ে পা।
২য়া—লজ্জাবতীর লাজ দেখে মরি জ্বলছে আমার গা॥
৩য়া—হাতে নোয়া মাথায় সিঁদুর, ঢং দেখে যাই ম'রে।
৪র্থা—মুখখানা দে রগড়ে ভুঁয়ে ঘাড়টা চেপে ধ'রে॥

সীতা। কোথা রাম—কোথা রাম রাজীবলোচন
মরিতে না হয় সাধ না দেখে চরণ !
ওগো পায়ে ধরি, মার যত ইচ্ছা হয়—
নিয়োনা কঙ্কণ এয়োতির লক্ষণ আমার
মুছনা সিন্দূর !

সরমার প্রবেশ

সরমা। একি দেখি ! একি সর্ব্বনাশ !
রক্ষপুরে বাঁচিবার নাহি সাধ কারো,
ভুজঙ্গ লইয়া খেলা ?
মরি মরি সোনার প্রতিমা
অনল উত্তাপে দহে !
ভাগ্যবতি ; এ দশা তোমার ?
সোনার বল্লরী ভুজে নাহি আভরণ ;
পর এই কঙ্কণ আমার,
চির-আয়ুষ্মতী তুমি সতী-শিরোমণি,
তোমারে প্রণাম করি' ধন্য হই আমি।
(চেড়ীগণের প্রতি)
দূর হ'রে পামরীর দল !
যদি শুধান রাবণ—বলিস তাঁহারে
আজি হতে—প্রহরিণী সরমা হেথা

(চেড়ীগণের প্রস্থান

সীতা। ওগো দয়াবতী, কে তুমি জানিনা।
তুমি কি গো মূর্ত্তিমতী তপস্যা ঋষির,
যাজ্ঞিকের দেবাহুতি,
বিধাতার পূত আশীর্ব্বাদ

স্বর্গ হ'তে আসিলে নামিয়া
নির্ম্মম এ রক্ষপুরে রক্ষিতে সীতায় ?

সরমা। কি কহিব,
লাজে বাধে পরিচয় দানিতে তোমায় ;
রক্ষ-কুলবধূ আমি,
ধর্ম্মশীল পতি মোর নাম বিভীষণ,—
লঙ্কার রাবণ সহোদর যাঁর।
দেবী, শুনিয়াছি স্বামী-মুখে,
রক্ষবংশ ধ্বংসের কারণ
প্রদীপ্ত অনল শিখা লঙ্কাপুরে তুমি !
মুছ অশ্রু, না ভাব বিষাদ ;
যতদিন আমি রব বেঁচে
দাসী হ'য়ে সেবিব তোমায়।

সীতা। সুধাবর্ষী বচন তোমার।
অয়ি সুধামুখি,
আজি হ'তে সখী তুমি অভাগী সীতার,
শত্রুগৃহে একমাত্র সান্ত্বনা আমার।

সরমা। দেবী, কিছুক্ষণ রহ একাকিনী,
হেরি' তোমা হয় মনে পিপাসার্ত্তা তুমি,
কাতরা ক্ষুধায় ;
ল'য়ে আসি বারি, ল'য়ে আসি ফলমূল কিছু ;
নাহি ভয়, আমি আসিব ত্বরায় (প্রস্থান

সীতা। কতদিন পাইনি সংবাদ।
আমি বন্দিনী লঙ্কায়,
নাহি জানি রঘুমণি আছেন কোথায় !

মৃগয়ায় ক্লান্ত হ'য়ে ফিরিলে কুটীরে,
কে সেবিবে তাঁরে আর,—আমি নাই কাছে ?
নাহি দাসী—কে সেবিবে চরণ তাঁহার ?
বনফুলে কে পূজিবে তাঁরে ?
না জানি কেমনে নাথ সহিছেন বিরহ আমার !

একান্তে বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের বেশে মারুতির প্রবেশ

মারুতি। (স্বগত) এই সীতা ? এই রূপ !
মরি মরি, এ যে জননী বিশ্বের !
জয় রাম—জয় সীতা !
(প্রকাশ্যে) মাতা, আমার প্রণাম লহ।

সীতা। একি বৃদ্ধ ? দ্বিজ তুমি,
কেন কর প্রণাম আমায় ?
কিম্বা বুঝি রক্ষ কেহ এসেছ ছলিতে মোরে ?

মারুতি। দেবী, সন্দেহ না কর মোরে ;
শুন—রাঘবের দাস আমি, পবন-নন্দন হনূ।
হের এই নিদর্শন মাতা,
রঘুমণি দানিলেন মোরে
তোমার প্রত্যয় হেতু। (সীতাকে নিদর্শন দান)

সীতা। (গ্রহণ করিয়া) হায় কোথা রাম—
কোথা আজি আমি ! (মূর্চ্ছিতা)

মারুতি। একি হ'ল সর্ব্বনাশ,
সংজ্ঞাহীনা মাতা !
হইলাম মাতৃঘাতী ! মা—মা—জননী আমার !
এখনো চেতনাহীন !
কি করি উপায় ?

রাম—রাম—রাম রঘুনাথ
কি বিপদে ফেলিলে আমারে ?
রাম—রাম—কমললোচন রাম !

সীতা। কই, কোথা রাম—
রাম নাম কে শুনালে মোরে ? কই গুণধাম ?
এতদিন পরে সীতারে কি পড়িয়াছে মনে ?
কোথা রাম ? কই—কই মোর রাম ?

মারুতি। মাতা, পাষাণ বিদরে হেরিলে তোমার দশা !
হও স্থির, নাহি কাঁদ—নাহি কর শোক !
শুন—রামের প্রেরিত আমি ;
গুপ্তচর তাঁর,—সন্তান তোমার।

সীতা। ওরে বৎস,
বল্-বল্ ত্বরা কুশল রামের ?

মারুতি। মাতা, কুশলে আছেন রাম।
কিন্তু দেবী, বিরহে তোমার
অতি ক্ষীণ দেহ, অতীব মলিন তিনি ;
বরিষার ধারা সম,
অবিরাম বহে বারি কমল নয়নে ;
সদা ধ্যান তাঁর সীতা, চিন্তা তাঁর সীতা,
স্বপ্ন জাগরণে নাহি সীতা বই কিছু।

সীতা। ওরে বিষামৃত মিশ্রিত বচন তোর ;
রঘুমণি আছেন কুশলে—
অমৃতের ধারা ধরে এই বাণী ;
বিরহে আমার ক্ষীণ দেহ তাঁর,
বিষসম দহিছে অন্তর।

বৎস! লক্ষ্মণ কেমন আছে?
বুদ্ধিহীনা, তাহারে বলেছি কটু,
তার ফলে এই দশা মোর!
কহ বৎস, তুমি আসিলে কেমনে?

মারুতি। তিনিও মা, আছেন কুশলে।
শুন মাতা, রামের কৃপায় আমি লঙ্ঘিয়া সাগর,
আসিয়াছি গুপ্তভাবে,
সুদূর এ লঙ্কাধামে।

সীতা। শুনিয়াছি, সুরক্ষিত পুরী,
পর্ব্বত প্রাচীরে ঘেরা,
সতর্ক প্রহরী সদা ফিরে চারিভিতে;
কেমনে বা প্রবেশিলে পুরে, কেমনে আইলে হেথা?

মারুতি। মাতা, রামের কৃপায় কামচর আমি;
কি অসাধ্য আছে গো আমার।
মায়াধারী—ইচ্ছামাত্র নানারূপে ফিরি;
ধরি কপির আকার, লঙ্ঘেছি সাগর;
মক্ষিকার দেহে প্রবেশ করেছি পুরে;
হ'য়ে বিহঙ্গম—ওই অশোকের তরুশাখে ব'সে,
দেখেছি রাবণে;
শুনিয়াছি হীনবাণী তার;
অতি কষ্টে কি বলিব মাতা,
অতি কষ্টে করিয়াছি ক্রোধের দমন;
তার পর চেড়ী হস্তে নির্য্যাতন তব,—
ওহো—পূর্ব্বে নাহি ছিল জ্ঞান,
হৃদয় আমার কঠিন এমন!

স্বর্ণ অঙ্গে বেত্রাঘাত তব ? কি বলিব,
শুধু রামের আদেশ,
মাতা, ভৃত্য আমি, কি করিব,—
নহে এতক্ষণ, এ লঙ্কার চিহ্ন না থাকিত !
ছিনু স্থির রামের আদেশ স্মরি ;
বলেছিলা প্রভু যতক্ষণ তোমাসনে নাহি হয় দেখা,
নিজ মূর্ত্তি যেন নাহি ধরি !

সীতা। হায়, কত কষ্ট সহিয়াছ মোর তরে,
কি আর বলিব বৎস, হও চিরজীবী তুমি।

মারুতি। হইয়াছে উদ্দেশ্য সফল ;
জননীর দেখেছি চরণ,
আশীর্ব্বাদ তাঁর করিয়াছি লাভ,
আর নাহি ডরি কারে।
শুন দেবী, সন্তান তোমার আমি,
প্রাণ নাহি চায়, এ দশায় রাখিয়ে তোমায়
চলে যেতে—হেথা হ'তে।
শুন মাতা, লজ্জা নাহি কর,—
বৈস পৃষ্ঠোপরি মোর,
জয় রামসীতা করি উচ্চারণ,
লঙ্ঘিয়া সাগর—লয়ে যাই তোমা
যথায় আছেন রাম।
তার পর ফিরে এসে
করিব মা যাহা আছে মনে।

সীতা। পুত্রের উচিত বাণী ব'লেছ ধীমান ;
শূন্য ঘরে একাকিনী হরণ করেছে মোরে,

কাপুরুষ সে রাবণ।
কিন্তু বৎস! আমি যে রামের দাসী,
বীর-পত্নী ক্ষত্রিয়া রমণী,
লুকায়ে পলাব হেথা হ'তে! কথনো না;—
কহিও শ্রীরামে,—
আমি করেছি প্রতিজ্ঞা,
যদি তিনি স-বংশে রাবণে বধি,
উদ্ধারিতে পারেন আমারে,
তবে বসি পদপ্রান্তে তাঁর পুনরায় সেবিব চরণ;
নহে—
বৎসরান্তে অনলে ত্যজিব হীন প্রাণ

মারুতি। বনে করি বাস,—
কপি আমি,—কতই বা বুদ্ধি ধরি—
সত্য বলিয়াছ মাতা,—
বীর পুত্র, আমিই বা তস্করের প্রায়
কেন লইব তোমায়—?
স্বর্ণলঙ্কা পোড়ায়ে অনলে,
সমুচিত শাস্তি দান করিয়া রাবণে—
তবে—তোমারে লইয়া যাব!
আসি মা জননী—
(প্রণামান্তে ফিরিয়া)
নিদর্শন যদি থাকে কিছু
দেহ মাতা, দিব প্রভুরে আমার।
নহে বানরের কথা, সন্ধান পেয়েছি তব
অবিশ্বাস যদি করেন শ্রীরাম!

সীতা। কিছু নাই—আছে মাত্র এই ভগ্ন চূড়ামণি
তাহাই তোমারে দিই।

(প্রস্থানোদ্যতা

মারুতি। যাইবার কালে ব'লে যাই এক কথা ;
যদি অঘটন কিছু আজ দেখ লঙ্কাপুরে,
বিস্মিতা না হও মাতা,
কিম্বা ভয় নাহি পাও,—
চিন্তা নাই—অনল না পশিবে হেথায়।

(উভয়ের প্রস্থান

পঞ্চম দৃশ্য

লঙ্কা—রাজসভা

রাবণ। স-সর্প আবাসে বাস হয়েছে আমার !
স্পর্দ্ধা এতদূর—লঙ্ঘি আজ্ঞা মোর
রক্ষকুলবধূ পশি' অশোক কাননে
চেড়ীগণে করে নিবারণ ;
করে অপমান মোরে !
আজি আমি করিব বিহিত ;
কোথা বিভীষণ ? লয়ে এস তারে ;

জনৈক রক্ষীর প্রস্থান

কুলাঙ্গার রক্ষকুলে, চিরশত্রু মোর,—
কৃপায় না বলি কিছু,
তাই বৃদ্ধি এতদূর

বিভীষণের প্রবেশ

বিভীষণ। স্মরণ ক'রেছ মোরে ?

রাবণ। জান তুমি, কি করেছে পত্নী তব ?

বিভীষণ। জানি।

রাবণ। জান ?

বিভীষণ। জানি ; করিয়াছে রমণীর অবশ্য কর্ত্তব্য যাহা,
করিয়াছে বংশোচিত ন্যায্য ব্যবহার,
করিয়াছে ত্রিলোক জয়ী রাবণের
কুলমহিলার শোভনীয় যেবা !

রাবণ। জীবিত জননী তাই নাহি বধি তোরে
দুর্ভাগ্য আমার
এক মাতৃগর্ভে লভেছি জনম !
অতি হীন—কাপুরুষ তুই—
নাহি বংশের মর্য্যাদা বোধ !
মহা স্ত্রৈণ, রমণীর দাস ;—
কি বলিব তোরে ?
যদি চাস কল্যাণ আপন মূঢ়,
বল্‌রে পত্নীরে তোর,
কেশে ধ'রে নির্য্যাতন করুক সীতায় ;
হরিয়া এনেছি তারে আমি,
বন্দিনী আমার,—রাজ আজ্ঞা—
ভিখারীর নারী—
রবে ভিখারিণী সম অশোক কাননে
চেড়ীগণে বেষ্টিত সতত।

কি সাহস তার—
অসঙ্কোচে রাজকার্য্যে দেয় বাধা ?
বিভীষণ। রাজকার্য্য ? রাজকার্য্য রমণী হরণ ?
রাজকার্য্য নারী নির্য্যাতন ?
রাজকার্য্য দুর্ব্বল পীড়ন ?
রাজকার্য্য মহিমা তোমার—
বুঝিতে অক্ষম আমি !
জ্যেষ্ঠ তুমি, পিতৃসম গণি তোমা—
তাই যোড়করে কহি হিতবাণী,—
নিরীহ সে রাম ধর্ম্মশীল,—সত্যপরায়ণ —
পিতৃসত্য পালনের হেতু
ধূলিমুষ্টি সম
পরিহার করি সিংহাসন,
হাস্য মুখে বনবাসে করিল গমন ;
অবতার —সাক্ষাৎ ঈশ্বর,
ভিন্ন দেশে বাস—
যোজন যোজনব্যাপী সাগরের পার
কহ তস্করের প্রায়, নারী হরি তার,
কোন্ রাজধর্ম্ম তুমি করেছ পালন ?
যদি মৃত্যু বাঞ্ছা নাহি থাকে,
যদি চাহ বংশের কল্যাণ
হে জ্যেষ্ঠ পদে ধরি কহি
ফিরে দেহ সীতা ;
আদেশ' আমারে বহু মানে লয়ে যাই তাঁরে
যাচি ক্ষমা রামের সকাশে,

করুণা-সাগর তিনি—
ক্ষমিবেন তোমা।

রাবণ। পদাঘাত উপযুক্ত শাস্তি তোর
আররে রে অজ্ঞান!
দেহ উপদেশ মোরে!
লঙ্কার রাবণে কহ,
ক্ষমা ভিক্ষা করিতে রামের কাছে,
কহ নারী ফিরে দিতে তার?
দূর হ রে রাক্ষস-অধম
আজি হ'তে লঙ্কাপুরে নাহি তোর স্থান!
তোর সনে সম্বন্ধ নাহিক কোন!

বিভী। আমিও চাহিনা কোন সম্বন্ধ রাখিতে!
জ্যেষ্ঠ তুমি—পদাঘাত তব, আশীর্ব্বাদ মোর!
শিরে লয়ে এই আশীর্ব্বাদ
এখনি এ লঙ্কা আমি করিলাম ত্যাগ।

জনৈক রক্ষের প্রবেশ

অনুচর। মহারাজ!
বাক্য নাহি সরে
কি কব অদ্ভুত কথা ;—
কোথা হতে আসিয়াছে বানর ভীষণ—
মায়াধারী কেহ, কভু ধরে ক্ষুদ্রকায়,
কভু হয় পর্ব্বতের প্রায়
লাঙ্গুলের ঘায় চূর্ণ করে গৃহচূড় ;
তৃণ সম তুলে শালতরু

ভাঙ্গে মড়মড়ি উদ্যান আবাস,
স্বর্ণ লঙ্কা করে ছারখার,
বাহিরে তাহারে নাহি পারে কেহ !
সভীত রক্ষের দল পলায় চৌদিকে,
মহামার গণ্ডগোল নগরের মাঝে !
বুঝি সৃষ্টি ধ্বংস হেতু
মহাকাল আসিয়াছে নগরের মাঝে !

রাবণ। মহাকাল আরাধ্য আমার ! শিবের রক্ষিত পুরী !
নহে মহাকাল,
কাল কারে ক'রেছে স্মরণ !
কোথা বিরুপাক্ষ হর্য্যক্ষ যূপাক্ষ—
আর আর সেনাপতিগণ,
কহ সবে, বাঁধিয়া বনের পশু লয়ে আসে হেথা !

অনুচর। যথা আজ্ঞা প্রভু ! (প্রস্থান

বিভীষণ। মহারাজ, করহ স্মরণ,—ব্রহ্মা দিলা বর
দেব নরে যক্ষ রক্ষ গন্ধর্ব্ব কিন্নরে
বধিতে নারিবে তোমা !
কিন্তু যদি
নর কপি সম্মিলন হয় কোন কালে
তার রণে নিশ্চয় মরণ তব।
চালিয়াছ নর রামে—
জেন এই কপি অনুচর তাঁর,—
এ সংযোগ নহে শুভ কভু

রাবণ। এখনো এখানে ?

বিভীষণ। কি করিব ?

প্রাণ কাঁদে স্মরি দুর্দ্দশা তোমার
প্রাণ কাঁদে,—এতদিনে হোল সর্ব্বনাশ
কুলক্ষয়—কুলক্ষয়—পাপাচারে তব (প্রস্থান

রাবণ। ভ্রাতা নহে মহা শত্রু মোর

অনুচরের পুনঃ প্রবেশ

অনুচর। পরাজিত সেনাপতিগণ—
ধরিতে না পারে বানরেরে ;
অঙ্গে তার নাহি বিন্ধে শর।

রাবণ। কোথা পুত্র ইন্দ্রজিৎ
কহ তারে বাঁধিয়া আনিতে হনূ।

অনুচর। যথা আজ্ঞা।

রাবণ। দেখ বিভীষণ যায় কতদূর ?
যেন লঙ্কাপুরে স্থান কেহ নাহি দেয় তারে।
কুলাঙ্গার সেই ;
আর কহ চেড়ীগণে সীতারে বাঁধিয়া রাখে—
(সভাসদের প্রস্থান

হনূমানকে বন্ধন করিয়া ইন্দ্রজিতের প্রবেশ

ইন্দ্রজিৎ। পিতা আশ্চর্য্য মায়াবী এই।
ক্ষণে কপি ক্ষণে হয় নর,
কভু ক্ষুদ্র, কভু অতিকায়,
যুদ্ধরীতি জানে বিলক্ষণ,
অঙ্গে নাহি বিঁধে শর,
ব্রহ্ম অস্ত্র এড়ি বন্দী করিয়াছি এরে।

রাবণ। শুনি মায়াধারী তুই,

আজি তোর টুটিবে মায়ার পাশ !
কোথায় বসতি তোর, পরিচয় কিবা ?
কি সাহসে লঙ্কাপুরে করিলি প্রবেশ ?

মারুতি। কি সাহস আর !
দেখিলাম সুন্দর আরাম,
নানাবিধ মিষ্ট ফল তাহে,
তাই, পাড়িতে সে সব
ভাঙিয়াছি শাখা দুই চারি ;
ক্ষয়মূল বৃক্ষ পড়েছে উপাড়ি !

রাবণ। নহে বিদ্রূপের স্থান,—
লঙ্কার প্রাসাদ এই রাজসভা রাবণের
আমি দশানন—
পুত্র মোর ইন্দ্রজিৎ, বন্দি তুই যার !

মারুতি। হবে ; অস্বীকার নাহি করি কিছু।
তুমি দশানন ?
চমৎকার চুরি বিদ্যা শিখিয়াছ তুমি !
আমি জোর করে পেড়ে খাই ফল
তুমি কর চুরি।
দণ্ডক অরণ্যে হরিলে রামের সীতা !
পুত্র তব দেখিতে সুন্দর বটে,
বোধ হয় পিতৃগুণ লভিয়াছে কিছু।
আর প্রাসাদ তোমার দেখি অতি চমৎকার !
গড়িয়াছে কোন্ শিল্পী ?
বোধ হয় অগ্নি দগ্ধিতে না পারে
রাজসভা এই—এই সব উচ্চ অট্টালিকা !

ইন্দ্র। পিতা, স্পর্দ্ধা এতদূর!
হীন কপি—বৃক্ষশাখে বাস
করে অবহেলা আপনারে!
কি বলিব অস্ত্র নাহি বিঁধে গায়;
কহ—কি শাস্তি অধমে দানি?

রাবণ। বুঝিয়াছি—
অনুচর কেহ নিশ্চয় রামের,
জানে সীতা হরণের কথা!
আসিয়াছে লইতে সন্ধান! ভাল,
অস্ত্র নাহি বিঁধে গায়!
পুত্র, অনলে পোড়ায়ে মার বনের বানরে!
যাও, তৈলসিক্ত কর দেহ পাপিষ্ঠের!
নিশ্চয় দুর্জ্জন,
আইল হেথায় লঙ্ঘিয়া সাগর,
দেখো—দগ্ধমুখ লয়ে যেন পুনঃ ফিরিয়া না যায়!
করিয়া সৎকার, দেহ সংবাদ আমারে।

(ইন্দ্রজিৎ ও মারুতির প্রস্থান

দেখি এই সূত্রপাত!
নিশ্চয় রামের চর নাহিক সন্দেহ,
সুচতুর অতি, কিন্তু তথাপি বানর,—
আসিয়াছে গুপ্তচর হ'য়ে;
কথায় কথায় পাড়িল নির্ব্বোধ
সীতা-হরণের কথা
যার যথা ব্যথা কথা অনুরূপ তার;

অতি কূট যেই,
সেই পারে মনোভাব করিতে গোপন।

ইন্দ্রজিতের পুনঃ প্রবেশ

ইন্দ্র। পিতা—অদ্ভুত বানর, অমর নিশ্চয় কেহ
ধরি ছদ্মবেশ এসেছে লঙ্কায় ;
বস্ত্রাবৃত দেহ তার, তৈলে সিক্ত করি
অগ্নিদান করিনু তৈলসহ কি আশ্চর্য্য !
বিন্দুমাত্র নহে কাতর তাহাতে ;
লক্ লক্ বহ্নি শিখা উঠিল আকাশ পথে
ছিল ক্ষুদ্রকায়, নিমেষে ধরিল দেহ পর্ব্বতের প্রায় ;
গৃহ হতে গৃহ চূড়ে ছুটিল বানর
মনে হল, দাব দগ্ধ ভীষণ কানন
কিম্বা বাড়ব অনল করে খেলা লঙ্কা-সৌধ শিরে !
আকুল রাক্ষস-কুল
প্রাণভয়ে ছুটিছে চৌদিকে ;
ত্রাহি ত্রাহি রব চারিভিতে
পিতা, আদেশ করুণে ত্বরা
নিভাইতে অনল ভীষণ !
নহে স্বর্ণলঙ্কা তব ভস্মস্তূপে হবে পরিণত।

রাবণ। চল দেখি,
দেখি কি বিভ্রাট ঘটায় বানর।

(সকলের প্রস্থান

(দেখিতে দেখিতে রাজসভা পুড়িয়া গেল)

পঞ্চম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

লঙ্কা—সমুদ্রতীর

রাজলক্ষ্মীর গীত

কব কায়, বুক ফেটে যায়, অশোক বনে রামের সীতা।
বিলাপে পাষাণ কাঁপে, মরম-তাপে জ্বলছে চিতা॥
চোখের জলে যুগ বয়েছে,
নারীর প্রাণে সব সয়েছে,
আঁতে আঁতে আঁকা রয়েছে ;
সাথে ফিরি অবিরত
সহে যত সহি তত
ব্যথার পাথার উথলে উঠে সব আর কত।
কবে হায় নিদয় বিধি সদয় হবে জানিনি তা॥

ব্রহ্মার প্রবেশ

লক্ষ্মী। পিতা, এতদিন পরে
দাসীরে কি পড়িয়াছে মনে ?
যুগকল্পে স্বজিয়াছ মোরে
মানস হইতে তব—
ব্রহ্মাহৃদি-সরোবরে কনক কমল
রাজলক্ষ্মী নাম মোর দিয়াছ আদরে,
আদরিণী কন্যা তব অতি সোহাগের।
অমরায় লভিনু জনম,
প্রতিষ্ঠিত করিলে আমারে ধরাধামে—

রবিসম তেজা রঘুকুলে রাজর্ষি স্থাপিত গৃহে।
সেই সত্যযুগ হ'তে আনন্দে কাটাই কাল ;
অমরার রাজলক্ষ্মী
ঈর্ষানেত্রে চাহিত আমার পানে !
ছিনু তিনপুরে অতি ভাগ্যবতী
ধর্ম্মের সংসারে আমি।
বিষধরী কেকয়-তনয়া সহসা গো জ্বালিল অনল—
উৎসবের দিনে
বিষাদের হাহাকারে ভরিল ভুবন !
বনবাসী জ্যেষ্ঠ পুত্র রাম, পিতৃ-সত্য পালনের তরে
সঙ্গে সীতা বন-সহচরী,
ছায়াসম সোসর দোসর ধানুকী লক্ষ্মণ !
পাপপুরী মাঝে টলিল আসন মোর ;
ধর্ম্ম অনুগামী দাসী—
সাথে সাথে গেনু বনবাসে।
সেই হ'তে চতুর্দ্দশ বর্ষ ধরি'
ফিরি কাননে কান্তারে ;
কভু দণ্ডক অরণ্যে, অশোক কাননে কভু !
নয়নের নীর শুষ্ক নহে মুহূর্ত্তের তরে,
কহ, আর কত কাল ভ্রমিব এ ভাবে ভবে ?

ব্রহ্মা। মাতা, জানি সব কত যে সহেছ তুমি।
আমি ধাতা যাঁর কৃপাবলে,
তাঁহারি আদেশে বিধিলিপি করেছি রচনা !
কিন্তু পূর্ণ কাল—
অত্যাচার উঠেছে চরমে,

এসেছে মুক্তির দিন—
কালি রণে পড়িবে রাবণ।
তুমি মাগো রাজলক্ষ্মী অযোধ্যার,
সাথে লয়ে শ্রীরাম লক্ষ্মণ সীতা
পুনঃ প্রবেশিবে পুরে ;
আনন্দের কোলাহলে
বিগত শোকের কথা ভুলিবে জগৎ,
রক্ষধ্বংসে রামলীলা হবে সম্পূরণ।

লক্ষ্মী। প্রণমি তোমারে তাত,
অপরাধ ক্ষমা কোরো মোর।
নারী আমি অতি-কুতূহলী,
তাই পুনঃ জিজ্ঞাসি তোমায় ;
শুনিয়াছি মৃত্যুজয়ী দুষ্ট দশানন
করি' তপ সহস্র বৎসর
তুষ্ট করি তোমা লভেছে অক্ষয় বর—
মানব দানব কিম্বা যক্ষ রক্ষ কিন্নর পন্নগ
কারো হস্তে না মরিবে সেই।
তবে মৃত্যু তার কালি রণে কেমনে সম্ভব হবে ?

ব্রহ্মা। রহস্তের মাঝে মাতা আছে তোলা মৃত্যুবাণ তার ;
নরকপি সম্মিলনে মরিবে পামর—

লক্ষ্মী। কিন্তু পিতা
এখনো যে ইন্দ্রজয়ী মেঘনাদ
রয়েছে জীবিত ?

ব্রহ্মা। নাহি চিন্তা, আজ তারো আয়ু শেষ।
নিকুম্ভিলা যজ্ঞাগারে

অভিচার যাগ করে সে দুর্জ্জন ;
গৃহভেদী বিভীষণ দেখাইবে পথ,
পূর্ণ না হইতে যজ্ঞ
লক্ষ্মণের শরে পাপী ত্যজিবে জীবন—
এই লিপি মোর।
আর এক অতি গুহ্য কথা
কহি মাতা, রাখিও স্মরণ—
সতী নারী নির্য্যাতন করে যেই জন,
কামচক্ষে নেহারে সতীরে—
হ'ক যতই প্রবল,—
যদি শত ব্রহ্মা অমরত্ব বর দেয় তারে,
ব্রহ্মবাক্য হয় গো নিষ্ফল।
মুছ' আঁখি নীর ;
যাও মাতা,
অলক্ষ্যে প্রবেশ কর অশোক কাননে ;
দেখ, নিজ হস্তে দুর্জ্জন রাবণ
কেমনে মৃত্যুর ফাঁস কণ্ঠে লয় তুলি'।

(রাজলক্ষ্মীর প্রস্থান

ইন্দ্র ও অগস্ত্যের প্রবেশ

ইন্দ্র। পিতামহ, আদেশে তোমার
মায়ারথ এনেছি ধরায়।
সারথী মাতলি
দিব্য অস্ত্রে সুসজ্জিত করেছে বিমান,
ধূর্জ্জটী দেছেন শূল,
মহাখড়্গ চণ্ডিকা জননী,

তূণে বজ্র, ইন্দ্রধনু কবচ উজ্জ্বল,
তপন-সঙ্কাশ শর, মুষল মুদ্গার,
ব্রহ্ম অস্ত্র, অগ্নি অস্ত্র, বরুণের পাশ,
যমদণ্ড—সৃষ্টি ধ্বংসকারী
যোগ্যস্থানে হয়েছে স্থাপিত।

অগস্ত্য। আমিও এনেছি বৎস
অক্ষয় কবচ লেখা আদিত্য-হৃদয়-স্তোত্র—
যে কবচে সর্ব্ববিঘ্ন হরে,
সর্ব্বতাপ দূরে যায়,
অভ্যুদয় হয় শত্রুমাঝে,
জয়লক্ষ্মী করেন বরণ

ব্রহ্মা। চল ত্বরা, রঘুনাথে দিই দরশন,
হবে মহারণ কালি।
আকাশের অনুরূপ যেমন সাগর,
সাগরের অনুরূপ যেমন আকাশ,
রণস্থলে—
রাবণের অনুরূপ তেমনি রাঘব,
রাঘবের অনুরূপ তেমনি রাবণ।

(সকলের প্রস্থান

দ্বিতীয় দৃশ্য

অশোক-কানন

কাল—প্রত্যূষ

সীতা

সীতা

সারানিশি দেখেছি দুর্য্যোগ,
উল্কাপাত ঘন ঘন,
বজ্র জিনি' বাণের গর্জ্জন,
রণকোলাহল ঘোর,—
নিশাযুদ্ধ হয়েছে নিশ্চয়।
হায় অভাগিনী আমি,
মোর তরে কত ক্লেশ সহেন শ্রীরাম।
জননী অম্বিকে! দুরন্ত সমর-সিন্ধু—
ক্ষুদ্র আশা-তরী মোর কতদিনে পাবে কূল,
রাতুল রাঘবপদে প্রণমিবে দাসী?

সরমার প্রবেশ

সরমা।

শুন দেবি, আনন্দ-বিষাদপূর্ণ সংবাদ আমার
কালি নিশাকালে
মহাশূর লক্ষ্মণের করে ইন্দ্রজিৎ পড়েছে সমরে
লঙ্কাপুরে ঘরে ঘরে
উঠিয়াছে হাহাকার তাই!
কিন্তু পরে দেখিয়াছি যাহা,
স্মরিলে গো এখনো হৃদয় কাঁপে ডরে!

সীতা। কেন? কি হয়েছে? কি দেখেছ তুমি?
কেন শুষ্কমুখ ছলছল আঁখি?
কহ, রঘুনাথ আছেন কুশলে?

সরমা। রঘুনাথ আছেন কুশলে,
কুশলে লক্ষ্মণ ফিরেছেন শিবিরে তাঁহার;
কিন্তু দেবি, প্রমাদ পড়ে বা বুঝি তোমারে লইয়ে!
শুনি হত ইন্দ্রজিৎ,
পুত্র শোকে অধীর রাবণ
বিমূর্চ্ছিত পড়িল ভূতলে;—
মন্দোদরী রোদনের রোল
উঠিল গগন পথে,
পাত্র মিত্র সচিব সারথী,
স্তম্ভিত হইল সবে পুতলীর প্রায়!
পরে মূর্চ্ছা ভঙ্গে উঠি' দশানন
উচ্চৈস্বরে 'সীতা' বলি' চীৎকার করিল;
বজ্রসম সে কঠোর স্বরে কাঁপিল প্রাসাদ,
বিঘূর্ণিত রক্ত আঁখি বর্ষিল অনল!
কহিল পরুষ-কণ্ঠে, বধিবে তোমায়।
কহ দেবি, নারী আমি,
কেমনে রক্ষিব তোমা রাবণের রোষানল হতে?

সীতা। আর কে রক্ষিবে?
সখি, পালাও, পালাও,—
ওই আসে দশানন, আসে মোর যম!

সরমা। ওগো নারী হত্যা দেখিতে হইবে?

(একান্তে অবস্থান

নেপথ্যে (রাবণ।) কোথা দুষ্টা? কোথা কালভুজঙ্গিনী সেই?

রাবণের প্রবেশ

রাবণ। কি বিষে বিধাতা তোরে করেছে নির্ম্মাণ?
অঙ্গে তোর লাবণ্য উচ্ছ্বাস
শত যোজনের পথ হ'তে
আকর্ষণ করিল আমারে,—
বাসব-বিজয়ী আমি,
তস্করের প্রায় হরণ করিনু তোরে
দুর্জ্জয় বীরত্বে মোর দিয়া জলাঞ্জলি;
তুই ছড়ালি কি বিষ—
দিনে দিনে স্বর্ণলঙ্কা হ'ল ভস্মশেষ!
তোর তরে কোটি কোটি রাক্ষস মরিল,
কুলক্ষয় হইল আমার,
শতপুত্রে চিতানলে করিনু অর্পণ,
ইন্দ্রজিৎ মেঘনাদ ত্যজিল আমায়!
আজি নির্ব্বান্ধব পুরী মাঝে
যে দিকে ফিরাই দৃষ্টি,
দেখি পাপচিত্র তোর
আমারে উন্মাদ করে!
এ দৃশ্য দেখিতে নারি আর!
নিজ হস্তে বিষবৃক্ষ করেছি রোপণ,
নিজ হস্তে উন্মুলিত করিব তাহারে!
(কেশাকর্ষণ করিয়া)
আরে মৃত্যুরূপা, কর্ শমনে স্মরণ!

অগ্নি তুই বিশ্বধ্বংসকারী
বধি' তোরে করি দূর বিশ্বের জঞ্জাল !

মন্দোদরীর প্রবেশ

মন্দো। (রাবণের হস্ত ধারণ করিয়া)
একি ! সত্যই কি হয়েছ উন্মাদ ?
নারী বধে নাহি দ্বিধা, নাহি কুণ্ঠা, নাহি লজ্জা তব ?
বীর তুমি, ত্রিভুবনবিজয়ী,
ঘৃণিত আচার হেন সাজেনা তোমারে নাথ !
গর্ব্ব মোর—দশানন স্বামী, পুত্র ইন্দ্রজিৎ ;
বীরের বাঞ্ছিত শয্যা লভেছে কুমার,
নাহি খেদ তাহে ;
বীরমাতা বলি' খ্যাতি রহিবে ভুবনে ;
কিন্তু স্বামি, বীরজায়া আমি—
এ গর্ব্ব কোরোনা খর্ব্ব নারী হত্যা করি !

(রাবণের হস্ত হইতে তরবারি ফেলিয়া দিলেন ও সীতাকে বক্ষে লইলেন)

মন্দো। নাহি শঙ্কা, ত্যজ ভয় লো কল্যাণি,
যতক্ষণ মন্দোদরী জীবিত রহিবে
লঙ্কাধামে সাধ্য নাহি কারো বধিতে তোমারে !
(রাবণের প্রতি)
যাও স্বামি, ত্যজ স্থান ত্বরা—
ছি ছি চরাচরে হাসিবে সকলে,
সে বিদ্রূপ সহিতে নারিব।

রাবণ। ত্যজি অন্তঃপুর কি হেতু আসিলে হেথা ?
কেন দাও বাধা ?

হত শতপুত্র মোর, হত পুত্র ইন্দ্রজিৎ—
অন্যায় সমরে বধেছে সৌমিত্রী তারে,
আমি তার দিব প্রতিফল।
বধি' সাপিনীরে এই, বধিব ভিখারী রামে, বধিব লক্ষ্মণে,
রাবণের প্রজ্বলিত রোষ-হুতাশনে—
ছার বানর কটক—সুগ্রীব কি ছার—
তিনপুর দগ্ধ হবে আজি!
হেরি রুদ্রমূর্ত্তি মোর কাঁপিবে বাসব,
পদ্মাসন টলিবে ব্রহ্মার, নরলোক মূর্চ্ছিত হইবে,
রসাতলে ফণাবর উঠিবে শিহরি'।

মন্দো। কোনদিন শোন নাই কোন কথা,
কোনদিন কোন কার্য্যে তব
করি নাই প্রতিবাদ;
কিন্তু নাথ, আজি শতপুত্র মোর জ্বলে চিতানলে,
চিতানলে পুড়িছে অন্তর,
ত্রিসংসার শূন্য আজি নয়নে আমার,—
ইন্দ্রজিৎ ছেড়ে গেছে মোরে—!
যার মুখ চেয়ে
সহিয়াছি শত জ্বালা শত অত্যাচার।
তাই ত্যজি' লজ্জা, ত্যজি' ভয়, এসেছি হেথায়
পদে ধরি সাধিতে তোমায়—
নিজ হস্তে শ্মশান করেছ পুরী,
আর অধর্ম্মের দিওনা প্রশ্রয়,
মহাপাপ নারীবধে হও হে বিরত।

রাবণ। নারী বল কারে?

কে করেছে শ্মশান এ পুরী ?
কার হেতু সহি পুত্রশোক ?
কার তরে বাসববিজয়ী ইন্দ্রজিৎ
আজি ত্যজেছে আমায় ?
কহ আজি হেতু তার ? না না, কভু নহে,
সর্ব্ব অনর্থের হেতু কালভুজঙ্গিনী এই—
দংশিয়াছে মর্ম্মস্থলে,
জ্বালা তার এ জীবনে ভুলিতে নারিব।
শ্মশান করেছে লঙ্কা—শ্মশান হৃদয় !
কি লজ্জা সাপিনী বধে ?

মন্দো। কহ, সাপিনী এখন ? কে বলেছিল নাথ
দণ্ডক-অরণ্য হ'তে সাপিনীরে করিতে হরণ ?
বনচারী ভিখারী রাঘব
কি ক্ষতি তোমার করেছিল স্বামি,
বিনা দোষে এই শাস্তি দিয়াছ তাহারে ?
কোটী কোটী রক্ষপ্রজা তব,
তুমি রাজা, রক্ষক সবার,
কালযুদ্ধে কি হেতু নিয়োগ করেছিলে সবে ?
কহ সাপিনী এখন ?
যবে পদে ধ'রে সেধেছিনু আমি,
ফিরে দিতে দুখিনী সীতায়
কই—তখন তো সাপিনী বলি' করনিক জ্ঞান ?
আজি চিতাধূমে আচ্ছন্ন আকাশ,
বিধবার আর্ত্তনাদে পূর্ণ দশদিক্,
শত পুত্রের জননী—কিন্তু নাহি কেহ বংশে দিতে বাতি—

আজি কহ সাপিনী সীতায় ?
হ'ক্ সে সাপিনী,
তবু স্থান তার এই বক্ষমাঝে।
যদি চাহ বধিবারে, পূর্ব্বে তার বধ কর মোরে,
মরিয়া তোমার করে
পুত্রশোক করি নিবারণ।
জেন স্থির, যতক্ষণ রহিব জীবিত।
স্বামী তুমি—এ মহা-অধর্ম্ম নাথ,
দিব না করিতে কভু।

রাবণ। ধর্ম্মাধর্ম্ম মূল্যহীন আজি রাবণের কাছে।
অন্য ধর্ম্ম নাহি জানি কিছু,
একমাত্র জানি ধর্ম্ম
রণক্ষেত্রে অরাতি-নিধন।
ভাল, রাখিব তোমার কথা—
বধিব না সাপিনীরে এই।
বধি' রামে, বধিয়া লক্ষ্মণে,
বীর ধর্ম্ম করিয়া পালন !
যদি হয় লোকত্রয় রামের সহায়
যদি চণ্ডিকা চামুণ্ডা লয়ে আসে রণস্থলে,
ক্রোধান্ধ ধূর্জ্জটী শূল করে বারে মোরে—
তথাপি রক্ষিতে রামে নারিবে কখনো।
এস অসি, তুমি মোর একমাত্র ধর্ম্মের আশ্রয় ;
চল রণাঙ্গনে পুত্রশোক দিব বিসর্জ্জন।
আজি যুদ্ধে, অ-রাম বা অ-রাবণ হইবে ভুবন ! (প্রস্থান

মন্দো। দেবি, নাহি ভয়, চাহ চোখ মেলি'।

তৃতীয় দৃশ্য

রণস্থল

বিভীষণ, সুগ্রীব

বিভী। হে সুগ্রীব,
পুত্রশোকে উন্মাদের প্রায় আসে দশানন,—
ত্রিপুর সংগ্রামে যথা কালান্তক মহাকাল
ভীম শূল করে!
রক্ত আঁখি দ্বাদশ ভাস্কর, পদভরে কাঁপে পৃথ্বী,
হুঙ্কারে তাঁহার স্তব্ধ চরাচর নিখিল ভুবন—
ডরে রবি লুকায় গগনে!
আজি প্রমাদ পড়িবে দেখি লক্ষ্মণে লইয়া।
কোথা রঘুনাথ?
কোথা পবন-নন্দন হনূ?
কর ঠাট একত্রে মিলিত, সবে মিলে রক্ষ লক্ষ্মণেরে
আসে মহাবলী পুত্রবধ প্রতিবিধিৎসিতে—
আজি রণে নিস্তার না দেখি!

সুগ্রীব। দেখিয়াছি বহু রণ,
নিত্য রক্ষ-রণে দেখি মহামার,
দেখিয়াছি বালীর বিক্রম;
কিন্তু সত্য কহি—সত্য—দুর্দ্ধর্ষ রাবণ,
সত্য "তিনপুর-ত্রাস" যোগ্য আখ্যা তার—
কিন্তু তবু তারে নাহি ডরি;
পরম অধর্ম্মাচারী হয় যেইজন,

বীরত্ব বিক্রম তার রহে কতক্ষণ ?
নাহি চিন্তা, চল দেখি কোথায় লক্ষ্মণ—
সবে মিলি' রক্ষিব তাঁহারে আজি। (উভয়ের প্রস্থান

মারুতির প্রবেশ

মারুতি। কোথা কপিসৈন্যগণ,
বীরমদে কর আক্রমণ !
করিয়াছ বহু শ্রম সবে,
বধিয়া রাবণে আজি শ্রান্তি কর দূর,
কালযুদ্ধ হ'ক অবসান।
ওই রথ হতে নামিল রাবণ,
ওই উল্কাসম ছুটে রণভূমে,
শোণিতের ধূমে সমাচ্ছন্ন দিক্‌চয় !
নাহি ভয়—নাহি ভয়—
যথা রাম—তথা সুনিশ্চয় জয় ! (প্রস্থান

রাবণের প্রবেশ

রাবণ। একি পাপ, চারিদিকে হেরি বানরের দল !
কুবের আমার ভ্রাতা,
পুত্র বাসব-বিজয়ী, আমি ত্রিভুবনজয়ী,
আজি রণক্ষেত্রে কপি হ'ল প্রতিবাদী !
কোথায় ভিখারী রাম ?
ক্ষত্রকুলাধম কোথা পুত্রহা লক্ষ্মণ ?
কোথা লুকাইল ডরে ?
আজি রণে বধিব তস্করে
সে প্রতিজ্ঞা বিফল কি হবে ?

লক্ষ্মণের প্রবেশ

লক্ষ্মণ। নহে সৌমিত্রী তস্কর, তস্করের চূড়ামণি তুই !
চৌর্য্যবৃত্তি বীরত্ব রে তোর !
তাই বীরকুলে দিয়ে কালি
শূন্যঘরে জানকীরে করেছিলি চুরি !
বধিয়াছি পুত্রে তোর,
আজি বধিয়া জনকে তার,
দিব সমুচিত শাস্তি তস্করের !

রাবণ। এতক্ষণে রে লক্ষ্মণ পাইয়াছি তোরে !
কোথা রাম জ্যেষ্ঠ তোর ? কোথা বিভীষণ ?
কোথা কপিকুলপতি সুগ্রীব সহায় তোর !
ডাক্ ডাক্ পাপী যদি আর কেহ থাকে,
মিত্র বন্ধু সহায় সুহৃদ্ – ডাক্ সবে,
মৃত্যুকালে সান্ত্বনা দানিতে তোরে !

(উভয়ের যুদ্ধ করিতে করিতে প্রস্থান

বিভীষণের প্রবেশ

বিভী। হ'ল সর্ব্বনাশ !
একাকী লক্ষ্মণ যুঝে রাবণের সনে ;
অগণিত রাক্ষসীয় চমু বেড়িয়া রাবণে,
নারিলাম দানিতে সংবাদ তারে।
কোথায় মারুতি, কোথায় সুগ্রীব !
এস ত্বরা রক্ষা কর অসহায় লক্ষ্মণেরে রণে !

রাবণের প্রবেশ

রাবণ। গৃহভেদী জ্ঞাতিশত্রু তুই, রক্ষকুলাধম !
তস্করের প্রায় চোর লক্ষ্মণেরে পাপী

দেখাইলি নিজ গৃহপথ—
তাই নিকুম্ভিলা যজ্ঞাগারে হত মেঘনাদ !
মৃত পুত্র—প্রতিশোধ আশে
পিপাসার্ত্ত আত্মা তার ফিরে রণস্থলে ;
শোণিতে রে তোর, সে পিপাসা মিটাইব তার—
পরে বধিব লক্ষ্মণে। (শূল ত্যাগ করিলেন)

লক্ষ্মণের প্রবেশ

লক্ষ্মণ। এই দেখ্ ব্যর্থ তোর শূল !

রাবণ। বাখানি' সাহস তোর,
বীর বটে তুই, ব্যর্থ করেছিস শূল !
কিন্তু রে পামর,
রক্ষি' বিভীষণে নিজ মৃত্যু ফাঁস পরিলি গলায় !
যদি শক্তি থাকে কর্ ব্যর্থ শক্তিশেল এই !

[শক্তিশেল নিক্ষেপ]

লক্ষ্মণ। হা শ্রীরাম,
মৃত্যুকালে কোথা তুমি নাথ ! (মূর্চ্ছা)

রাবণ। রে বিশ্বাসঘাতক,
ক্ষমিলাম তোরে।
কোথা রাম, ডাক্ তারে, ভ্রাতৃদেহ করুক সৎকার।

(প্রস্থান

বিভী। উঠ, উঠগো লক্ষ্মণ !
রক্ষিতে আমারে রণে
নিজ প্রাণ দিলেগো আহুতি !
মহারত্ন বিনিময়ে বাঁচাইলে তুচ্ছ কাচখণ্ড এই !

কেমনে দেখাব মুখ রাঘবেরে আজি,
কেমনে সান্ত্বনা দিব তাঁরে !
নেপথ্যে [রাম ।] কই কই, কোথারে লক্ষ্মণ
কোথা ভাই মোর ?

রামের প্রবেশ

প্রাণাধিক !
এত ডাকি কেন নাহি দাও গো উত্তর ?
সত্য প্রাণহীন তুমি ধূলায় লুটাও !
মিত্র বিভীষণ,
চির ভাগ্যহীন আমি—
আজি লক্ষ্মণ ত্যজিল মোরে
উঠ বীর, কহ কথা, চিরদিন জ্যেষ্ঠ অনুগামী,
চিরদিন বাধ্য তুমি মোর,
আজি কেন ভ্রাতৃধর্ম্মে দিয়া জলাঞ্জলি
নির্ব্বাক্ রয়েছ ভাই ?
স্বেচ্ছায় যে বনবাসে হয়েছিলে সাথী,
স্বেচ্ছায় সেবার ভার লয়েছিলে তুমি ;
স্বেচ্ছায় বল্কলবাস তুমি পরেছিলে আগে ;
মাতৃস্নেহ, পত্নী-প্রেম, ঐশ্বর্য্য-বিলাস
বারিতে পারেনি তোমা ;—
তবে আজি কেনরে নিদয় ?
ওরে ভিখারীর ধন, ভিখারী রাঘব আমি !
ভ্রাতৃবধূ তোর
রাবণের অবরোধে বন্দিনী লঙ্কায়—

না উদ্ধারি' তারে, কেন শুয়েছ ধূলায় ?
বিভীষণ, চিতানল কর প্রজ্বলিত,
লক্ষ্মণ ত্যজেছে মোরে,
মহাযাত্রা পথে একা তারে যেতে নাহি দিব,
আমিও যাইব সাথে।

বিভী। ত্যজ শোক বীরমণি, কি বুঝাব তোমা ?
নিজপ্রাণ দিয়া বিসর্জ্জন
লক্ষ্মণেতো নাহি পাবে ফিরে !
যদি সম্ভব হইত তাহা,
এতক্ষণ আমারে কি দেখিতে জীবিত ?

সুগ্রীব, মারুতি ও সুষেণের প্রবেশ

সুষেণ। পড়েছে লক্ষ্মণ ; কই দেখি, দেখি ?
শেলবিদ্ধ হৃদি,—নহে মৃত, মূর্চ্ছিত লক্ষ্মণ।
চিন্তা ত্যজ রঘুনাথ, আছে মহৌষধি—দক্ষিণ পর্ব্বতে,
বিশল্যকরণী নাম—প্রয়োগে তাহার
প্রাণ পাবে মূর্চ্ছিত লক্ষ্মণ !

সুগ্রীব। আমি যাই দক্ষিণ শিখরে
লয়ে আসি মহৌষধি সেই।

মারুতি। নাহি প্রয়োজন ;
স্মরি রাম নাম, লয়ে রামপদধূলি,
শিরে ধরি দক্ষিণ শিখর মুহূর্ত্তে আসিব হেথা। (প্রস্থান

রাম। শুন কপিরাজ, শুন প্রতিজ্ঞা আমার।
রাবণের শেলাঘাতে পড়েছে লক্ষ্মণ,
আমি নিজহস্তে বধিব তাহারে।

এ জীবনে পাইয়াছি বহু ক্লেশ আমি—
রাজ্যনাশ বনবাস হয়েছে আমার,
দণ্ডক অরণ্য মাঝে
রক্ষ-সনে করিয়াছি রণ
সহিয়াছি জানকী-হরণ ক্লেশ,—
আজি ভুলিব সকল জ্বালা বধিয়া রাবণে!
রণক্ষেত্রে ফিরে দুষ্ট রুষ্ট-গ্রহ সম!
যদি তিনলোক রক্ষা করে তারে,
তথাপি মরিবে পাপী শরানলে মোর,
ভস্ম হবে স্বর্ণলঙ্কা তার,
রক্ষবংশ রসাতলে পাঠাইব আজি!

চতুর্থ দৃশ্য

রণস্থলের অপরাংশ

রাবণের প্রবেশ

রাবণ। কি আশ্চর্য্য মৃত পেলে প্রাণ!
পুন দেখি রণস্থলে পাপিষ্ঠ লক্ষ্মণে;
সত্য কি রে রাম যাদুকর!
স্পর্শে তার মৃত সঞ্জীবিত!
হোক যাদুকর, কিম্বা মায়াধর,
আজি রণস্থলে মায়াজাল টুটিব তাহার।

(বেগে প্রস্থান

রাম, লক্ষ্মণ, সুগ্রীব, মারুতি ও বিভীষণের প্রবেশ

রাম। ক্ষিপ্তগ্রহ প্রায় যুঝে দশানন!
রে লক্ষ্মণ, ক্লান্ত তুমি

আজি লভহ বিশ্রাম
দেখ একা আমি বিনাশি রাবণে।
হে সুগ্রীব, বহু শ্রম করিয়াছ আমা হেতু,
আমার কারণ বহু আত্মীয়-স্বজন তব
হাসি মুখে রণে দেছে প্রাণ ;
শর-ক্ষত বক্ষ তব
সখ্যতার ধরে নিদর্শন—
দেখ রক্ষ-রণে একা আমি কি করিতে পারি !
বীর বিভীষণ, তব ঋণ এ জীবনে শুধিতে নারিব ;
হে মারুতি, তোমারি কল্যাণে
শক্তিশেলে লক্ষ্মণ পেয়েছে প্রাণ,
অদ্ভূত বীরত্ব তব তিনলোক মাঝে ;
প্রাণাধিক তুমি,
বিস্মিত নয়নে হের,—
দেখ, একা আমি কি করিতে পারি !—
ওই সচল-পর্ব্বত-প্রায়
রথ হ'তে নামিল রাবণ ;
ওই শূল হস্তে পুনঃ প্রবেশিল রণে ;
ব্যাজ নাহি সহে,
মধ্যপথে আক্রমিব তারে।

(প্রস্থান

লক্ষ্মণ। হে সুগ্রীব; নাহি রহ স্থির,
যাও—কপিসৈন্য ফিরাও দক্ষিণে ;
বাম ভাগ রক্ষা কর বিভীষণ বীর ;
হে মারুতি, পুরোভাগে করহ গমন ;

কোথায় মাতালি,
লয়ে এস মায়ারথ ত্বরা ! (সকলের প্রস্থান

ব্রহ্মা ও অগস্ত্যের প্রবেশ

অগস্ত্য । শুন পিতামহ,
সংগ্রাম ভীষণ হেন ইতিপূর্ব্বে দেখিনি কখনো !
শরানলে ছুটে উল্কা ! নয়ন ধাঁধিয়া,
বাণের গর্জ্জনে
পৃথ্বী বুঝি ভিত্তি ভ্রষ্ট হয়,
মধ্যাহ্ন-তপন ওই শিহরে গগনে,
অচল পবন,
গতিহীন প্রাণীকুল সন্ত্রাসে !
দ্বৈরথ সমরে মত্ত শ্রীরাম রাবণ—
কপিসেনা দেয় হানা বামভাগে,
পশ্চাতে লক্ষ্মণ, শূল করে ধায় বিভীষণ,
পুরো ভাগে পবন-নন্দন যুঝে গিরিশৃঙ্গ ল'য়ে,
শাল বৃক্ষ সুগ্রীব নিক্ষেপ করে,
গদা চক্র পরিঘ মূষল
ঝাঁকে ঝাঁকে উড়িছে আকাশে
দিকচয় আচ্ছন্ন করিয়া ;
কহ কতক্ষণে অবসান হবে কাল-রণ ?
নহে অনিবার্য্য সৃষ্টি ধ্বংস দেব !

ব্রহ্মা । দেখেছিনু রণে
চণ্ডিকা অম্বিকা সনে অসুর মহিষে,
যুদ্ধোন্মত্ত ত্রিপুর দানবে
প্রতিবাদী ধূর্জ্জটির সনে,

বৃত্রবধে দেখেছি বাসবে—
আজি সেই দৃশ্য পড়ে মনে !
ছুটে ছিল শোণিত তরঙ্গ ভীম গগনের গায়,
মেদ অস্থি পর্ব্বত প্রমাণ,
মূর্চ্ছিতা ধরণী তিন দিন ছিল অচেতন !
নাহি ভয়, এ যুদ্ধের অবসান হবে দিবাসনে।

অগস্ত্য। ওই মাতলি-চালিত রথে যুঝেন শ্রীরাম,
ওই শ্বেত অশ্ব ধায় বিদ্যুতের গতি,
দক্ষিণে তাঁহার রাবণের রথ—
নৃমুণ্ড অঙ্কিত ধ্বজে।
কি আশ্চর্য্য দেব !
চক্ষু পালটিতে দেখি
চক্রহীন রাবণের রথ,
অশ্ব তার শোণিতে লুটায় !
ভীম করে মহাধনু লয়ে
ব্যোম ভেদি' ব্যোম ব্যোম রব মুখে,
দক্ষযজ্ঞ কালে উন্মত্ত পিনাকী সম
ধায় দশানন শ্রীরামের পানে !
ওই সজল জলদ সম রাম রঘুনাথ
ত্যজি' রথ নামেন ভূতলে !
হের ধনুক টঙ্কারে তাঁর,
রাক্ষসীয় সমু প্রাণহীন পড়ে চারিধারে !
ওই বাধিল তুমুল রণ দোঁহে—
শরাচ্ছন্ন রবি—আঁধারে আবৃত দিক্,
আর কিছু দেখা নাহি যায় !

ব্রহ্মা। চল, শূন্যপথে কোথা দেখি দেবরাজ ;
নাহি স্থান দেবলোকে পিতৃলোকে আজি,
সিদ্ধ সাধ্য ঋষি যক্ষ রক্ষ কিন্নর অপ্সর
হয়ে বিস্মিত অন্তর
রাম রক্ষ মহারণ করেন দর্শন। (উভয়ের প্রস্থান

যুদ্ধশ্রান্ত রাবণের প্রবেশ

রাবণ। বুঝিতে না পারি
কোন্ মায়াবলে আজি হইনু বিরথী ;
কোন্ মায়াবলে
তুচ্ছ নর এতক্ষণ যুঝে মোর সনে,
কোন্ মায়া শক্তি মোর করিল হরণ !
যেই বক্ষে বাসবের বজ্র আমি
কুসুমের হার সম করেছি ধারণ,
বুঝিতে না পারি—কোন্ মায়া—কোন্ মায়াবলে
সেই বক্ষ আজ প্রথম উঠিল কাঁপি' ভিখারীর রণে !
রণশ্রান্ত লঙ্কার রাবণ—
এও কি সম্ভব কভু ?

রামের প্রবেশ

রাম। রে তস্কর,
পলায়নে নাহি ত্রাণ !
রণস্থল ইহা—নহে দণ্ডককানন—
নহে শূন্যঘরে জানকী হরণ ;
সাক্ষাৎ শমন তোর
সম্মুখে দাঁড়ায়ে পাপী কর নিরীক্ষণ !

তোর তরে দিনে দিনে
সহিয়াছি যে প্রচণ্ড জ্বালা,
আজি স্বহস্তে বধিয়া তোরে করিব নির্ব্বাণ !

রাবণ। জ্ঞাতিশত্রু বিভীষণ সাধিয়াছে বাদ,
তাই দেখি এত আস্ফালন !
দেহে প্রাণ রবে যতক্ষণ,
রণ—রণ—রণ বিনা নাহি কিছু আর (উভয়ের প্রস্থান

লক্ষ্মণ ও সুগ্রীবের পুনঃ প্রবেশ

লক্ষ্মণ। হে সুগ্রীব, পুনঃ হের রণোন্মত্ত রঘুনাথে ;
প্রাণপণে রক্ষা কর ঠাট,
এস পশ্চাতে আমার। (উভয়ের প্রস্থান

পঞ্চম দৃশ্য

সমুদ্র তীর

ব্রহ্মা, ইন্দ্রাদি দেবগণ, অগস্ত্য প্রভৃতি ঋষিসঙ্ঘ

(নেপথ্যে—জয় শ্রীরামচন্দ্রের জয় ! জয় শ্রীরামচন্দ্রের জয় !!)

ব্রহ্মা। এতদিনে ভারমুক্ত ধরা
দশানন পড়িল সমরে !
পুরন্দর, কহ দেব সেনাগণে
দুন্দুভির নাদে পূরাক্ গগন ;
সুর-নারীগণ করুন সকলে আজি কুসুম বর্ষণ ;
আনন্দের ধ্বনি উঠুক অবনী বেড়ি' !
আসেন শ্রীরাম—
নারায়ণ ভুলেছেন স্বরূপ আপন
দেখ রণশ্রান্ত প্রাকৃতজনের মত।

রাম, লক্ষ্মণ, বিভীষণ প্রভৃতির প্রবেশ

রাম। দেহ কোল বিভীষণ, শোক নাহি কর।
আছিল হে মহাবল পরাক্রান্ত লঙ্কার ঈশ্বর—
যুদ্ধে মৃত্যু নিয়তি-লিখন তাঁর ;
যদিও হে জন্ম রক্ষকুলে—
ক্ষত্রিয় বাঞ্ছিত এই অতি উচ্চগতি
তিনি করেছেন লাভ,
তাঁর তরে শোক নহে বিহিত কখনো।
(ব্রহ্মাকে দেখিয়া)
কি সৌভাগ্য আজি মোর, হেরি পিতামহে
রণশ্রম অবসান কালে !
লহ দেব, প্রণাম আমার।
পুরন্দর, কি কব অধিক,
তোমারি প্রদত্ত রথে, সাহায্যে তোমার
দশানন জয়ী আমি আজি।

ব্রহ্মা। ভ্রমি' মৃত্তিকায়, ধরি' মৃত্তিকার দেহ
ভুলে আছ স্বরূপ আপন।
তুমি নারায়ণ শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারী,
নিত্য তুমি, সত্য তুমি,
নাহি তব জনম মরণ ;
ধার্ম্মিকের ধর্ম্ম তুমি,
মর্ম্ম নিখিল শ্রুতির ;
সৃষ্টি মাঝে অনাদি ঈশ্বর,
মন্ত্রমাঝে তুমি হে প্রণব,
সর্ব্ব অন্তর্য্যামী, দয়ার পয়োধি,

সহস্র সহস্র শীর্ষ পুরুষ বিরাট্,
জানকী-কমলা-নাথ প্রণম্য সবার !

লক্ষ্মণ। কহ জ্যেষ্ঠ, কি হেতু, বিলম্ব আর
আদেশ রাঘব
জননীরে মোর আনিতে হেথায় !
নিত্য করিয়াছি আমি উদ্দেশে প্রণাম
আজি তাঁর বন্দিব চরণ।

রাম। (স্বগত) সীতা—সীতা !
কত যুগ দেখিনি তোমায় !
দুস্তর সমর-সিন্ধু হইয়াছি পার,
কিন্তু দেবি, ততোধিক দুস্তর সাগর
বিস্তারিত সম্মুখে আমার !
(প্রকাশ্যে) মিত্র বিভীষণ,
সীতারে করায়ে স্নান, সাজায়ে ভূষণে
অবিলম্বে লয়ে এস হেথা।
উপস্থিত লোক-পিতামহ,
উপস্থিত পুজ্য পুরন্দর,
মহর্ষি অগস্ত্য আর আর দেব ঋষি যত,
আসি' হেথা সবাকার আশীর্ব্বাদ লভুন জানকী।

মারুতি। লয়ে যাই কপিগণে,
শিবিকা বাহনে জননীরে আনিব এখনি।

রাম। নাহি প্রয়োজন, নাহি কাজ রাজ-আড়ম্বরে,
জেনো—গৃহ, বস্ত্র, শিবিকাবাহন,
রমণীর নহে সদা শ্রেষ্ঠ আবরণ,
চরিত্রই একমাত্র আকাঙ্ক্ষিত আবরণ তার !

পদব্রজে আসুন জানকী,
বানর রাক্ষস নর দেখুন তাঁহারে।

(বিভীষণ ও মারুতির প্রস্থান

ব্রহ্মা। উৎকণ্ঠিত আমরা সকলে,
আমাদের মহা দুঃখ মোচনের তরে
যে যন্ত্রণা সয়েছেন মাতা,—
জগতের কোন নারী সহেনি এমন,
সহিবে না ভবিষ্যতে কভু ;
সীতার তুলনা সীতা যতদিন মহী।

রাম। (লক্ষ্মণের প্রতি) রে লক্ষ্মণ,
আজি দণ্ডক অরণ্যমাঝে
মায়ামৃগ পড়ে মনে ;
মনে পড়ে
পশ্চিমে আরক্ত রবি সম্মুখে রাখিয়া,
ঘোর বনে মরীচিকা পাছে
জ্ঞানহারা ছুটিয়াছি কত ;
মনে পড়ে বিজন বিপিনে
'হায় রাম হা লক্ষ্মণ'
উঠে মায়াস্বর বায়ুস্তর ভেদি' ;
মনে পড়ে প্রতিধ্বনি তার
পর্ব্বতে পর্ব্বতে ফিরে তুলে হাহাকার !
মনে পড়ে ধনুর্ধারী তুমি
উদ্‌ভ্রান্ত ছুটেছ বনে অন্বেষণে মোর ;
মনে পড়ে সীতাশূন্য নির্জ্জন কুটীর,
সীতাশূন্য গোদাবরী তীর, সীতাশূন্য ভুবন আমার !

বৎসরের পরে
সেই সীতা আসিছেন ফিরে।
ওরে যদি জগতের লোক
একবাক্যে আমারে নির্ম্মম বলে—
সাক্ষী তুই—তুই যেন নির্ম্মম বলিয়ে
ত্যাগ নাহি করিস্ আমারে।

বিভীষণ ও মারুতির সহিত সীতার প্রবেশ

(সীতা গললগ্নীকৃতবাসে রামকে প্রণাম করিলেন)

রাম। ভদ্রে, অপমান করেছিল লঙ্কার রাবণ,
সমবেত শত্রুসহ সবংশে তাহারে নাশি'
প্রতিশোধ লইয়াছি তার,
করিয়াছি বংশোচিত ব্যবহার মোর ;
পৌরুষের বলে উদ্ধার করেছি তোমা।
কার্য্য শেষ—এবে তিনলোক আছে প্রতীক্ষায়,
পুনরায় অযোধ্যায় করিব গমন তোমারে লইয়া সাথে ;
কিন্তু শুন রুক্ষ—অতি রুক্ষ বচন আমার।
ক্ষত্র আমি, জন্ম মম অতি উচ্চকুলে,
সূর্য্যবংশ আকর আমার,
চাহি' বংশের সম্মান
নারি আমি তোমারে গো করিতে গ্রহণ।

(সকলে স্তম্ভিত হইলেন ; সীতার মুখ সহসা পাণ্ডুবর্ণ হইয়া গেল ;
স্বপ্নোচ্চারিতার মত তাঁহার মুখ হইতে অস্ফুট শব্দ
বাহির হইল—"কি! কি!" সকলে
সমস্বরে বলিলেন কি!—কি!)

রাম। বর্ষকাল ছিলে তুমি রাবণের ঘরে ;
কামাসক্ত সেই দুষ্ট
বক্ষে ধরি' তোমা করেছে হরণ ;
পরস্পৃষ্ট দেহ তব হয়েছে অশুচি,
এই দেহে আশ্রম উচিত কার্য্য হবেনা সাধন ;
কোন্ ধর্ম্মকার্য্যে মোর
অতঃপর হইবে সঙ্গিনী ?
এই হেতু সাক্ষী রাখি
পিতামহে পুরন্দরে
দেব ঋষিগণে, বন্ধু মিত্র স্বগণ সম্মুখে
করি আমি তোমারে বর্জ্জন।
এবে তুমি যথা ইচ্ছা করহ গমন।

লক্ষ্মণ। রাম! রাম!
শুনি তুমি দয়া অবতার—
এ বজ্র কেমনে দেব,
হেলায় হানিছ তবে জানকীর শিরে ?
ফিরে নাও—ফিরে নাও আদেশ তোমার।
অগ্নিসম শুদ্ধা সীতা—
কলঙ্ক-সাগরে নিমজ্জিতা কোরোনা তাঁহারে।
পদে ধরি, প্রত্যাহার কর বাণী.
নহে জানিও নিশ্চয়,—
যদি জননীরে কর ত্যাগ তুমি,
এই শরে কাটি' মুণ্ড নিজ
দিব ডালি চরণে তোমার—
তবু দেখিব না দেখিব না, জননীর ওই অপমান।

মারুতি। নহি নর, দেবতাও নহি,
বনের বানর—বুঝিতে অক্ষম আমি
মহিমা—মাহাত্ম্য যত দেবতা নরের।
শুনি রাম নাম, হেরি' গুণধাম রাম.
রামমূর্ত্তি রেখেছিনু অঙ্কিত হৃদয়ে—
আজি দেখি করেছিনু মহাভ্রম আমি।
হৃদ্‌পিণ্ড উপাড়ি' নখরে
রামনাম রামস্মৃতি দিয়া বিসর্জ্জন ;
প্রায়শ্চিত্ত করিব তাহার !

সীতা। এতকাল সেবিনু চরণ,
তবু চিনিলে না মোরে ?
তবু অবিশ্বাস ? বোঝ নাই চরিত্র আমার ?
পরস্পৃষ্ট দেহ বটে,
কিন্তু কি করিব, পরাধীনা আমি,
পরগৃহে বাস—সেও নহে স্বেচ্ছাধীন,
বিবাহের পর হতে রাম ধ্যান রাম জ্ঞান,
একমাত্র চিন্তা মোর রাম,—
যদি তার এই পরিণাম
ভাল তাই হ'ক !
তুমি যদি নাহি বুঝ ব্যথা,
বুঝিবেন অন্তর্যামী যিনি !
কোথা যাব, কে আছে আমার ভবে ?
স্বামী যদি করেন বর্জ্জন,
মৃত্যু বিনা সতীর আশ্রয় কোথা !
রে লক্ষ্মণ, যে স্বামীর বিপদ শুনিয়া

জ্ঞানশূন্যা আমি,
কত কটু বলেছিনু তোমা—
বৎস, সেই স্বামী আমারে করেন ত্যাগ ?
পুত্র, কর পুত্রোচিত ব্যবহার,
চিতানল কর প্রজ্জ্বলিত,
হীন প্রাণ দিই বিসর্জ্জন।

রাম। রে লক্ষ্মণ,
জানকীর আদেশ পালন অবশ্য কর্ত্তব্য তব।

লক্ষ্মণ। বুঝিতে না পারি অবশ্য কর্ত্তব্য কিবা
বুঝি শুধু ভৃত্য আমি তব, ভৃত্য জননীর।

(চিতা সজ্জিত করিবার জন্য লক্ষ্মণের প্রস্থান

সীতা। হে ধরিত্রি, ভূতধাত্রী সর্ব্বংসহা জননী আমার,
তাই সে জানকী নাম—
তুমি মাগো জান ভাল
সতী কি অসতী আমি!
যদি তিলমাত্র আমারে সন্দেহ হয়,—
যেন ভস্ম হই চিতার অনলে,
চিহ্ন মোর নাহি থাকে ভবে।
দেবতা ব্রাহ্মণে আমি করিয়া প্রণাম,
স্বামী-পদ ধরিয়া হৃদয়ে,
হে বহ্নি, তোমারে কহি—
যদি হই সতী,
রামপদে থাকে স্থিরমতি ;—
লোক সাক্ষী তুমি—

রক্ষা কোরো মোরে,
নহে ভস্ম কোরো দেব, দুখিনী সীতায়
যেন চিহ্ন মোর নাহি থাকে ভবে।

অগ্নিতে প্রবেশ

লক্ষ্মণ। সীতা, সীতা,—
জননী বিশ্বের—কোথায় লুকালে দেবি!

সকলে। হায়—হায়, কি হোল—কি হোল!

রাম। লক্ষ্মণ! লক্ষ্মণ!

(অগ্নিমধ্য হইতে রক্তাম্বরা সীতাকে লইয়া অগ্নি উঠিলেন)

অগ্নি। দেখ রঘুনাথ,
তরুণ অরুণ প্রভা নিষ্পাপ জানকী,
চিরশুদ্ধা চির যশস্বিনী!
আমা হ'তে সমুজ্জ্বল সতীত্ব তাঁহার।

ব্রহ্মা। (জানকীর হস্ত ধরিয়া লইয়া আসিয়া)
রঘুকুল-বধূ সীতা প্রণমে তোমায়,
আপনি উজ্জ্বল সীতা আপন প্রভায়।

রাম। এস প্রিয়ে এস বক্ষমাঝে,
ক্ষমা কোরো মোরে—চির ক্ষমাশীলা তুমি!
লোক-শিক্ষা হেতু
বাহিরে তোমারে আমি করেছি বর্জ্জন,
অন্তরে তোমার স্থান অন্তরের ধন!!

সকলে। জয় সীতা! জয় সীতারাম!!

যবনিকা